দ্য গডস দেমসেলভস

আইজ্যাক আজিমভ

ভাষান্তর : অনীশ দাস অপু







'হুগো' ও 'নেবুলা'
পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্লাসিক
সায়েন্স ফিকশন



বাইশ শতকের পৃথিবী। এই পৃথিবী সীমাহীন, ফ্রি এনার্জি পাচ্ছে একটি উৎস থেকে যে উৎস সম্পর্কে বিজ্ঞানীদেরই ধারণা অস্পষ্ট। শক্তি বিনিময় হচ্ছে পৃথিবী এবং প্যারালাল ইউনিভার্সের মাঝে, ভিনগ্রহবাসীদের সাহায্যে। কিন্তু ফ্রি এনার্জিরও একটা ক্ষমতা থাকে। শক্তির এই হস্তান্তর এক সময় ধ্বংস ডেকে আনবে পৃথিবী সূর্যের—সেই সাথে পৃথিবীর।

এই ভয়ঙ্কর সত্যটি জানেন কেবল অল্প ক'জন—পৃথিবীতে একঘরে করে রাখা এক বিজ্ঞানী, মৃতপ্রায় এক গ্রহের এক বিদ্রোহী ভিনগ্রহবাসী এবং চন্দ্রবাসী এক ইনটুইশেনিস্ট। এরা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করেন সূর্যের আসন্ন ধ্বংসকে। তাঁরা আসল সত্য জানলেও সে তাঁদের কথা শুনবে? অসীম শক্তির ভয়ানক পরিণতির কথা তাঁরা জানেন—কিন্তু কে তাঁদেরকে বিশ্বাস করবে?

পৃথিবীর টিকে থাকা না থাকা এখন সম্পূর্ণই নির্ভর করছে এই অল্প ক'জন বিজ্ঞানী এবং ভিনগ্রহবাসীর ওপর।

ঐতিহ্য

ISBN 984-776-204-X

হুগো ও নেবুলা পুরস্কার প্রাপ্ত

ক্লাসিক সায়েন্স ফিকশন

দ্য গডস দেমসেলভস

মূল। আইজ্যাক আজিমভ

রূপান্তর। অনীশ দাস অপু

ঐতিহ্য

প্রকাশক
মোঃ আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশ কাল
মাঘ ১৪০৯
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

প্রচ্ছদ
বিদেশী আলোকচিত্র অবলম্বনে
হাসান খুরশীদ রুমী

বর্ণবিন্যাস
বর্ণনা কম্পিউটার

মুদ্রণ
কমলা প্রিন্টার্স

মূল্য : একশত ত্রিশ টাকা

THE GODS THEMSELVES : a classic Science fiction by Isaac Asimov translated by Anish Dash Apu. Published by Md. Arifur Rahman Nayeem. Oitijjhya. Date of Publication February 2003.

Website : www. Oitijjhya.intechworld.net

Price : 130.00 US $ 4.00

ISBN 984-776- 204-X

উৎসর্গ

হিফজুর ভাই

[হিফজুর রহমান]

আমার খুব প্রিয় মানুষদের একজন
যিনি অনুবাদের ব্যাপারে আমাকে
প্রথম উৎসাহিত করে তোলেন



আইজ্যাক আজিমভ

বিশ্বের অন্যতম সেরা সায়েন্স ফিকশন লেখক আইজ্যাক আজিমভের জন্ম রাশিয়ার ছোট্ট একটি শহর স্মলিনস্কে। তিন বছর বয়সে জন্মস্থান ছেড়ে বাবা-মায়ের সাথে আমেরিকায় চলে আসেন স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে। তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এই বিষয়ে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি নেন ১৯৪৯, বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

আইজ্যাক আজিমভ জীবদ্দশায় প্রায় সাত শতাধীক বই লিখে গেছেন। তার লেখা ফাউন্ডেশন সিরিজ 'বেস্ট অলটাইম সিরিজ' হিসেবে নির্বাচিত। তবে সিরিজ বহির্ভূত যে উপন্যাসটি লিখে আজিমভ সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত হয়েছেন তা হল 'দ্য গডস দেমসেলভস'।

৫২ বছর আগে 'দ্য গডস দেমসেলভস' গল্পাকারে লিখে এক প্রকাশককে দিয়েছিলেন আজিমভ। গল্পটি পড়ে প্রকাশক এতোটাই মুগ্ধ হয়ে যান, আজিমভকে তিনি এটাকে উপন্যাসের রূপ দিতে বলেন। তারপর আজিমভ 'দ্য গডস দেমসেলভস' উপন্যাসে রূপান্তর ঘটান। এই বইটি বছরের সেরা সায়েন্স ফিকশন উপন্যাস হিসেবে একই সাথে সর্বাধিক সম্মানজনক দুটো পুরস্কার 'হুগো' এবং 'নেবুলা' অ্যাওয়ার্ড পায়। আজিমভ এই বই সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন 'দ্য গডস দেমসেলভস' আমার সেরা লেখার একটি।

১৯৮৭ সালে সায়েন্স ফিকশন রাইটার্স অব আমেরিকা তাকে ভূষিত করে 'গ্র্যাণ্ড মাস্টার অব সায়েন্স ফিকশন'–এর দুর্লভ সম্মানে।

১৯৯২ সালে ৬ এপ্রিল এই অসামান্য সায়েন্স ফিকশন লেখক ৭২ বছর বয়সে মারা যান।

প্রথম ভাগ

মূর্খতার বিরুদ্ধে...

৬

'কোন লাভ হলো না,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল ল্যামন্ট। 'আমি পারলাম না।' ওর গভীর চোখ জোড়া সব সময় চিন্তামগ্ন মনে হয়। এখনো তেমন লাগছে। হাল্লামের সঙ্গে ওর দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার প্রথমটির চেয়েও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

'এত বেশি নাটুকেপনা কোরো না তো,' শান্ত গলায় বলল মিরন ব্রনস্কি। 'তুমি ব্যাপারটা আশাও করোনি। কথাটা আগেই বলেছ আমাকে।' শূন্যে বাদাম ছুড়ে দিচ্ছে সে, মুখ হাঁ করে ওগুলো ধরার চেষ্টা করছে। শূন্যে ছোঁড়া বাদাম কখনো মিস করে না ব্রনস্কি। সে তেমন মোটা নয়, পাতলাও নয়।

'ব্যাপারটা খুব একটা মজারও হতো না। তবে তুমি ঠিকই বলেছ এতে কিছু এসে যায় না। আরো অনেক কাজ আছে সেগুলো আমি করতে পারি। তাছাড়া তোমার ওপর অনেকটাই নির্ভর করছি আমি। তুমি যদি শুধু বের করতে পারতে—'

'কি বলবে আমি জানি। আমাকে যা করতে হবে তা হলো নন হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স-এর চিন্তা-ভাবনাগুলো ডিসাইফার করা।'

'হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স-এর চেয়ে ওরা উন্নত। প্যারা-ইউনিভার্স থেকে আসা ওই প্রাণীগুলো নিজেদেরকে বোঝাতে চাইছে।'

'হতে পারে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্রনস্কি। 'তবে চেষ্টাটা করছে আমার বুদ্ধিমত্তার মাঝ দিয়ে। মাঝে মাঝে ওদেরকে মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান মনে হয় আমার। তবে খুব বেশি নয়। মাঝে মাঝে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকি আমি, ভাবি ভিন্ন শ্রেণীর বুদ্ধিমত্তার পক্ষে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা আদৌ সম্ভব কিনা।'

লেখকের পাদটিকা : এ কাহিনীর সূচনা ৬ অধ্যায় থেকে। তবে এটা কোন ভুল নয়। এভাবে শুরু করার বিশেষ কারণ আছে। কাজেই পড়ে যান এবং উপভোগ করুন।

'সম্ভব' ল্যাব কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে গমগমে গলায় বলল ল্যামন্ট। 'আমি এবং ড. ফ্রেডরিক হাল্লাম ভিন্ন বুদ্ধিমত্তার। কারণ আমি যখন ওনার সঙ্গে কথা বলি, উনি কিছুই বুঝতে পারেন না। তাঁর বোকা বোকা মুখটা আরো লালচে হয়ে ওঠে, কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় চোখ, কানে যেন তালা লেগে যায়। আমি বলব তাঁর মানসিক কর্মকাণ্ডই যেন তখন বন্ধ হয়ে যায়।'

বিড়বিড় করল ব্রনস্কি, 'ইলেকট্রন পাম্প-এর জনকের সম্পর্কে কথা বলার ধরন কি!'

'ঠিকই আছে। লোকটাকে আমি বাস্টার্ড বার্থ বলব, তবে তাঁর অবদানও ফেলে দেয়ার মত নয়।'

'সে আমিও জানি।' বলে ব্রনস্কি আরেকটা বাদাম ছুড়ে দিল শূন্যে। এবারও বাদামটা টপ করে তার হাঁ করা মুখের মধ্যে পড়ল। কখনো মিস হয় না ব্রনস্কির।

১

ত্রিশ বছর আগে ঘটেছিল ঘটনাটি। ফ্রেডরিক হাল্লাম একজন রেডিও কেমিস্ট। তিনি এক সময় পৃথিবী কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। যে জিনিস দিয়ে পৃথিবী কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন তার নাম টাংস্টেন মেটাল। একটা ধূসর রঙের বোতলে জিনিসটা এখন তাঁর ডেস্কে শোভা পাচ্ছে। তবে ড. হাল্লাম নিজে এ জিনিস কখনো ব্যবহার করেননি। বহু আগে কেউ একজন এ জিনিস কি প্রয়োজনে চেয়েছিল সে স্মৃতি এখন ধূলি-ধূসর। তবে এটা এখন আর সত্যিকার টাংস্টেন নেই। বোতলের মধ্যে ছোট ছোট কতগুলো বড়ি আছে অক্সাইডে মেশানো। ধূসর এবং ব্লু রঙের। কারো প্রয়োজনে লাগে না এগুলো।

২০৭০ সালের ৩ অক্টোবরে হাল্লাম প্রবেশ করেছিলেন তাঁর গবেষণাগারে, সকাল দশটার খানিক আগে। উনি স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন বোতলের দিকে। হাতে তুলে নেন। ওটার গায়ে আগের মতই ধুলো, লেবেলটা ম্লান হয়ে এসেছে। ড. হাল্লাম হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'গড ড্যাম ইট। কে এটায় হাত দিয়েছে?'

এ কথাটা শুনে ফেলেছিল ডেনিসন। বহুদিন পরে কথাটা সে বলেছিল ল্যামন্টকে। তবে হাল্লামের কাছে টাংস্টেন তেমন গুরুত্ব বহন করত না। তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন তাঁর টেবিলে কেউ হাত দিয়েছে ভেবে। হাল্লাম যখন ব্যাপারটা নিয়ে চেঁচামেচি করছেন ওই সময় বেঞ্জামিন অ্যালান ডেনিসন ওখানে ছিল। তার অফিস আর হাল্লামের গবেষণাগার মুখোমুখি। আর দু'জনের ঘরের দরজাটা ছিল খোলা। মুখ তুলে তাকাতেই হাল্লামের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায় তার।

ডেনিসন পছন্দ করত না হাল্লামকে। (হাল্লামকে কেউই পছন্দ করে না) হাল্লাম যখন বোতলটা মুখের সামনে এনে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছিলেন, ডেনিসন তখন বলে, 'আপনার টাংস্টেন-এর প্রতি কারো তো আগ্রহ থাকার কথা নয়। ও বোতল গত বিশ বছরে খোলা হয়নি। আপনি নিজে না ধরলে ওতে কারো হাত লাগাবার দরকারও নেই।'

হাল্লামের মুখ রাগে লাল হয়ে ওঠে। তিনি কঠিন গলায় বলেন, 'দ্যাখো, ডেনিসন। কেউ ভেতরের জিনিসটা বদলে ফেলেছে। এটা টাংস্টেন নয়।'

ডেনিসন নাক কুঁচকে বলল, 'কি করে বুঝলেন?'

ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া হাল্লামকে ডেনিসন জিজ্ঞেস করছে 'কি করে বুঝলেন?' হাল্লাম রাগে ফেটে পড়তে গিয়েও সংযত রাখলেন নিজেকে। শুধু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন, 'কি করে বুঝলাম তা তোমাকে দেখাচ্ছি।'

এ কথা বলেই বোতল নিয়ে হাল্লাম ছুটলেন স্পেকটোগ্রাফি বিভাগে। রেডিয়েশন কেমিস্ট হিসেবে এই যাওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। ওখানকার টেকনিশিয়ানদের তিনি আগে থেকে চেনেন। স্পেকটোগ্রাফার ধাতব জিনিসটা পরীক্ষা করে বলল, 'এটা টাংস্টেন নয়।'

হাল্লামের কঠিন 'হাসতে মানা' টাইপের গম্ভীর মুখ কুঁচকে গেল বিকৃত হাসিতে। 'ঠিক আছে। এটাই আমি ওই প্রতিভাবান ছোকরা ডেনিসনকে বলব। আমি একটা রিপোর্ট চাই আর—'

'এক মিনিট, ড. হাল্লাম। আমি বলেছি এটা টাংস্টেন নয়। তবে এটা কি ধাতু তাও বলতে পারছি না।'

'বলতে পারছো না মানে?'

'মানে বলতে চাইছি এটার পরীক্ষার ফল আমার কাছে অদ্ভুত এবং হাস্যকর মনে হয়েছে।' এক মুহূর্ত ভাবল টেকনিশিয়ান। 'এক অর্থে অসম্ভবও বলা যায়। চার্জ মাস রেশিও পুরোটাই ভুল।'

'কিভাবে ভুল?'

'পুরোটাই হাই। এত হাই হবার কথা নয়।'

'তাহলে,' বললেন হাল্লাম। 'এটার ক্যারেক্টারিস্টিক এক্সরেডিয়েশনের ফ্রিকোয়েন্সি এবং চার্জের ফিগারটা আমাকে দাও। অসম্ভব বলে বসে থেকো না।'

কয়েকদিন পরে টেকনিশিয়ান এল হাল্লামের অফিসে। চেহারায় উদ্বেগ।

হাল্লাম টেকনিশিয়ানের উদ্বেগ পাত্তা দিলেন না। তিনি আবেগ-অনুভূতিকে মোটেই প্রশ্রয় দেন না। জানতে চাইলেন, 'পেয়েছ?' এমন সময় ডেনিসনকে চোখে পড়ল তাঁর। নিজের ল্যাবে ঢুকছে। দরজা বন্ধ করল। বন্ধ দরজার দিকে ভুরু কুঁচকে একবার তাকালেন তিনি। আবার ফিরলেন টেকনিশিয়ানের দিকে। 'নিউক্লিয়ার চার্জ পেয়েছ?'

'হ্যাঁ। তবে ওটা ভুল।'

'ঠিক আছে, ট্রেসি। আবার পরীক্ষা করো।'

'এক ডজনের বেশিবার পরীক্ষা করেছি। বারবারই অশুদ্ধ ফল এসেছে।'

'মেজারমেন্ট করলেই হলো। ফ্যাক্টস নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

কান ঘষল ট্রেসি। বলল, 'তাও করেছি, ডক্টর। প্লুটোনিয়াম—১৮৬ পেয়েছি।'

'প্লুটোনিয়াম—১৮৬? প্লুটোনিয়াম—১৮৬?'

'চার্জ হলো + ৯৪। ম্যাস ১৮২।'

'কিন্তু তা হতেই পারে না। এরকম কোন আইসোটোপ নেই। এ অসম্ভব।'

'আমিও তাই বলছি। কিন্তু মেজারমেন্ট এইই এসেছে।'

'রেডিও অ্যাক্টিভিটির কোন চিহ্ন দেখেছ?'

'আমিও ওটার কথা ভেবেছি,' জবাব দিল টেকনিশিয়ান। 'ওটা সম্পূর্ণ স্থিতিশীল।'

'তাহলে ওটা প্লুটোনিয়াম—১৮৬ হতে পারে না।'

'কিন্তু জিনিসটা তাই, ডক্টর।'

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে হাল্লাম বললেন, 'দেখি, জিনিসটা আমাকে দাও।'

বোতল দিয়ে চলে গেল টেকনিশিয়ান। একা ঘরে বোতলটার দিকে হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইলেন হাল্লাম। প্লুটোনিয়ামের সবচে' কাছের স্থিতিশীল আইসোটোপ হলো প্লুটোনিয়াম—২৪০, ৯৪টি প্রোটনকে আংশিক স্থায়িত্ব দেয়ার জন্যে ১৪৬টি নিউট্রনের দরকার। ৯৪টি প্রোটনকে সংকুচিত করে একটি নিউক্লিয়াসে রূপ দেয়া সম্ভব নয়। টাংস্টেন—১৮৬র নিউক্লিয়াসে—৭৪টি প্রোটন এবং ১১২টি নিউট্রন ছিল। ট্রেসি যা বলছে তাতে ধরে নিতে হয় কোন কিছু ২০টি নিউট্রনকে ২০টি প্রোটনে পরিণত করেছে। কিন্তু এ কিছুতেই সম্ভব নয়।

এখন কি করবেন ড. হাল্লাম ? ব্যাপারটা তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। দুঃখ লাগছে ভেবে কাজটা তিনিই শুরু করেছিলেন। আর এই নতুন রহস্য ভেদ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ট্রেসি হয়তো বোকার মত কোন ভুল করে ফেলেছে, কিংবা ম্যাস স্পেকট্রোমিটারটা ঠিকঠাক কাজ করে নি। অথবা—

অথবা কি ? দূর এসব নিয়ে ভেবে কি লাভ ?

তবে ডেনিসন যখন পিত্তি জ্বলানো হাসি নিয়ে টাংস্টেন সম্পর্কে জানতে চাইবে, তখন কি জবাব দেবেন হাল্লাম ? বলবেন, 'এটা টাংস্টেন নয়। আগেই বলেছি তোমাকে।' তখন ডেনিসন নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে, 'তাহলে কি এটা ?' তখন কি বলবেন হাল্লাম ? নাহ্, এটার রহস্য তাঁকে ভেদ করতেই হবে। এবং কাজটা করবেন একা। কাউকে তিনি আর বিশ্বাস করতে পারবেন না।

দুই হপ্তা পরে প্রফেসরকে আবার ট্রেসির ল্যাবে দেখা গেল। রাগে গনগন করছে মুখ।

'অ্যাই, তুমি আমাকে বলোনি যে জিনিসটা ননরেডিও অ্যাকটিভ ?'

'জিনিস ?' অবাক হয়ে জানতে চাইল ট্রেসি, 'কিসের জিনিস ?'

'ওই জিনিস যেটার নাম দিয়েছ প্লুটোনিয়াম—১৮৬,' বললেন হাল্লাম।

'ও আচ্ছা। ওটা তো স্থিতিশীল ছিল।'

'তোমার মানসিক অবস্থার মতই স্থিতিশীল। এটাকে তুমি যদি নন-রেডিও অ্যাকটিভ বলো তাহলে তোমাকে পাগলা গারদে ঢোকাব।'

ভুরু কোঁচকাল ট্রেসি, ‘ঠিক আছে, ডক। বাদ দিন। আসুন, আবার পরীক্ষা করে দেখি।

পরীক্ষা করল ট্রেসি। বিস্মিত হয়ে বলল, ‘আরে, এ দেখছি রেডিও অ্যাকটিভ। খুব বেশি নয়। তবে রেডিও অ্যাকটিভিটি রয়েছে এর মধ্যে। ব্যাপারটা কিভাবে মিস করে গেলাম বুঝতে পারছি না।’

‘তাহলে প্লুটোনিয়াম—১৮৬ নিয়ে যে সব নির্বোধ উক্তি তুমি করেছ সেগুলোকে কিভাবে বিশ্বাস করব?’

ব্যাপারটা যেন এখন হাল্লামের গলায় কাঁটার মত ঠেকে গেল। সিদ্ধান্ত নিলেন যেভাবে হোক এ রহস্য ভেদ করবেনই। তিনি গেলেন জি. সি কানট্রোউইসচের কাছে। সেও একজন বিজ্ঞানী। ব্যাপারটা খুলে বললেন তাকে।

দিন দুই পরে ঝড়ের বেগে কানট্রোউইসচ ঢুকল হাল্লামের অফিসে। ভয়ানক উত্তেজিত। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ‘এ জিনিসটা কি আপনি নিজেই দেখছেন ডক্টর?’

‘তেমন নয়,’ বললেন হাল্লাম।

‘আপনি কি জানেন এটা থেকে পজিট্রন বের হচ্ছে?’

‘তাই নাকি?’

‘জ্বী। এমন শক্তিশালী পজিট্রন জীবনে দেখেনি আমি...আর এটার রেডিও অ্যাকটিভিটি খুব নিচু।’

‘নিচু?’

‘নিশ্চিতভাবেই। তবে আমাকে সবচে’ অবাক করেছে যে ব্যাপারটি তা হলো, আমি যতবার মেজারমেন্ট নিয়েছি প্রতিবারই একটির চেয়ে অপরটি কিঞ্চিৎ ওপরে উঠেছে।’

২

হাল্লাম যখন তাঁর বিকল্প টাংস্টেন আবিষ্কার করেন, পিটার ল্যামন্ট ওই সময় দুইয়ে পা দিয়েছে। পঁচিশ বছর বয়সে ল্যামন্ট পাম্প স্টেশন এক-এ যোগ দেয়। তখনো নিজের ডক্টরেট গবেষণামূলক প্রবন্ধের আলোচনা তার মনে উজ্জ্বল, একই সঙ্গে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগের চাকরির প্রস্তাবটি গ্রহণ করে।

পাম্প স্টেশন এক চাকচিক্য এবং জৌলুসে অন্য স্টেশনগুলোর সমকক্ষ না হলেও এটাকে বলা হয় সকল স্টেশনের ঠাকুরদা। পাম্প স্টেশন এক-এর মত প্রধান টেকনোলজিকাল প্রবৃদ্ধি আর কেউ ঘটাতে পারেনি। এ স্টেশনে অসীম শক্তি উৎপাদিত হয় এবং কোন সমস্যা ছাড়াই। কাজেই সারা বিশ্বের কাছে পাম্প স্টেশন এক সান্তা ক্লস এবং আলাদিনের চেরাগ বলে যে অভিহিত হবে তাতে আর বিচিত্র কি ?

ল্যামন্টের কাজ ছিল সর্বোচ্চ থিওরেটিক্যাল অবস্ট্রাকশনের যাবতীয় সমস্যা নিয়ে কাজ করা। তবে ইলেকট্রন পাম্প-এর অবিশ্বাস্য প্রবৃদ্ধির চমকপ্রদ গল্পের প্রতিও সে দারুণ আকর্ষণ বোধ করত। এটার তত্ত্বীয় নিয়ম সম্পর্কে ইতিহাসের কোথাও কিছু লেখা নেই, দুরূহ এ বিষয়টি কারো মাথায় ঢুকতও না। জনসাধারণের কাছে বিষয়টির জটিল দিকগুলো ব্যাখ্যা করার ক্ষমতাও কারো ছিল না। হাল্লাম অবশ্য মিডিয়ার জন্যে কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, তবে ইতিহাসের সঙ্গে ওগুলোর সম্পৃক্ততা ছিল না বা ইতিহাসকে ওইসব প্রবন্ধ রিপ্রেজেন্টও করেনি।

তবে হাল্লামের ব্যাপারে আগ্রহ ছিল ল্যামন্টের। হাল্লাম একবার এক সেমিনারে এমন কিছু মন্তব্য করে বসেন যা নিয়ে মোটামুটি একটা হৈ চৈ পড়ে যায়।

ওই ঘটনার পরে ল্যামন্টের মনে প্রশ্ন জাগে—হাল্লামের সেই বিখ্যাত মন্তব্য কি সত্যি তাঁর নিজের ছিল ?

সেমিনারে হাল্লাম ইলেকট্রন পাম্পের প্রকৃত শুরু সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। এ বিষয়টি নিয়ে প্রথমে সাড়া জাগলেও পরে অনেকেই ভুলে যায় ব্যাপারটা। তবে ল্যামন্টের মনে পড়ছিল জন. এফ. এক্স. ম্যাকফারল্যান্ড হাল্লামের ওই মন্তব্যের মত কিছু একটা বলেছিলেন—আর সেটা হাল্লামের অনেক আগে।

ল্যামন্ট গেল ম্যাকফারল্যান্ডের সঙ্গে দেখা করতে। ম্যাকফারল্যান্ড তখন সৌর বাতাস নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত। এর সঙ্গে পাম্প এফেক্টের কোন সম্পর্ক নেই।

ম্যাকফারল্যান্ড ল্যামন্টকে বিনয়ের সাথে জানালেন ওই সেমিনার ছাড়া অন্য যে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে তিনি রাজি আছেন। তাঁর নাকি সেমিনারের কথা মনেই নেই।

ল্যামন্ট ঝুলে রইল ম্যাকফারল্যান্ডের সঙ্গে। বলল সেমিনারের কথা সে কিছুই ভোলেনি।

ম্যাকফারল্যান্ড পকেট থেকে একটা পাইপ বের করলেন, তামাক ভরলেন, ভেতরের জিনিসটা পরীক্ষা করে দেখলেন সময় নিয়ে। তারপর অদ্ভুত দৃঢ়তার সাথে বললেন, 'আমি ঘটনাটা মনে করতে চাইও না। কারণ মনে করার কোন প্রয়োজনই বোধ করছি না। একেবারেই না। কেউ কথাটা বিশ্বাস করতে চাইবে না। নিজেকে তখন আস্ত একটা বোকা মনে হবে।'

'হাল্লাম তাহলে দেখবেন আপনি রিটায়ার করেছেন?'

'না। তা বলছি না। তবে এতে আমার কোন লাভ হবে বলেও মনে হয় না। আর এতে পার্থক্যটাই বা কোথায়?'

'এটা ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।'

'ভুয়া কথা। ঐতিহাসিক সত্য হাল্লাম কখনো প্রকাশ করবে না। সে সবাইকে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তদন্তের মধ্যে সেঁধিয়েছে। তাকে ছাড়া ওই টাংস্টেনের অবশেষে হয়তো বিস্ফোরণ ঘটত। আর কোন স্যাম্পল আমরা পেতাম না, পাম্প বলেও কিছুর অস্তিত্ব থাকত না। ক্রেডিট পাবার যোগ্যতা রাখে হাল্লাম। আর ক্রেডিট পাবার যোগ্যতা না রাখলেও কিছু যায় আসে না। কারণ ইতিহাস আমার কাছে অর্থহীন।'

ম্যাকফারল্যান্ডের কথা শুনে খুশি হতে পারল না ল্যামন্ট। ইতিহাসিক সত্য!

ঐতিহাসিক সত্যর একটা অংশ হলো হাল্লামের টাংস্টেন। হাল্লামের বোতলের জিনিসে মাস দুই পরে সামান্য পরিবর্তন লক্ষ করলেন তিনি। 'নিউক্লিয়ার রিভিউ'-র সম্পাদক কানট্রোউইসচ তাঁর পত্রিকায় হাল্লামের প্লুটোনিয়াম—১৮৬-এর অস্তিত্বের কথা সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেন। তবে ট্রেসির নাম কোথাও উল্লেখ করা হলো না। আর এটা থেকে নির্গত এবং ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া রেডিও অ্যাকটিভিটি সমস্যার সৃষ্টি করল। সমস্যার সমাধানের জন্যে সেমিনার আহ্বান করা হলো। কানট্রোউইসচ সভাপতির চেয়ারে বসলেন। তবে বৃথাই আলোচনা হলো। কোন সমাধান মিলল না। এর মাস পাঁচেক পরে মারা গেলেন কানট্রোউইসচ। আর সেমিনারে হাল্লাম তার বিখ্যাত 'গ্রেট ইনসাইট-এর কথা ঘোষণা করে বেশ হৈচৈ ফেলে দিলেন। তিনি জানালেন তাঁর আবিষ্কৃত প্লুটোনিয়াম—১৮৬ এমন একটি পদার্থ যার আসলে কোন অস্তিত্ব

থাকার কথা নয়। বললেন, 'আমরা যে পদার্থটি নিয়ে গবেষণা করছি তা আমাদের পৃথিবীতে উৎপাদিত হয় না, হয় আরেক সমান্তরাল বিশ্বে—প্যারালাল ইউনিভার্সও তাকে বলতে পারেন।

'তবে এ জিনিসটি এখনো স্টাব্‌ল বা স্থিতিশীল। এর কারণ আমার মনে হয় এটি নিজস্ব বিশ্ব'র আইন বহন করে চলেছে। এটির ধীরে ধীরে তেজস্ক্রিয় হয়ে ওঠা এবং পরবর্তীতে বেশি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ করার মানে আমাদের নিজেদের পৃথিবীর নিয়ম বা আইনগুলো এটার শরীরের মধ্যে ঢুকে গেছে।

'আমি একই সাথে এ কথাও বলতে চাই যে, টাংস্টেনের একটা স্যাম্পল প্লুটোনিয়াম—১৮৬ দৃশ্যমান হয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। হয়তো প্যারালাল ইউনিভার্সে ওটা চলে গেছে। ওখানে এটা এনার্জি সোর্স হিসেবে কাজ করতে পারে যেভাবে এখানে প্লুটোনিয়াম—১৮৬ কাজ করবে।'

দর্শক সারি থেকে একজন জানতে চাইল। (হয়তো অ্যান্টোইন জেরোম ল্যাপিন, রেকর্ডে কণ্ঠ বোঝা যায় না) প্রফেসর হাল্লাম কি এরকম ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে প্যারা-ইউনিভার্সের কোন বুদ্ধিমান এজেন্ট এনার্জি সোর্স পাবার আশায় ইচ্ছাকৃতভাবে ওটা বিনিময় করেছে ?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হাল্লাম জবাব দিলেন 'হ্যাঁ।' আমার ধারণা তাই। আমার ধারণা এনার্জি সোর্স প্র্যাকটিক্যাল কাজ শুরু করতে পারবে না যদি না ইউনিভার্স এবং প্যারা-ইউনিভার্স একসঙ্গে কাজ করে। দু'পক্ষকেই আধাআধি শক্তি বিনিময় করতে হবে। আর ইলেকট্রন পাম্প-এর সাহায্যে এটা করতে হবে।' এখানে একটা কথা বলা দরকার, হাল্লামই প্রথম সরাসরি পাম্প-এর কথা উল্লেখ করেন। সে অর্থে তাঁকে ইলেকট্রন পাম্পের জনকও বলা যায়।

এরপর বিভিন্ন গবেষণাগারে টাংস্টেন নিয়ে কাজ শুরু হয়ে যায়। টাংস্টেন নাম পেয়ে যায় 'হাল্লাম-এর টাংস্টেন' বলে। হাল্লাম এ বিষয়টি নিয়ে নানান পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। এর মধ্যে নর্থ আমেরিকান সানডে টেলিটাইমস উইকলিতে এক সংখ্যায় তিনি লেখেন :

'আমরা জানি না প্যারা-ইউনিভার্সের আইন আমাদের থেকে কতটা আলাদা। তবে এটুকু জানি আমাদের নিউক্লিয়ার ইন্টার অ্যাকশন প্যারা-ইউনিভার্সের চেয়ে শক্তিশালী। হয়তো একশ গুণ বেশি শক্তিশালী।'

ড. হাল্লামের সঙ্গে পরিচয়ের দিনটির কথা পরিষ্কার মনে আছে পিটার ল্যামন্টের। হাল্লাম ল্যামন্টকে দেখে বলেছিলেন, 'তুমিই সেই ড. পিটার ল্যামন্ট। হ্যাঁ। তোমার কথা অনেক শুনেছি। শুনেছি প্যারা-থিওরীর ওপর ভাল কাজ করছ। তোমার পেপারটা যেন কি ছিল ? প্যারা-ফিউশনের ওপর না ?'

'জ্বী স্যার।'

'হ্যাঁ। পরিষ্কার মনে পড়ছে এখন। প্যারা-ফিউশন সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো। এমনভাবে ব্যাখ্যা করবে যেন কোন শ্রমিককে বোঝাচ্ছ ব্যাপারটা। এক অর্থে,' মুচকি হাসলেন তিনি, 'আমি তো শ্রমিকই। আমি স্রেফ একজন রেডিওকেমিস্ট, তুমি জানো।'

তরুণ ল্যামন্ট তখন প্যারা-ফিউশনের বিষয়টি ভাল করে বুঝিয়েছে ড. হাল্লামকে। হাসিমুখে তার কথা শুনেছেন হাল্লাম। তবে সেবারই তাঁর শেষ হাসিমুখ দেখেছে হাল্লাম। প্যারা-ফিউশন প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে চলে এসেছিল প্যারা-ইউনিভার্স এবং প্যারা-মেন বা সমান্তরাল-মানবদের (Para-men) কথা। সেই সাথে ড. হাল্লামের বিখ্যাত ইন্টার-ইউনিভার্স ইলেকট্রন পাম্প প্রজেক্ট ছিল আলোচনার অন্যতম বিষয়। সবাই জানে এ প্রজেক্টের হোতা ড. হাল্লাম। আর এ প্রজেক্টের সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নের সমস্ত প্রশংসা হাল্লামেরই প্রাপ্য। কিন্তু পিটার ল্যামন্ট যখন যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাইল ইলেকট্রন পাম্প প্রজেক্ট এর প্রশংসা আসলে প্রথমে প্রাপ্য প্যারা-ইউনিভার্সের মানুষ অর্থাৎ প্যারা-মেনদের, মুখের হাসি অদৃশ্য হয়ে গেল ড. হাল্লামের। কঠোর হয়ে উঠল চেহারা। তাঁর কঠিন চেহারা দেখে মনে মনে প্রমাদ গুণলেও দমে গেল না ল্যামন্ট, বলল, 'জিওমেট্রিক ফিগারটা আমি বুঝতে পেরেছি, স্যার। ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ওরা অর্থাৎ প্যারা-মানবরা পাম্প-এর জিওমেট্রি পরিচালনা করছে—'

একথা শুনে রাগের চোটে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন ড. হাল্লাম, ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, 'কাজটা ওরা নয়, আমরা করেছি—'

'তা বটে, তবে এ কথা কি সত্য নয় যে ওরা—'

'ওরা কি ?'

অস্বস্তি নিয়ে ল্যামন্ট বলল, 'মানে ওরা আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান—ওরাই আসল কাজটা করেছে। এতে কোন সন্দেহ আছে, স্যার ?'

লাল টকটকে মুখে চেঁচিয়ে উঠলেন হাল্লাম, 'অবশ্যই সন্দেহ আছে। এখানে কোন রহস্যের প্রশ্ন নেই। অনেক হয়েছে, ইয়ংম্যান। এবার তুমি আসতে পারো। তুমি যদি মনে করে থাকো আমরা প্যারা-মেনদের হাতের পুতুল এবং সে জিনিস তুমি লিখবে। তাহলে শুনে রাখো ওই লেখা কোনদিনই এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশ করা হবে না। আমি মানব সম্প্রদায় এবং তাদের বুদ্ধিমত্তা নিচুস্তরে যেমন নামাতে পারব না তেমনি প্যারা-মেনদেরকেও ঈশ্বরের ভূমিকায় দেখতে চাইব না।'

হকবুদ্ধি হয়ে ল্যামন্টকে সেদিন বেরিয়ে আসতে হয়েছে ড. হাল্লামের ঘর থেকে। এরপর সে অবাক হয়ে দেখল ঐতিহাসিক সোর্সগুলো একে একে কেটে পড়তে শুরু করেছে তার কাছ থেকে। হপ্তাখানেক আগেও যারা ল্যামন্টকে সব রকমের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিল, তারা এখন বলছে তাদের নাকি কিছু মনে নেই এবং সাক্ষাৎকারের জন্যে সময়ও নেই।

প্রথমে বিরক্ত, বিব্রত বোধ করেছে ল্যামন্ট। পরে রাগ হয়েছে। ড. হাল্লামের অসহযোগিতার কারণে ল্যামন্টের প্যারা-থিওরিটিসিয়ানের উজ্জ্বল ক্যারিয়ারের অগ্রযাত্রা মাঝ পথে থেমে যায়, বিজ্ঞান-ইতিহাসবিদ হিসেবে দ্বিতীয় ক্যারিয়ার শুরু করতে হয় তাকে।

৪

ব্রনস্কির বাইরের চেহারা শান্ত, সমাহিত। খুব ধারাল মস্তিষ্কের মানুষ সে। তবে কোন সমস্যায় পড়লে ওটার সমাধান না করা পর্যন্ত খুব উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে। এট্রুসকান ভাষা নিয়ে গবেষণা করে বিখ্যাত হয়ে গেছে ব্রনস্কি। প্রথম শতকের রোমানদের ভাষা এটা। তবে রোমানদের রাজত্ব শেষ হবার প্রায় সাথে সাথে এ ভাষাটিও অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে। এট্রুসকান-এর সঙ্গে অন্য কোন ভাষার মিল বা সম্পর্ক নেই; এটাকে মনে হয় খুব বেশি সেকেলে। এ ভাষা ইন্দো-ইউরোপিয়ানও নয়।

ব্রনস্কি আরো একটি ভাষা জানে। এটার সাথেও পরিচিত ভাষাগুলোর কোন সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া ভার। এটাকেও মনে হয় বহু পুরানো—তবে ভাষাটা খুব জীবন্ত, আর এ ভাষায় কথা বলত এমন এক অঞ্চলের মানুষজন যাদের বাসস্থান এট্রুসকানদের থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না। যদিও এই ভাষাটিও ইন্দো-ইউরোপিয়ান নয় বলেই ধারণা করা হয়।

বাস্ক ভাষাও জানা আছে ব্রনস্কির। এ ভাষাকে সে তার গাইড হিসেবে নিয়েছে। অনেকেই এ চেষ্টা করেছিল, শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছে। ব্রনস্কি ছাড়েনি।

বাস্ক ভারি কঠিন ভাষা। এ ভাষা শিখতে গিয়ে ব্রনস্কির মনে হয়েছে গোড়ার দিকে উত্তর ইতালি এবং উত্তর অধিবাসীদের মাঝে কোন সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। দু'হাজার বছরের মধ্যে বাস্ক বিবর্ধিত হয়েছে এবং স্প্যানিশের সাথে কিছুটা মিশেও গেছে। আর এই ভাষা নিয়ে বার্ষিক ফেলোশিপের বক্তৃতা দিতে গিয়ে ল্যামন্টের সাথে ব্রনস্কির পরিচয়। ল্যামন্ট তখন ডিপার্টমেন্ট অব রোমান্স ল্যাংগুয়েজে গ্রাজুয়েশন করছে। সে ব্রনস্কির লেকচারে ইট্রুসকানদের সম্পর্কে নানান তথ্য পেয়ে সভ্যতাটি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ল্যামন্ট এক সময় ক্রিপ্টোগ্রাম সমস্যার সমাধান করত। এ খেলাটি ব্রনস্কিরও পছন্দ। কাজেই দু'জনের একই বিষয়ে আগ্রহের কারণে বন্ধুত্ব জমে উঠতে সময় লাগেনি। যদিও ব্রনস্কি ছিল ল্যামন্টের চেয়ে পাঁচ বছরের বড়।

ল্যামন্ট জানত ব্রনস্কি ইট্রুসকান শিলালিপির মর্মোদ্ধার করেছে। এবং ইউনিভার্সিটি তাকে শিক্ষক হিসেবে চাকরি দিতে চাইছে। ল্যামন্ট জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি কি প্রস্তাবটা গ্রহণ করবেন?'

জবাবে ব্রনস্কি বলেছিল, 'দেখি চিন্তা করে।'

ল্যামন্ট বলেছিল 'ইট্রুসকান শিলালিপি আপনাকে বুঝি সবচে' বেশি উত্তেজিত করে তোলে?'

ব্রনস্কির জবাব, 'তা তো অবশ্যই।'

ল্যামন্ট : যদি এরচে' চ্যালেঞ্জিং কোন কিছুর অফার পান ড. ব্রনস্কি। কি করবেন তখন?

ব্রনস্কি : আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না, ড. ল্যামন্ট।

ল্যামন্ট : আমাদের কাছে কিছু শিলালিপি আছে যা মৃত সংস্কৃতির নয়, নয় পৃথিবীর অংশ বা ব্রহ্মাণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আমাদের কাছে যে জিনিসটি আছে তার নাম প্যারা-সিম্বল।

ব্রনস্কি : আমি শুনেছি ওগুলোর কথা। দেখেছিও।

ল্যামন্ট : বেশ। তাহলে তো এ সমস্যার সমাধানে আপনার সাগ্রহে এগিয়ে আসার কথা।

ব্রনস্কি : তেমন কোন আগ্রহ অনুভব করছি না, ড. ল্যামন্ট। কারণ এখানে কোন সমস্যা আছে বলে মনে হয়নি আমার।

ল্যামন্ট সন্দেহের চোখে তাকিয়েছিল ব্রনস্কির দিকে। বলেছিল, 'আপনি ওগুলো পড়েছেন?'

মাথা নেড়েছে ব্রনস্কি। 'ঠিক পড়িনি। কেউ ওগুলো পড়তে পারে বলেও জানা নেই আমার। কারণ ওগুলোর কোন বেজ নেই। পৃথিবীর ভাষা, যতই প্রাচীন হোক, সবসময়ই জীবিত কোন ভাষার সাথে সম্পর্কযুক্ত হবার সম্ভাবনা থাকে, কিংবা মৃত ভাষাগুলোর অর্থ ইতিমধ্যে পুনরুদ্ধার করা হয়ে গেছে। মোটকথা, পৃথিবীর ভাষা মানুষ কোন না কোনভাবে লিখে গেছে। আর সে লেখায় মানুষের চিন্তা-চেতনার ছাপ ছিল। কিন্তু প্যারা-সিম্বলের মধ্যে এ ভাবের বালাই নেই। কাজেই তারা যে সমস্যার সৃষ্টি করে তার কোন সমাধান দেয়া সম্ভব নয়। আর সমাধানের অসাধ্য কিছু কোন সমস্যা নয়।'

ব্রনস্কির নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা ধৈর্য ধরে শুনেছে ল্যামন্ট, শেষে বিস্ফোরিত হয়েছে।' 'কথাটা ভুল বললেন, ড. ব্রনস্কি। আপনার পেশা শিখিয়ে দেয়ার ধৃষ্টতা আমি দেখাব না। তবে আপনার এমন কিছু ঘটনার কথা জানা নেই যার সাথে আমার নিজস্ব পেশা জড়িত। আমরা প্যারা-মেনদের নিয়ে কাজ করছি যাদের সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানি না। জানি না তারা দেখতে কেমন, কিভাবে চিন্তা করে, কোন ধরনের পৃথিবীতে তাদের বাস; প্রায় কিছুই তাদের সম্পর্কে জানি না।'

'প্রায় কিছুই জানেন না বলছেন,' ব্রনস্কিকে দেখে মনে হচ্ছিল না যে ল্যামন্টের কথায় সে প্রভাবিত হয়েছে। 'তার মানে কিছু হয়তো জানেন।'

ল্যামন্ট বলেছে, 'আমরা শুধু একটা কথাই জানি—এর ভীষণ প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। এটুকু জানি ওরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি

বুদ্ধিমান। যেমন, ওরা ইন্টার-ইউনিভার্স গ্যাপে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা বলতে গেলে কিছুই নেই।'

এরপর সে জিজ্ঞেস করেছে, 'আপনি ইন্টার-ইউনিভার্স ইলেকট্রন পাম্পের নাম শুনেছেন ?'

পকেট থেকে শুকনো ডুমুর বের করে চিবোতে চিবোতে ব্রনস্কি জবাব দিয়েছে, 'শুনেছি। তবে আপনি এ ব্যাপারটা সম্পর্কে বলতে পারেন টেকনিক্যাল দিকগুলো বাদ দিয়ে।'

ল্যামন্ট বলেছে, 'প্যারা-মানবরা আমাদেরকে নির্দেশ দেয় কিভাবে পাম্প চালাতে হবে। ওরা আমাদের অনেক কিছু সম্পর্কেই আগেভাগে টের পেয়ে যায়। যেমন আমাদের টাংস্টেনের কথা ওরা জানে। জানে ওটা কোথায় আছে, কিভাবে ওটাকে কাজে লাগাতে হবে। ওদের সঙ্গে তুলনা করে কিছুতেই পারব না আমরা। এরকম ভূরি ভূরি উদাহরণ আরো দেয়া যায়। তবে আমি শুধু বোঝাতে চেয়েছি প্যারা-মানবরা আমাদের চেয়ে কত বুদ্ধিমান।'

ব্রনস্কি বলেছে, 'আপনার কথা বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পারছি এখানে আপনি সংখ্যালঘুর মত আছেন। আপনার সহকর্মীরা আপনার কথা মেনে নিতে পারেনি ?'

'পারেনি। তবে আমার কথা শুনে আপনার এ কথা মনে হলো কেন ?'

'মনে হলো আপনি ভুল পথে এগোচ্ছেন।'

'আমার ফ্যাক্টসগুলো ঠিকই আছে। তাহলে ভুল করলাম কোথায় ?'

'আপনি প্রমাণ করতে চাইছেন প্যারা-মানবদের টেকনোলজি আমাদের চেয়ে এগিয়ে। এর সাথে বুদ্ধিমত্তার কি সম্পর্ক ? একটা ব্যাপার লক্ষ করুন—ব্রনস্কি জ্যাকেট খুলে আয়েশ করে বসল চেয়ারে। তারপর শুরু করল, '—আড়াইশো বছর আগে আমেরিকান নৌ কমান্ডার ম্যাথিউ পেরী খুদে জাহাজের একটা বহর নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন টোকিও বন্দরে। জাপানিরা, তখনো সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, মুখোমুখি হয় এমন এক টেকনোলজির যা ছিল তাদের নাগালের বাইরে। তারা সিদ্ধান্ত নেয় প্রতিরোধ করাটা বোকামি হবে। জাপানিদের মত যোদ্ধা জাতি কয়েকটা জাহাজের সামনে অসহায় হয়ে পড়ে। এ দিয়ে কি প্রমাণ হয় যে, আমেরিকানরা জাপানিদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান নাকি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছিল ? পরে,

অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে, জাপানিরা পশ্চিমা টেকনোলজির সফল অনুসরণ করতে সমর্থ হয় এবং আরো অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে, একটি যুদ্ধে মারাত্মকভাবে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও, হয়ে ওঠে অন্যতম প্রধান ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাওয়ার।'

মুখ অন্ধকার করে ব্রনস্কির কথা শুনছিল ল্যামন্ট। এবার সে বলে, 'আমি এ ব্যাপারটাও চিন্তা করেছি, ড. ব্রনস্কি। তবে জাপানিদের কথা জানা ছিল না আমার। আসলে ইতিহাসটা নিয়ে তেমন ঘাঁটাঘাঁটি করার সুযোগও হয়নি। তবে এই উপমাটি ভুল। আমার ব্যাপারটি কারিগরি শ্রেষ্ঠত্বের চেয়েও বেশি; এটা বুদ্ধিমত্তার পার্থক্যের বিষয়।'

'এ কথা বলার মানে?'

'কারণ ওরা আমাদেরকে নির্দেশ পাঠাচ্ছে। আমরা যাতে পাম্প ঠিকঠাক মত বসাতে পারি সে ব্যাপারটা ওরা দেখতে চাইছে; ওরা চাইছে কাজটা যেন আমরা ঠিকমত করতে পারি। যদিও শারীরিকভাবে হাজির হওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। ওরা লোহার যে পাতলা ফালিতে করে মেসেজ পাঠায় তাও ক্ষয় হয়ে যায় তেজস্ক্রিয়তার কারণে। তবে ক্ষয় হবার আগে মেসেজগুলোর স্থায়ী কপি আমরা রেখে দিই।' বলে থামে ল্যামন্ট। ঘন ঘন শ্বাস নিতে থাকে। সে একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

ব্রনস্কি এবার কৌতূহল নিয়ে তাকায় ল্যামন্টের দিকে। জানতে চায়, 'বুঝলাম ওরা মেসেজ পাঠায়। তো ওই মেসেজ থেকে কি উদ্ধার করেন আপনারা?'

'বুঝতে পারি ওরা প্রত্যাশা করে আমরা যেন ওদের কথা বুঝতে পারি। যেহেতু ওরা আশা করছে ওদের কথা আমরা বুঝতে পারব সে থেকে ধরে নেয়া যায় ওরা আমাদেরকে ওদের মতই টেকনোলজিতে উন্নত প্রাণী ভাবছে।'

ব্রনস্কি বলে, 'আপনার কথা যদি আমি মেনেও নিই, তবু আমার প্রশ্ন হলো—আমাকে আপনি চাইছেন কেন? আমাকে আপনি কি করতে বলেন? আমি প্যারা সিম্বল দেখেছি। পৃথিবীর প্রতিটি নৃ-বিজ্ঞানী এবং ভাষাবিজ্ঞানী ওটা দেখেছেন বলে আমার ধারণা। কিন্তু এতে আমার কিছু করার আছে বলে মনে হয় না। গত বিশ বছরে কোন সমৃদ্ধিই সাধিত হয়নি।'

তীক্ষ্ণ গলায় বলে ওঠে ল্যামন্ট, 'গত বিশ বছরে সমৃদ্ধির জন্যে চেষ্টাও করা হয়নি। পাম্প কর্তৃপক্ষও সিম্বল সমস্যার সমাধানে আগ্রহী নন।'

'কেন ?'

'কারণ তাহলে জানাজানি হয়ে যাবে যে, প্যারা মানবরা তাদের চেয়ে বুদ্ধিমান। কারণ তাহলে সবাই জানবে মানুষ পাম্পের পুতুল অংশীদার ছাড়া কিছু নয়। আর বিশেষ করে (গলার সমস্ত বিষ ঢেলে দেয় ল্যামন্ট) হাল্লাম ইলেকট্রন পাম্পের জনক হবার ক্রেডিট হারিয়ে ফেলবেন যে!'

'ধরুন ওরা উন্নতি সাধন করতে চাইল। তখন কি করা হবে ?'

'প্যারা-মানবদের সহযোগিতা চাইতে পারবে। প্যারা-ইউনিভার্সে খবর পাঠাতে পারবে। এ কাজটা কখনো করা হয়নি। এখন করা সম্ভব হবে। ধাতব ফয়েলের বদলে টাংস্টেনের বড়িতে মেসেজ পাঠানো যাবে।'

'আচ্ছা ? পাম্পের কাজ চলা সত্ত্বেও ওরা টাংস্টেনের নতুন স্যাম্পল নিয়ে কাজ করছে বুঝি ?'

'না। তবে টাংস্টেন ওদের নজরে পড়বে। বুঝতে পারবে আমরা এটা ব্যবহার করছি ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে। মেসেজ আমরা টাংস্টেন ফয়েলে মুড়েও পাঠাতে পারব। ওরা মেসেজটা গ্রহণ করার পরে বিষয়টা যদি সামান্য অনুধাবন করতেও পারে, বদলে ওদের কোন আবিষ্কার আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে। এভাবে এক সময় আমরা পরস্পরের ভাষার আদান-প্রদান করতে শুরু করব। ওদের ভাষা আর আমাদের ভাষার হয়তো মিশ্রণ ঘটবে। তবে বেশিরভাগ কাজ ওরাই করবে।'

মাথা ঝাঁকাল ব্রনস্কি। 'তবে ব্যাপারটা আমার কাছে এখনো খুব বেশি চিত্তাকর্ষক মনে হচ্ছে না।'

কটমট করে তার দিকে তাকায় ল্যামন্ট। 'কেন মনে হচ্ছে না ? আপনার এতে কোন ক্রেডিট থাকবে না ভাবছেন ? আরে, ইট্রুসকান শিলালিপি উদ্ধার করে কতটা বিখ্যাত আপনি হতে পেরেছেন, শুনি ? আর পাঁচজনের মধ্যে হয়তো আপনি একজন। কিংবা ছঁয় নম্বর। আপনি আপনার বিষয় নিয়ে লেকচার দেয়ার আগে কয়েকজন হয়তো

আপনাকে এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করবে। পরদিনই আপনার নাম তারা ভুলে যাবে। এর পেছনেই আপনি দৌড়াচ্ছেন?'

'এত বেশি উত্তেজিত হবেন না।'

'আচ্ছা। হবো না। আমি অন্য কারো কাছে যাব। না পেলে সমস্যার সমাধান নিজেই খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করব।'

'এ প্রজেক্টের জন্যে আপনাকে নিযুক্ত করা হয়েছে?'

'তা হয়নি। তাতে কি? নাকি আপনি আইনের ভয়ে আমার প্রস্তাবে রাজি হচ্ছেন না? অনুবাদ যে কেউ করার অধিকার রাখে। আইন কিছু বলবে না। একবার অনুবাদ সম্পন্ন হলে কে নালিশ করতে যাবে? আমি যদি আপনাকে গ্যারান্টি দিই যে, আপনার সমস্ত নিরাপত্তার ভার আমার এবং আপনার ব্যাপারটা গোপন রাখা হবে, তাহলে?' কাঁধ ঝাঁকায় ল্যামন্ট। 'কাজটা যদি আমার নিজেকেই করতে হয় তাহলে একটা সুবিধে আছে—কারো নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

এরপর আর ওদের মধ্যে কোন কথা হয়নি। হ্যান্ডশেক করে যে যার রাস্তা মেপেছে। তবে ল্যামন্ট বলেছিল তাদের তর্কের বিষয়টি যেন গোপন থাকে। ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিয়েছিল ব্রনস্কি, 'সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।'

ল্যামন্ট আশা করেনি ব্রনস্কির সঙ্গে তার আর দেখা হবে। কারণ যে রকম রাগারাগি করেছে সে তাতে আবার মুখোমুখি হওয়াটা প্রায় অসম্ভব একটি বিষয় ছিল। ল্যামন্ট ভাবছিল সে নিজেই অনুবাদটা করবে।

দিন দুই পরে ব্রনস্কিকে আবার দেখা যায় ল্যামন্টের গবেষণাগারে। রুক্ষ গলায় সে বলছিল, 'আমি আজকেই শহর ত্যাগ করছি। সেপ্টেম্বরে আবার আসব বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে যোগ দিতে। তখনো যদি আগ্রহ থাকে, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। দেখব আপনার অনুবাদজনিত সমস্যার সমাধান করা যায় কিনা।'

ল্যামন্ট ব্রনস্কির কথা শুনে এতই অবাক হয়েছিল যে ধন্যবাদ দিতেও ভুলে গিয়েছিল।

এরপর ধীরে ধীরে ওদের মাঝে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আপনি থেকে তুমিতে চলে আসে ওরা। ব্রনস্কি ঝাঁপিয়ে পড়ে ল্যামন্টের সমস্যার সমাধানের জন্যে।

৫

দেখতে দেখতে বছর খানেক চলে গেল। কাজের যে খুব বেশি অগ্রগতি হলো তা নয়। তবে ব্রনস্কি সান্ত্বনা দিয়ে গেল ল্যামন্টকে। বলল, 'আমার বারটা বছর লেগেছে ইট্রুসকান শিলালিপির মর্মোদ্ধার করতে। আর তুমি কি করে আশা কর তোমার কাজটা এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে ?'

'গুড গড, মাইক। আমরা এটার পেছনে বার বছর সময় ব্যয় করতে পারব না।'

'কেন নয় ? দ্যাখো, বন্ধু, আগেই বলেছি এটা সহজ কোন কাজ নয়। এটা দ্রুত শেষ করে দেয়ার আশা বাতুলতা মাত্র। আচ্ছা, তোমার এত তাড়া কিসের ?'

'তাড়া আছে বলেই তাড়া,' বলল ল্যামন্ট। 'কারণ এটার আমি উন্নতি ঘটাতে চাই।'

'অভিনন্দন,' শুকনো গলায় বলল ব্রনস্কি। 'আমিও তাই চাই। শোনো, তুমি নিশ্চয়ই চাও না তাড়াতাড়ি মরে যাবে ? তোমার ডাক্তার বলেনি তুমি একটা ভয়ঙ্কর ক্যান্সার লুকিয়ে রাখছ ?'

'না, না,' গুঙিয়ে উঠল ল্যামন্ট।

'তা হলে ?'

'নেভার মাইন্ড,' বলে হন হন করে চলে গেল ল্যামন্ট।

ল্যামন্ট প্রফেসর হাল্লামের সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে নিজের ক্ষতি করেছে। হাল্লামের শত্রু হয়ে উঠেছে সে। ব্যাপারটা কয়েক মাসের মধ্যেই টের পেয়ে গেল সে। টেকনিকাল সহযোগিতা চেয়েছিল ল্যামন্ট, আসতে দেরি করেছে সে সাহায্য। তার ট্রাভেল ফান্ডের জন্যে অনুরোধ রক্ষা করা হয়নি, ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল মিটিং-এ তার দৃষ্টিভঙ্গির কথা কেউ শুনেও শোনে না।

সবচে' শক্‌ড্ হলো ল্যামন্ট যখন তার জুনিয়র হেনরী গ্যারিসন, যে কোনভাবেই ল্যামন্টের সমকক্ষ নয়, সেই লোককে অ্যাডভাইজারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হলো। অথচ এ পদে নিয়োগ পাবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা এবং অধিকার ছিল ল্যামন্টের। হেনরি গ্যারিসনকে

অ্যাডভাইজারি পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে শুনে সেই মুহূর্তে ল্যামন্টের ইচ্ছে করছিল হাল্লামকে খুন করে ফেলতে।

ল্যামন্টের প্রতি পাম্প স্টেশনের প্রত্যেকেরই একটা অবজ্ঞার ভাব দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছিল। তবে গ্যারিসন নিজে কিন্তু অ্যাডভাইজারি পদ পেয়ে খুশি হয়নি। উল্টো বিব্রত বোধ করছিল ল্যামন্টকে ডিঙিয়ে অমন একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে তাকে নিয়োগ দেয়ার জন্যে।

হেনরী গ্যারিসন বিনয়ী, মৃদুভাষী এক তরুণ। ল্যামন্টের সাথে যেন এ বিষয় নিয়ে কোন ভুল বোঝাবুঝি না হয় সে জন্যে একদিন সে ল্যামন্টের অফিসে চলে এল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল, 'হেই পেট, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি ?'

'যত খুশি,' জবাব দিল ল্যামন্ট। তার ভুরু কুঁচকে আছে, হেনরীর সাথে চোখাচোখি হয়ে যাবার ভয়ে মুখ তুলে চাইছে না।

ভেতরে ঢুকল গ্যারিসন, বসল। 'পেট,' বলল সে, 'আমি আসলে নিয়োগপত্রটা প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি। তবে আপনাকে জানাতে এসেছি আমি ওই পদে নিয়োগ পাবার জন্যে লালায়িত ছিলাম না। ঘটনাটা হঠাৎ করেই ঘটে গেছে।'

'তোমাকে প্রত্যাখ্যান করতেই বা বলছে কে ? আমার ওসব নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই।'

'পেট। এটা হাল্লামের কাজ। আমি প্রত্যাখ্যান করলে প্রস্তাবটা অন্য কারো কাছে যেত, আপনার কাছে নয়। বুড়োর সঙ্গে আপনার কি হয়েছে ?'

এবার হেনরীর চোখে চোখ রাখল ল্যামন্ট। 'হাল্লামকে তোমার কেমন লাগে ? কেমন মনে হয় ওকে ?'

ল্যামন্টের কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যে অবাক হয়ে গেল হেনরী। ঠোঁট কামড়াল সে, নাক ঘষল, 'ইয়ে মানে—' গলা খাঁকারি দিয়ে চুপ হয়ে গেল।

'গ্রেটম্যান ? প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ? অনুপ্রেরণাদাতা নেতা ?'

'মানে—'

'আমাকে শেষ করতে দাও। লোকটা একটা মুখোশধারী ভণ্ড। সে সম্মান পেয়েছে, একটা বিরাট আসন পেয়েছে। কিন্তু এসব নিয়ে লোকটা আতঙ্কের মধ্যে আছে। হাল্লাম জানে আমি তার আগাপাশতলা চিনি। তাই সে আমার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে।'

আড়ষ্ট একটা হাসি ফুটল হেনরী গ্যারিসনের মুখে। 'আপনি তো উনার বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু—'

'না, আমি হাল্লামকে সরাসরি কিছু বলিনি,' খিটখিটে গলায় বলল ল্যামন্ট। 'তবে একদিন বলব। সে জানে আমিই একমাত্র ব্যক্তি যাকে বোকা বানানো সম্ভব নয়। সে আমি মুখ খুলি বা না খুলি।'

'কিন্তু হাল্লামকে আপনি পছন্দ করেন না এটা জানানোর দরকার কি ? আমি বলব না যে সে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, তবে এটা বলে বেড়ালে কি ক্ষতি ? বিশেষ করে যেখানে ক্যারিয়ারের স্বার্থ জড়িত ? ওকে একটু তেল দিন না। শত হলেও আপনার ক্যারিয়ার তাঁর হাতে।'

'তাই নাকি ? আমি ওকে ন্যাংটো করে ছাড়ব।'

'কিভাবে ?'

'সময়ই তা বলে দেবে,' বিড়বিড় করল ল্যামন্ট। নিজেও জানেনা কিভাবে ন্যাংটো করবে হাল্লামকে।

'ব্যাপারটা হাস্যকর,' বলল গ্যারিসন। 'আপনি জিততে পারবেন না। হাল্লাম আপনাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবেন। তিনি আইনস্টাইন বা ওপেনহাইমার নন, কিন্তু বিশ্ববাসীর কাছে তারচে'ও বেশি। তিনি ইলেকট্রন পাম্পের জনক। পৃথিবীর দু'হাজার কোটি মানুষের ভাগ্য বিধাতা তিনি। ইলেকট্রন পাম্পকে যতদিন মানুষ স্বর্গের চাবি হিসেবে মনে করবে, ততদিন আপনি হাল্লামের কিছু করতে পারবেন না। হাল্লামকে স্পর্শ করার চিন্তা করাটাই তো পাগলামি। পেট, আমি বলি কি, হাল্লামের সাথে মিশে যান। আরেক ডেনিসন হয়েন না।'

'ব্যস, হেনরী, যথেষ্ট হয়েছে,' হঠাৎ রেগে উঠল ল্যামন্ট। 'এখন নিজের কাজে যাও।'

কোন কথা না বলে চলে গেল হেনরী গ্যারিসন। আরেকটি শত্রু সৃষ্টি করল ল্যামন্ট, অথবা বলা যায় বন্ধু হারাল।

গ্যারিসনের একটা কথা মনে পড়ে গেল ল্যামন্টের, 'ইলেকট্রন পাম্পকে যতদিন মানুষ স্বর্গের চাবি হিসেবে মনে করবে, ততদিন আপনি হাল্লামের কিছু করতে পারবেন না...' হাল্লামকে স্পর্শ করার চিন্তা করাটাই তো পাগলামি...'

কথাটা মনে পড়তে এই প্রথম হাল্লামের কথা ভুলে ইলেকট্রন পাম্পের ওপর মনোনিবেশ করল ল্যামন্ট।

ইলেকট্রন পাম্প থেকে ইলেকট্রন পাম্প করে পাঠানো হয় প্যারা-ইউনিভার্সে। তবে প্রশ্ন উঠেছিল সমস্ত ইলেকট্রন পাম্প করা হয়ে গেলে তখন কি দশা হবে?

এর জবাব সোজা। যতই পাম্প করা হোক না কেন, ইলেকট্রন সরবরাহ বহাল রইবে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন বছর ধরে—আর গোটা ব্রহ্মাণ্ড, প্যারা-ইউনিভার্সসহ, অতগুলো বছরের সিকি সময় পর্যন্তও টিকবে কিনা সন্দেহ।

আর সমস্ত ইলেকট্রন পাম্প করার সময়ও হবে না। ইলেকট্রন পাম্প করার পর, প্যারা-ইউনিভার্স একটি নেট নেগেটিভ চার্জ পাবে, ব্রহ্মাণ্ড পাবে একটি নেট পজিটিভ চার্জ। প্রতি বছর এই দূরত্ব যত বাড়বে, ততই ইলেকট্রন পাম্প করা দুরূহ হয়ে উঠবে। প্রকৃতপক্ষে নিউট্রাল অ্যাটম পাম্প করা হয়, তবে প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট অরবিটাল ইলেকট্রনের বিকৃত অংশ একটি ইফেকটিভ চার্জ তৈরি করে যা প্রখরভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তেজস্ক্রিয় পরিবর্তনসহ।

পৃথিবীর বৃদ্ধি পাওয়া পজিটিভ চার্জ সাধারণত বাধ্য করে পজিটিভ চার্জকৃত সৌর বাতাসকে বিশাল দূরত্ব থেকে পৃথিবীকে এড়িয়ে যেতে। তবে কথা হলো, ট্রিলিয়ন বছর পরে পাম্পের আয়ু ফুরিয়ে যাবে। অবশ্য ততদিন মানব সভ্যতা বেঁচে থাকবে না। সৌরজগতেরও হয়তো অস্তিত্ব রইবে না। আর এতদিন পরেও মানুষ বেঁচে থাকলে অবস্থার পরিবর্তন করতে কোন না কোন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আবিষ্কার হবে।

ল্যামন্টের এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল হাল্লামের একটি প্রবন্ধের কথা।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রবন্ধটিতে আবার চোখ বুলাল ল্যামন্ট। হাল্লাম লিখেছেন, 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্যে "উতরাই" কথাটি আমরা ব্যবহার করব। বহু আগে পাহাড় বেয়ে নেমে আসা জলধারা দিয়ে পাম্প এবং জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ তৈরি করা হতো। কিন্তু সব জল উতরাই বেয়ে পড়ে গেলে তখন কি ঘটবে?

'চড়াইতে আবার জলধারা তুলে না আনা পর্যন্ত কোন কাজ করা সম্ভব হবে না। বরং এতে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে আরো বেশি। আমরা এনার্জি-লস নিয়ে কাজ করি। সৌভাগ্যবশত, সূর্য আমাদের জন্যে কাজ করে। সূর্য সাগর থেকে বাষ্প সৃষ্টি করে, সেই বাষ্প উঠে

যায় বায়ুমণ্ডলে মেঘের আকার নিয়ে, তারপর বৃষ্টি বা বরফ হয়ে ঝরে পড়ে। বৃষ্টি বা বরফ ভিজিয়ে দেয় মাটির প্রতিটি স্তর, ভরিয়ে দেয় নদী-নালা, খানা-খন্দ, উতরাই বেয়ে জলধারা পড়তে সাহায্য করে।

'কিন্তু যখন সমস্ত পানি উতরাই বেয়ে পড়ে যাবে, তখন চড়াইতে পানি তুলব কি করে আমরা ? সে উপায় তো আমাদের জানা নেই।

'একই অবস্থার সাথে তুলনা করা যায় আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের শক্তিকে, যে শক্তি ক্রমে নিঃসরিত হচ্ছে। কিন্তু এটাকে ঠেকানোর ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা যদি কার্যকর শক্তি চাই, আমাদের দরকার হবে এমন একটি পথ যার দু'দিকেই উতরাই রয়েছে।

'কিন্তু আমরা নিজেদেরকে কি শুধু নিখিল সৃষ্টির মাঝে বন্দি করে রাখব ? প্যারা-ইউনিভার্সের কথা ভাবুন। ওটারও রাস্তা আছে, একদিকে চড়াই অন্যদিকে উতরাই। প্যারা-ইউনিভার্স থেকে একটা রাস্তা নিয়ে আমাদের জগতে পৌঁছানোর উপায়টিকে উতরাই বলতে পারি। কিন্তু আমাদের পৃথিবী থেকে যখন প্যারা-ইউনিভার্সে যাব তখন ওটা আবার উতরাই হবে—কারণ দুটি জগতের আচরণগত আইনের মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

'ইলেকট্রন পাম্প দিয়ে উতরাইয়ের দুদিকেই যাওয়া সম্ভব। ইলেকট্রন পাম্প—'

প্রবন্ধের শিরোনামে চোখ বুলাল ল্যামন্ট। ওতে লেখা 'যে রাস্তা দিয়ে উতরাইয়ের দু'দিকেই পৌঁছানো যায়।'

বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করল ল্যামন্ট। তারপর একদিন সিদ্ধান্ত নিল আবার হাল্লামের সাথে দেখা করবে। তবে এবার হাল্লামের সাথে দেখা করতে ল্যামন্টকে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হলো। হাল্লাম কঠিন চেহারা নিয়ে সাক্ষাৎ করলেন ল্যামন্টের সাথে। জানতে চাইলেন আগমনের হেতু।

ল্যামন্ট জানাল সে উতরাইয়ের দুই রাস্তা নিয়ে কথা বলতে চায়। বলল প্রফেসর তার প্রবন্ধে থার্মো ডাইনামিক্সের সূত্র এড়িয়ে গেছেন। সে হাল্লামের প্রবন্ধের কিছু ভুল দিক ধরিয়ে দিল। সঙ্গত কারণেই আঁতে ঘা লাগল হাল্লামের। তিনি লাথি মেরে চেয়ার ফেলে দিলেন। গাক গাক করে চেঁচালেন, 'মূর্খ! তুমি কোন সাহসে আমার ভুল ধরতে এসেছ। তুমি ন্যাচারাল ল'র একুয়ালাইজেশন সম্পর্কে যা বলেছ তা স্টেশনের

প্রত্যেকেই জানে। তোমার জন্মের আগে থেকে যে বিষয়টি আমি জানি তা তুমি আমাকে শেখাতে এসেছ ? এখুনি এখান থেকে বিদায় হও। মনে রেখো, যে মুহূর্তে তুমি পদত্যাগপত্র দেবে সাথে সাথে আমি ওটা গ্রহণ করব।'

৬
উপসংহার

'সে যা হোক,' বলল ল্যামন্ট, 'একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি ওনাকে বলার চেষ্টা করেছিলাম। উনি শোনেন নি। কাজেই এখন পরবর্তী পদক্ষেপ আমাকে গ্রহণ করতে হবে।'

'কি করবে ?' জানতে চাইল ব্রনস্কি।

'সিনেটর বার্টের সঙ্গে দেখা করব।'

'টেকনোলজি অ্যান্ড দ্য এনভায়রোনমেন্ট প্রধানের সঙ্গে ?'

'হ্যাঁ। নাম শুনেছ দেখছি।'

'ওনার নাম কে না জানে ? কিন্তু ওনার সঙ্গে দেখা করে কি করবে, পেট ? তোমার কাছে এমন কি প্রমাণ আছে যা দেখে বা শুনে সিনেটর আগ্রহ বোধ করবেন ?'

'আমি অত শত ব্যাখ্যা করতে পারব না। তুমি তো আর প্যারা-থিওরী বোঝো না।'

'সিনেটর বার্ট বোঝেন ?'

'তোমার চেয়ে ভাল বোঝেন।'

ব্রনস্কি আঙুল তুলল ল্যামন্টের দিকে। 'পেট, ছেলে মানুষী কোরো না। আমি এমন কিছু জানি যা তুমি জান না। দু'জনে ঝগড়া করলে কাজ করব কখন ? তোমার মনে কি আছে বললে বিনিময়ে আমিও কিছু জানাব। নইলে এ ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটবে এখানেই।'

কাঁধ ঝাঁকাল ল্যামন্ট। 'ঠিক আছে। যখন শুনতে চাইছ বলি। ঘটনা হলো ইলেকট্রন পাম্প ন্যাচারাল বা প্রাকৃতিক নিয়ম ট্রান্সফার করছে। প্যারা-ইউনিভার্সে মিথস্ক্রিয়া বা ইন্টার অ্যাকশন এখানকার চেয়ে শতগুণ বেশি শক্তিশালী। তার মানে হলো পারমাণবিক বিভাজন এখানকার চেয়ে ওখানে অনেক বেশি আছে। ইলেকট্রন পাম্প যদি

দীর্ঘকাল ধরে চালু থাকে, তখন চূড়ান্ত ভারসাম্যের সৃষ্টি হবে। তাতে পারমাণবিক মিথস্ক্রিয়া দুই জগতেই সমান শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এখনকার চেয়ে দশগুণ বেশি শক্তিশালী হবে তখন।'

'এ ব্যাপারটা কেউ জানে না?'

'অবশ্যই জানে। সকলেই জানে। হাল্লাম ব্যাপারটা জানে বলেই এত রাগ তাঁর। আমি এ ব্যাপারটাই তাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়েছিলাম। সে আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

'তো ব্যাপারটা কি? মিথস্ক্রিয়ার বিপদ কি মধ্যবর্তী হয়ে আসছে।'

'অবশ্যই। তোমার কি মনে হয়?'

'আমার কিছুই মনে হয় না। এটা মধ্যবর্তী কখন হবে?'

'এখনকার রেটে চলবে $১০^{৩০}$ বছরের মধ্যে হয়তো।'

'তাতে কত বছর হয়?'

'আমাদের পৃথিবীর মত কোটি কোটি পৃথিবীর জন্ম, মৃত্যুর জন্যে লাগবে সময়।'

'কিন্তু এতে সমস্যাটা কোথায় তাই বুঝতে পারছি না।'

সাবধানে শব্দ নির্বাচন করল ল্যামন্ট। 'তাতে সমস্যা হলো আমরা বিপদে পড়তে যাচ্ছি।'

'কি রকম বিপদ?'

'ধরো পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৃথিবীটা গ্যাসকুণ্ডে পরিণত হলো। এটাকে তুমি বিপদ বলবে না?'

'পাম্পিং-এর জন্যে?'

'পাম্পিং-এর জন্যে।'

'আর প্যারা-মানবরা? তারা বিপদে পড়বে না?'

'নিশ্চয়ই পড়বে। তবে তাদের বিপদটা হবে অন্যরকম।'

উঠে দাঁড়াল ব্রনস্কি। পায়চারি শুরু করল। বাদামি চুল টানতে টানতে বলল, 'প্যারা-মানবরা আমাদের চেয়ে অধিকতর বুদ্ধিমান হলে তারা পাম্প চালিয়ে রাখছে কেন? আমাদের আগে ওদেরই তো বিপদ টের পাবার কথা।'

'বিষয়টি নিয়ে আমিও ভেবেছি,' বলল ল্যামন্ট। 'আমার মনে হয়েছে ওরা প্রথমবারের মত পাম্পিং শুরু করেছে, আর আমাদের মতই খামোখা শুরু করার কারণে ফলাফল সম্পর্কে হয়তো পরে ভাববে।'

'কিন্তু তুমি তো ফলাফলের কথা জানোই। ওরা তোমার পরে জানবে কেন ?'

'ব্যাপারটা নির্ভর করছে ওরা কখন ফলাফলটা দেখবে তার ওপর। পাম্পটা এত আকর্ষণীয় যে সহজে কেউ নষ্ট করতে চাইবে না। যাকগে, তুমি কি ভাবছ, মাইক ?'

পায়চারি বন্ধ করল ব্রনস্কি, পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ল্যামন্টের দিকে। 'আমার ধারণা আবার একটা কিছু পেয়ে গেছি।' এক লাফে ব্রনস্কির সামনে চলে এল ল্যামন্ট। 'প্যারা-সিম্বলের বিষয়ে ? বলো না, মাইক!'

'তুমি যখন হাল্লামের সাথে দেখা করতে গিয়েছ তখন আমি বিষয়টি নিয়ে ভাবছিলাম। তবে ব্যাপারটা নিয়ে এখনো নিশ্চিত নই আমি। ওদের একটা ফয়েল এসেছে, চারটি সিম্বল বা চিহ্নসহ...'

'আচ্ছা ?'

'...ল্যাটিন বর্ণমালায়। ওটার ইংরেজি করেছি আমি। এই যে।'

একটা ধাতুর পাত দেখাল ব্রনস্কি ল্যামন্টকে। প্যারা-সিম্বলগুলো ঝলমল করছে, চারটা বড় বড় অক্ষর, বাচ্চাদের মত লেখা, বি-ভী-ষি-কা।

'বিভীষিকা ? মানে ভয়। ওপারের কেউ ভয় পাচ্ছে বোঝাতে চাইছ ?' জিজ্ঞেস করল ল্যামন্ট।

'বুঝতে পারছি না,' জবাব দিল ব্রনস্কি। 'প্যারা-মানবরা এ পৃথিবীকে কতটুকু চেনে জানি না আমি। আমাদের উপস্থিতি তারা উপলব্ধি করতে পারে কিনা তাও জানি না। হয়তো আমাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারে। হয়তো আমাদের বোঝাতে চাইছে ভয়ের কিছু নেই।'

'তা হলে সে কথা লিখল না কেন তারা ?'

'আমাদের ভাষা জানে না বলে লেখে নি।'

'হুম্‌ম্‌। তাহলে বিষয়টা আর বার্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না।'

'অপর দিক থেকে আরো তথ্য না পেলে আমি বার্টের কাছে যেতাম না। কে জানে ওরা আসলে কি বলতে চাইছে।'

'কিন্তু আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না, মাইক। আমি জানি আমি ঠিক বলছি। আর আমাদের হাতে সময়ও নেই।'

'বুঝলাম। কিন্তু উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ ছাড়া তুমি কি করতে পারবে ? তোমার কলিগরাই তো তোমার পক্ষে থাকবে না।'

'জানি সে কথা,' মাথা ঝাঁকাল ল্যামন্ট। 'ওরা সবাই হাল্লামের চামচা। কেউই হাল্লামের বিরুদ্ধে কথা বলবে না।'

'হয়তো ঠিকই বলেছ তুমি,' বলল ব্রনস্কি।

'আমি জানি আমি ঠিক কথাই বলি,' গম্ভীর মুখে বলল ল্যামন্ট।

৭

সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে, এ চিন্তাটা অস্থির করে তুলল ল্যামন্টকে। প্যারা মানবদের কাছ থেকে ল্যাটিন অক্ষরে আসা ওই মেসেজটাই ছিল শেষ। তারপরে আর কোন মেসেজ আসেনি। যদিও ব্রনস্কি আধা ডজন মেসেজ পাঠিয়েছে প্যারা-জগতে। কিন্তু জবাব আসে নি। ল্যামন্ট সিদ্ধান্ত নিল দেখা করবে সিনেটর বার্টের সঙ্গে।

সিনেটরের চেহারা পাতলা এবং সরু, চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, বয়স্ক মানুষ। বহুদিন ধরে কমিটি অন টেকনোলজি অ্যান্ড দ্য এনভায়রোনমেন্টের প্রধানের আসনটি দখল করে আছেন। কাজটিকে যে খুব সিরিয়াসভাবে নিয়েছেন তা তিনি তাঁর কর্মকাণ্ডে কমপক্ষে এক ডজন বার প্রমাণ করেছেন।

ল্যামন্টকে দেখে সিনেটর বার্ট হাতঘড়ির দিকে তাকালেন, 'তোমাকে বড় জোর আধঘণ্টা সময় দিতে পারি।'

সময় নষ্ট করল না ল্যামন্ট। সরাসরি মূল প্রসঙ্গে চলে এল। 'অঙ্কের ব্যাখ্যা দিয়ে আপনার বিরক্তি উৎপাদন করব না, সিনেটর। তবে আপনি নিশ্চয় জানেন পাম্পিং-এর মাধ্যমে দুটি জগতের প্রাকৃতিক আইনের মাঝে মিশ্রণ ঘটছে।'

'জানি,' শান্ত গলায় বললেন সিনেটর। 'ভারসাম্য আসবে ১০^{৩০} বছরে। এটাই তো ফিগার, নাকি ?'

'জ্বী।' বলল ল্যামন্ট। 'ধারণা করা হয় অ্যালিয়েন ল বা ভিনগ্রহবাসীর আইন আমাদের জগতে আলোর গতিতে ছুটে আসছে। এটা একটা অ্যাসামপশন বা ধারণা। তবে ভুলও হতে পারে।'

'কেন ?'

'এই পৃথিবীতে প্লুটোনিয়াম—১৮৬ পাঠানো হয়েছে। মিশ্রণের রেট প্রথম দিকে খুবই ধীরগতির ছিল। এর কারণ পদার্থের ঘনত্ব এবং

সময়ের সাথে তার বৃদ্ধি। প্লুটোনিয়াম কম ঘনত্বের পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত হলে, মিশ্রণের হার দ্রুত আরো বৃদ্ধি পায়। কিছু জরিপ থেকে দেখা গেছে ছড়িয়ে পড়ার হার শূন্যে আলোর গতিতে বৃদ্ধি পাবে। বায়ুমণ্ডলে অ্যালিয়েন ল'র কর্মকাণ্ড চলতে সময় নেবে। এতে আপাত-দৃষ্টিতে কোন সমস্যা হবার কথা নয়। কিন্তু আমি চিন্তিত বিশ্বের বেসিক ফেব্রিক নিয়ে।'

'বেসিক ফেব্রিক কি'

'এটাকে অঙ্ক দিয়ে বোঝানো সহজ, কথায় নয়। তবে সংক্ষেপে এটুকুই বলি, ইউনিভার্সের বেসিক ফেব্রিক হলো সেটা যা প্রাকৃতিক আইনকে চিহ্নিত করে। আমাদের পৃথিবীর বেসিক ফেব্রিক হলো শক্তি সংরক্ষণ করা। প্যারা-ইউনিভার্সের বেসিক ফেব্রিক আমাদের থেকে আলাদা। ফলে তাদের পারমাণবিক মিথস্ক্রিয়া আমাদের চেয়ে শতগুণ বেশি শক্তিশালী।'

'তো?'

'বেসিক ফেব্রিক যদি পরিব্যাপ্ত হয়, তাহলে স্যার, পদার্থের উপস্থিতি, ঘন হোক বা না হোক, শুধু গৌণ প্রভাব থাকবে। ঘন পুঞ্জের চেয়ে শূন্যে পরিব্যাপ্তির হার বেশি। তবে খুব বেশি নয়। আউটার স্পেসে পৃথিবীর টার্ম অনুযায়ী পরিব্যাপ্তির হার বেশি হতে পারে। তবে সেটা আলোর গতির ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ মাত্র।'

'এতে কি দাঁড়ায়?'

'এর মানে হলো অ্যালিয়েন ফেব্রিক, আমরা যা ধারণা করছি তত বেশি ছড়াচ্ছে না, বরং জমাট বাঁধছে।'

'আচ্ছা,' মাথা দোলালেন সিনেটর, 'সোলার সিস্টেমের ভারসাম্যে যেতে কত সময় লাগবে? $১০^{৩০}$ বছরের কম বোধ করি।'

'আরো অনেক কম স্যার। $১০^{৩০}$ বছরেরও কম। হয়তো বিলিয়ন বছর।'

'তার মানে শীঘ্রি ভীত হবার কিছু নেই, তাই না?'

'ভীত হবার কারণ আছে, স্যার। ভারসাম্যে পৌঁছার অনেক আগেই যা ক্ষতি হবার হয়ে যাবে। পাম্পিং-এর কারণে আমাদের পৃথিবীতে শক্তিশালী পারমাণবিক মিথস্ক্রিয়া প্রতি মুহূর্তে বেড়ে চলছে।'

'এতে সমস্যা কি?'

'সমস্যা হলো শক্তিশালী পারমাণবিক মিথস্ক্রিয়া হাইড্রোজেন হিলিয়ামের সঙ্গে সূর্যের কেন্দ্রবিন্দুতে মিশে যাচ্ছে। মিথস্ক্রিয়া চোখের অপারেশন যদি শক্তিশালী হতে থাকে, সূর্যের হাইড্রোজেন ফিউশন ধা-ধা করে বাড়তেই থাকবে। সূর্য তেজস্ক্রিয়তা এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মাঝে একদম চমৎকারভাবে সমন্বয় সাধন করে চলেছে, তবে তেজস্ক্রিয়তার ভারসাম্য আপসেট হয়ে আসছে। এতে এক ভয়ানক বিস্ফোরণের সৃষ্টি হবে। আমাদের প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী, সূর্যের মত ক্ষুদ্র নক্ষত্রের সুপার নোভায় পরিণত হবার সুযোগ নেই বললেই চলে। সূর্যে যে ভয়ানক বিস্ফোরণ ঘটার আশঙ্কা আমি করছি, স্যার, তেমনটি হলে, সূর্যে বিস্ফোরণ ঘটার আট মিনিটের মধ্যে আমি-আপনি সবাই মারা যাব। আর পৃথিবী স্রেফ বাষ্পে পরিণত হবে।'

'আর আমাদের কিছুই করার থাকবে না?'

'ভারসাম্যে বিশৃঙ্খলা ঘটার আগে কিছু করা না গেলে কিছুই করার থাকবে না। জানি না ইতিমধ্যে কতটুকু দেরি হয়ে গেছে। তবে পাম্পিং বন্ধ করে আমরা হয়তো সূর্য এবং পৃথিবী তথা সৌরজগতের ধ্বংসের ঝুঁকি এড়াতে পারব।'

গলা খাঁকারি দিলেন সিনেটর। 'ইয়ংম্যান, তোমার সঙ্গে দেখা করার আগে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে আমি খোঁজ-খবর নিয়েছি। কারণ ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে আমি চিনি না। ড. হাল্লামের কাছেও তোমার ব্যাপার জিজ্ঞেস করেছি। আশা করি তাঁকে চেনো?'

'জ্বী, স্যার,' চোখের কোণ কুঁচকে উঠল ল্যামন্টের ড. হাল্লামের কথা শুনে। তবে কণ্ঠস্বর মসৃণ রাখল সে। 'উনাকে আমি ভালই চিনি।'

'তিনি আমাকে বলেছেন,' টেবিলের একটা কাগজে চোখ বুলালেন সিনেটর। 'তুমি একটা ঝামেলা সৃষ্টিকারী গর্দভ এবং মাথা পাগল মানুষ। বলেছেন আমি যেন তোমার সঙ্গে দেখা না করি।'

অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত রাখল ল্যামন্ট। 'এই ভাষা তিনি প্রয়োগ করেছেন, স্যার?'

'ঠিক এই ভাষাই।'

'তাহলে দেখা করলেন কেন, স্যার?'

'কারণ হাল্লামের ভাষা আমার পছন্দ হয়নি। সে আমাকে হুকুমের সুরে বলেছে তোমার সঙ্গে যেন দেখা না করি। একজন সিনেটরকে হুকুম করা যায় না এটা হাল্লামের জানা উচিত ছিল।'

'তাহলে আপনি আমাকে সাহায্য করছেন, স্যার ?'

'কিসের জন্যে সাহায্য ?'

'কেন—ইলেকট্রন পাম্প বন্ধ করে দেয়ার জন্যে ?'

'ওটা ? আরে না। এটা অসম্ভব ব্যাপার।'

'কেন অসম্ভব ?' চেঁচিয়ে উঠল ল্যামন্ট। 'আপনি কমিটি অন টেকনোলজি অ্যান্ড দ্য এনভায়রোনমেন্টের প্রধান। পরিবেশের প্রতি কোন কিছু হুমকি হয়ে দাঁড়ালে সেটার প্রতিকার করার দায়িত্ব আপনার। আর পাম্পিং-এর মত হুমকি এ মুহূর্তে পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই।'

'তুমি ঠিক কথাই বলেছ। কিন্তু কাগজে-কলমেই আমার ক্ষমতা বিরাট। শুধু জনগণের অনুমতি থাকলেই আমি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারি। কিন্তু আমার বিশ্বাস ইলেকট্রন পাম্প বন্ধ করতে রাজি হবে না জনগণ। কারণ এর ওপর গোটা গ্রহের অর্থনীতি এবং আরাম-আয়েশ নির্ভর করছে। তারচে' বরং বলো সূর্যের বিস্ফোরণের হাত থেকে পাম্পিংকে কিভাবে রক্ষা করা যায়।'

ল্যামন্ট বলল, 'কোন উপায় নেই, সিনেটর। বেসিক একটা জিনিস নিয়ে আমরা কথা বলছি। এটা ছেলে খেলার কোন বিষয় নয়।'

'তার মানে তুমি আমাদেরকে পদার্থের কাছে ফিরে যেতে বলছ যেমনটি ছিল পাম্পিং-এর আগে।'

'অবশ্যই।'

'সেক্ষেত্রে তোমার কথা যে সত্যি তার জন্যে শক্ত প্রমাণ লাগবে।'

'সে প্রমাণ পেতে হলে', একগুঁয়ে স্বরে বলল ল্যামন্ট, 'সূর্যের বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে। আপনি নিশ্চয়ই অতদূর যেতে বলবেন না আমাকে।'

'প্রয়োজন নেই। তুমি হাল্লামের কাছে যাচ্ছ না কেন ?'

'কারণ ওই লোকটি নিজেকে ইলেকট্রন পাম্পের জনক মনে করে ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন। তার সন্তান পৃথিবী ধ্বংস করতে চলেছে এটা কি তিনি স্বীকার করবেন ?'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি। কিন্তু বিশ্ববাসীর কাছে এখনো সে ইলেকট্রন পাম্পের জনক হিসেবেই সম্মানিত। সে এ ব্যাপারে কোন কথা বললে তা অনেক বেশি ওজনদার হবে।'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল ল্যামন্ট। 'বলবে না সে। বরং সূর্যের বিস্ফোরণ দেখতে চাইবে। তবু পাম্পিং-এর বিরুদ্ধে একটা কথাও বলবে না হাল্লাম।'

'তবে এ ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই,' গম্ভীর গলায় বললেন সিনেটর।

'কিন্তু পৃথিবীর অস্তিত্ব—'

'প্রমাণ করে দেখাও।'

'হাল্লামকে সরিয়ে দিন। প্রমাণ করে দেখাচ্ছি।'

'প্রমাণ করো। আমি হাল্লামকে সরিয়ে দিচ্ছি।'

গভীর শ্বাস টানল ল্যামন্ট, 'সিনেটর। ধরুন, আমি যে ঠিক কথা বলছি তার স্বপক্ষে ক্ষুদ্র সুযোগ রয়েছে। এই ক্ষুদ্র সুযোগ দিয়ে কি লড়াই করা যাবে না ? এ বিষয়টির ওপর নির্ভর করছে সবকিছুই; গোটা মানব সভ্যতা, সমস্ত গ্রহ—'

'মঙ্গলের পক্ষে আমাকে লড়াই করতে বলছ ? বেশ। কিন্তু ড. ল্যামন্ট, উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ ছাড়া যদি লড়াই করতে যাই, সবার শত্রু হয়ে উঠব আমি। ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাবে আমার। নাহ্, জেনে শুনে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি না আমি।'

ল্যামন্ট বলল, 'তাহলে আমার প্রমাণগুলো পেতে অন্তত সাহায্য করুন। ভয় পেলে লোক সমক্ষে আসার আপনার দরকার নেই—'

'আমি ভয় পাই নি,' তীক্ষ্ণ গলায় বললেন সিনেটর। 'আমি প্রাকটিক্যাল মানুষ। সেভাবেই কথা বলছি। ড. ল্যামন্ট, তোমার আধঘণ্টা পার হয়ে গেছে অনেক আগেই।'

হতাশায় মুষড়ে পড়ল ল্যামন্ট। সিনেটরের কাছে থেকে সাহায্যের কোন আশাই নেই বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল সে। তারপর চলে গেল। তার গমন পথের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন সিনেটর। লোকটা কি ঠিক কথা বলে গেল ? তার আশঙ্কা সত্যি হবার সামান্যতম সম্ভাবনাও কি রয়েছে ?

অবশ্য হাল্লামকে ল্যাং মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার পিঠের ওপর হাঁটু গেড়ে বসার সুযোগ পেলে ভালই লাগত সিনেটরের। কিন্তু তেমন ঘটার সম্ভাবনা নেই। দশ বছর আগে হাল্লামের সাথে একটি বিষয় নিয়ে তাঁর ঝগড়া হয়েছিল। সিনেটরের যুক্তি ঠিকই ছিল,

হাল্লামেরটা ছিল ভুল। কিন্তু তবু অপমানিত হতে হয়েছে সিনেটরকেই, পুনঃনির্বাচনে তিনি প্রায় হেরেই যাচ্ছিলেন হাল্লামের সঙ্গে লাগতে গিয়ে। তিনি পুনঃনির্বাচনে হারার ঝুঁকি নিতে পারেন কিন্তু অপমানিত হবার ঝুঁকি নেবেন না। আপন মনে মাথা নাড়লেন বার্ট। হাল্লামকে স্পর্শ করার সাধ্য সত্যি কারো নেই।

৮

সিনেটর বার্টের কাছ থেকে ব্যর্থ হয়ে ল্যামন্ট গেল দেশের অন্যতম প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ জোসুয়া চেনের কাছে। জাতিতে চাইনিজ এই ভদ্রলোক বিরোধী দল করেন। তবে এই লোককে কেউ পছন্দ করে না। যদিও তাঁর প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট শক্তিশালী।

জোসুয়া চেনের কাছ থেকে সমর্থন আদায়ের আশা নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল ল্যামন্ট। জানাল এর আগে বিষয়টি হাল্লামকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু হাল্লাম তাকে পাগল ঠাউরে বসে আছেন। কাজেই তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশা করা বৃথা। সব কথা শুনে জোসুয়া চেন জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি বলতে চাইছেন প্যারা-মানবরা কারিগরি বিদ্যায় আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে?'

'সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই,' বলল ল্যামন্ট। 'কারণ ওরা দুই ইউনিভার্সের শূন্যতার মাঝখানে ম্যাটেরিয়াল পাঠাতে পারছে। কিন্তু আমরা পারছি না।'

'বিষয়টা বিপজ্জনক হলে ওরা পাম্প শুরু করেছে কেন? কেন পাম্পিং চালিয়ে যাচ্ছে?'

এ প্রশ্ন এর আগেও বহুজনের কাছ থেকে শুনেছে ল্যামন্ট। সে ধৈর্য হারাল না। বলল, 'ওরা আমাদের মতই কোন শক্তির উৎস পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। আমার ধারণা এখন ওরা পাম্প নিয়ে আমাদের মতই চিন্তিত।'

'এটা আপনার নিজস্ব ধারণা মাত্র। তাদের মনের কথা জানতে পারার কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ তো আপনার কাছে নেই।'

'এ মুহূর্তে সেরকম কোন প্রমাণ অবশ্য নেই।'

'কাজেই শুধু মুখের কথায় চলবে না।'

'যদি ঝুঁকি নিই—'

'প্রমাণ ছাড়া কোন কিছু করা সম্ভব নয়, প্রফেসর। আমি চাইলেই যা ইচ্ছা তাই করতে পারি না।'

'কিন্তু যখন প্রমাণ দেখাতে পারব—'

'তখন আপনাকে সমর্থন দেব। আপনার প্রমাণ আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে, নিশ্চয়তা দিচ্ছি, হাল্লাম বা কংগ্রেস কেউই স্রোতটাকে থামাতে পারবে না। কাজেই প্রমাণ নিয়ে তারপর আসুন।'

'কিন্তু ততদিনে দেরি হয়ে যাবে অনেক।'

শ্রাগ করলেন চেন, 'হয়তো। হয়তো ততদিনে বুঝতে পারবেন আপনি ভুল করছেন। আর প্রমাণেরও দরকার হবে না।'

'আমি ভুল করছি না,' গভীর শ্বাস টানল ল্যামন্ট, দৃঢ় গলায় বলল, 'মি. চেন। নিখিল বিশ্বে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন বাসযোগ্য গ্রহ রয়েছে। সেখানে কোটি কোটি বুদ্ধিদীপ্ত জীবন এবং অত্যন্ত উঁচুমানের কারিগরি কৌশল থাকতে পারে। প্যারা-ইউনিভার্সের ক্ষেত্রেও হয়তো একই কথা প্রযোজ্য। দুই ইউনিভার্সের মাঝখানে হয়তো অনেকগুলো পৃথিবী রয়েছে যারা পরস্পরের সঙ্গে জোট বেঁধে পাম্পিং শুরু করে দিয়েছে। দুই ইউনিভার্সের সংযোগস্থলে ডজন কিংবা শত শত পাম্প থাকাও বিচিত্র নয়।'

'বুঝলাম। তো?'

'তো এমন হতে পারে যে, প্রাকৃতিক আইনের মিশ্রণের কারণে কোন গ্রহের সূর্যে বিস্ফোরণ ঘটে গেল। সুপারনোভার শক্তি পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক আইনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আশপাশের নক্ষত্রমণ্ডলীতে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। এভাবে একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটতে থাকলে একটা সময়ে হয়তো গোটা একটা গ্যালাক্সির কেন্দ্রস্থল অথবা বাহু মূলে বিস্ফোরণ ঘটবে।'

'কিন্তু এসবই আপনার কল্পনা মাত্র।'

'তাই কি? ইউনিভার্সে শত শত কোয়াসার (quassar উজ্জ্বল নক্ষত্র) রয়েছে। এগুলো আকারে সৌরজগতের মত, ছোট, তবে ১০০ সাধারণ গ্যালাক্সির সমান আলো ছড়াতে সক্ষম।'

'প্যারা-ইউনিভার্সের কি অবস্থা? এগুলোর মধ্যেও কি কোয়াসার রয়েছে?'

'মনে হয় না। ওখানকার অবস্থা ভিন্ন। প্যারা-তত্ত্ব অনুযায়ী ওখানে ফিউশন ঘটে সহজে, কাজেই ওখানকার নক্ষত্রগুলো আমাদের চেয়ে ছোট। আমাদের সূর্য যে শক্তি তৈরি করে, প্যারা-ইউনিভার্সে সেই শক্তি তৈরিতে সহজে দ্রবণীয় হাইড্রাজেনের স্বল্প সরবরাহই যথেষ্ট। আমাদের আইন যদি প্যারা-ইউনিভার্সে পরিব্যাপ্ত হয়, হাইড্রোজেন দ্রবীভূত হতে আরেকটু কঠিন হয়ে উঠবে; প্যারা-নক্ষত্র শীতল হতে শুরু করবে।'

'বেশ তো। খারাপ কি ?' বললেন চেন। 'ওরা নিজেদের প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে পাম্পিং-এর মাধ্যমে। আপনার ভাষ্য অনুযায়ী ওরা তাহলে ভাল অবস্থানেই আছে।'

'ঠিক তা নয়,' বলল ল্যামন্ট। এখনো প্যারা-পরিস্থিতি নিয়ে তেমন কিছু ভাবেনি সে। 'আমরা বিস্ফোরিত হলে পাম্পিং বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদেরকে ছাড়া একা ওদের পক্ষে চলা সম্ভব নয়। তার মানে পাম্প শক্তি ছাড়া একটি শীতল নক্ষত্রের মুখোমুখি হতে হবে তাদেরকে। আমাদের চেয়েও খারাপ অবস্থা হতে পারে ওদের। আমরা হয়তো নিমিষে ধ্বংস হয়ে যাব। ওরা শেষ হবে আস্তে আস্তে, যন্ত্রণাদগ্ধ দীর্ঘ সময়ের মাঝ দিয়ে।'

'আপনার কল্পনা-শক্তির প্রশংসা করতেই হয়, প্রফেসর,' বললেন চেন। 'তবে আপনি আমাকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। স্রেফ আপনার কল্পনাশক্তির ওপর আশ্রয় করে পাম্পিং বন্ধ করে দেয়ার কোন যুক্তি আমি দেখছি না। মানব সভ্যতার কাছে পাম্পের অর্থ জানা আছে আপনার ? এটা স্রেফ তাজা, পরিষ্কার প্রাচুর্যপূর্ণ কোন শক্তি নয়। তারচে'ও বেশি। এই পাম্পের জন্যে মানুষকে আজ শারীরিক পরিশ্রম করে খেতে হচ্ছে না। ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত মানুষ তাদের সম্মিলিত মগজের শক্তি অধিকতর জরুরি সমস্যা সমাধানের জন্যে খাটাতে পারছে। এই পাম্পের জন্যে গত আড়াইশ বছরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এতই অগ্রগতি সাধিত হয়েছে যে, মানুষের গড় আয়ু এখন ১০০ বছরের বেশি। মানুষ এখন অমরত্বের স্বপ্ন দেখছে।'

রেগে গেল ল্যামন্ট। 'অমরত্ব! আপনি দিবা-স্বপ্ন দেখছেন!'

'আপনিও হয়তো সেই দিবা-স্বপ্নের একজন বিচারক, প্রফেসর,' বললেন চেন। 'তবে আমি দেখতে চাই অমরত্বের জন্যে গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। আর পাম্পিং শেষ হয়ে গেলে এই গবেষণা কোনদিনই শুরু হবে না। তখন আমরা আবার পেছনে, অন্ধকার জীবনে ফিরে যাব।

পৃথিবীর দু'হাজার কোটি মানুষকে আবার পেটের ভাত জোগাতে খেটে খেতে হবে। আর অমরত্বের স্বপ্ন দিবা-স্বপ্নই রয়ে যাবে।'

'তাই থাকবে। কেউই অমর হতে পারবে না। স্বাভাবিক আয়ু ক্ষেপণ করার সুযোগও কেউ পাবে না।'

'কিন্তু ওতো স্রেফ আপনার মনগড়া তত্ত্ব।'

রাগতে গিয়েও রাগল না ল্যামন্ট। শান্ত গলায় বলল, 'মি. চেন, আপনাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমরা মেসেজ পাচ্ছি।'

'অনুবাদ করতে পারছেন ?'

'ইংরেজিতে মেসেজ পেয়েছি।'

ভুরু কুঁচকে গেল চেনের। পকেটে হাত ঢোকালেন তিনি, ছোট ছোট পা জোড়া টানটান করলেন, পিঠ ছড়িয়ে বসলেন চেয়ারে। 'ইংরেজি কথাগুলো কি ছিল ?'

'বিভীষিকা!'

'বিভীষিকা,' কথাটা পুনরাবৃত্তি করলেন চেন। 'মানে কি এর ?'

'ওরা পাম্পিং বিষয় নিয়ে ভয় পাচ্ছে, এ থেকে কি তাই প্রমাণ হয় না ?'

'একেবারেই না। ভয় পেলে ওরা পাম্পিং বন্ধ করে দিত। আচ্ছা, ধরে নিলাম ওরা ভয় পাচ্ছে। কিন্তু আমার ধারণা ভয়টা পাচ্ছে অপরপক্ষকে নিয়ে। যদি অপরপক্ষ পাম্পিং বন্ধ করে দেয়। আমরা যদি পাম্পিং বন্ধ করে দিই তাহলে ওদেরকেও একই কাজ করতে হবে। আপনি বলেছেন আমাদেরকে ছাড়া ওরা চলতে পারবে না। এটা দু'মুখো একটা কর্মকাণ্ড। কাজেই ভয় পেলে সেজন্যে ওদেরকে দোষ দেয়া যায় না।'

ল্যামন্ট বসে রইল চুপচাপ।

'বুঝতে পারছি,' বললেন চেন। 'এ বিষয়টি নিয়ে আপনি ভাবেন নি। তারচে' বরং আসুন অমরত্ব নিয়ে ভাবি।'

হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক একটা প্রশ্ন করে বসল ল্যামন্ট, 'আচ্ছা, মি. চেন। আপনার বয়স কত ?'

ভুরু কুঁচকে ল্যামন্টের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন চেন, বার কয়েক পিটপিট করলেন চোখ। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। গটগট করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ল্যামন্ট তার গমন পথের দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল।

৯

'তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ভাগ্য তোমাকে কোনভাবেই সহায়তা করছে না,' বলল ব্রনস্কি।

ল্যামন্ট তার গবেষণাগারে বসে আছে, ফাঁকা দৃষ্টি নিজের পায়ের আঙুলের দিকে, অলস ভঙ্গিতে আঙুল ধরে টানাটানি করছে। এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল সে, 'না।'

'এমনকি বিখ্যাত চেনও তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন ?'

'তিনি কিছুই করবেন না। তাঁরও চাই প্রমাণ। সবাই শুধু প্রমাণ চায়, কিন্তু প্রমাণ দিতে চাইলে সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেন। আসলে সকলেই চাইছেন খ্যাতি, ইতিহাসে নিজের নাম। চেন চান অমর হতে।'

'আর তুমি কি চাও, পেট ?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল ব্রনস্কি।

'মানুষের নিরাপত্তা,' বলল ল্যামন্ট। অপরজনের হাসি হাসি মুখের দিকে তাকাল। 'আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না, না ?'

'আরে, তোমাকে বিশ্বাস করব না কেন ?'

'তবে চেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বুঝতে পেরেছি খামোকাই আমার সময় নষ্ট করছি।'

'আমারও তাই ধারণা।'

'এ সমস্যার সমাধান পৃথিবীতে নেই। চেনকে বলেছি আমাদের সূর্য বিস্ফোরিত হতে পারে কিন্তু প্যারা-সূর্য বিস্ফোরিত হবে না। তবে তাতে যে প্যারা-মানবরা রক্ষা পেয়ে যাবে এমন নয়। আমাদের সূর্য বিস্ফোরিত হবার পরে পাম্প-এর কাজ থেমে যাবে। সেই সাথে ওদেরটাও। আমাদেরকে ছাড়া ওদের পক্ষে চলা সম্ভব নয়। বুঝতে পারছ কি বলছি ?'

'হ্যাঁ। অবশ্যই বুঝতে পারছি।'

'সেক্ষেত্রে উল্টোটার কথা ভাবছি না কেন আমরা। আমাদের পক্ষেও ওদের ছাড়া চলা সম্ভব নয়। কাজেই আমরা পাম্প বন্ধ করি বা না করি তাতে কার কি এসে যায়। কাজেই প্যারা-মানবদের থামাতে বলতে হবে।'

'থামাবে কি তারা ?'

'ওরা বলেছে বি-ভী-ষি-কা। এর মানে ওরা ভয় পেয়েছে। চেন বলল ওরা নাকি আমাদেরকে ভয় পাচ্ছে। ভয় পাচ্ছে আমরা পাম্প বন্ধ করে দিতে পারি। কিন্তু এ কথাটা আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না যে ওরা ভয় পেয়েছে। চেন কথা বলার সময় চুপ করে ছিলাম। সে ভেবেছে আমাকে এক হাত দেখিয়েছে। ভুল। আমি ওই সময় শুধুই ভাবছিলাম প্যারা-মানবদের থামতে বলতে হবে। আমাদেরও তাই। মাইক, তুমি ছাড়া আর সবকিছু আমি ছেড়ে দিচ্ছি। তুমিই এখন বিশ্বের আশা। ওদের সঙ্গে যেভাবে হোক যোগাযোগ করো।'

শিশুর মত হেসে উঠল ব্রনস্কি। বলল, 'পেট, তুমি একটা জিনিয়াস।'

'আহা, তুমি তো দেখেছ!'

'না, সত্যি বলছি। আমি মুখ খোলার আগেই বুঝে যাও কি বলতে যাচ্ছি। আমি তো ওদের কাছে কম মেসেজ পাঠাইনি। কিন্তু একটারও জবাব পাইনি।'

'তুমি কি করছ আমাকে কিন্তু বলোনি।'

'গতকাল ইংরেজিতে দুটি শব্দ পাঠিয়েছিলাম। বলেছিলাম পাম্প খারাপ।'

'তারপর ?'

'তারপর আজ সকালে, অবশেষে একটি ফিরতি মেসেজ পাই আমি। তাতে লেখা 'হ্যাঁ-পা-ম্প-খা-রা-প-খা-রা-প। এই যে দেখো।'

ফয়েলটা নিতে গিয়ে হাত কেঁপে গেল ল্যামন্টের।

'এর মধ্যে কোন ভুল নেই তো ? এটা কনফার্মেশন, তাই না ?'

'আমারও তাই মনে হলো। এটা কাকে দেখাবে ?'

'কাউকে না।' রহস্যময় কণ্ঠে বলল ল্যামন্ট। 'আর তর্কের মধ্যে যাব না। ওরা বলবে এই মেসেজটা ভুয়া, এটা নিয়ে আলোচনারও কোন অর্থ হয় না। প্যারা-মানবদের পাম্প বন্ধ করতে দাও, আমাদের দিকেরটাও বন্ধ হয়ে যাবে। একসময় গোটা স্টেশনে আগুন লেগে যাবে। তখন প্রমাণ হবে ঠিক কথাই বলেছি আমি। পাম্পটাই আসলে বিপজ্জনক।'

ব্রনস্কি বলল, 'তবে একটা ব্যাপার আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে।'

'কি সেটা ?'

'প্যারা-মানবরা যদি বুঝতেই পারে পাম্পটা বিপজ্জনক তাহলে ইতিমধ্যে ওটা বন্ধ করে দিল না কেন? খানিক আগেও দেখে এসেছি পাম্প চলছে পুরোদমে।'

ভুরু কোঁচকাল ল্যামন্ট। 'হয়তো ওরা একতরফা বিরতি চায়নি। ওরা আমাদেরকে তাদের পার্টনার মনে করে এবং পাম্প থামাতে চাইছে যৌথ চুক্তিতে। এরকম হতে পারে না?'

'হতে পারে। তবে এমনও হতে পারে কম্যুনিকেশনটা যথার্থ নয়। "খারাপ" কথাটার প্রকৃত অর্থ হয়তো ওরা বুঝতেই পারেনি। আমি ওদের সাথে কথা বলেছি ওদের প্রতীক চিহ্ন সম্বল করে। ওরা হয়তো ভাবছে খারাপ বলতে আমরা বোঝাচ্ছি ভাল।'

'ওহ্ না।'

'এ সব কথা বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছা। তবে আশা ছেড়ো না।'

'মাইক, মেসেজ পাঠাতে থাকো। ওরা যতগুলো শব্দ ব্যবহার করছে তুমিও ততগুলো করবে। তুমি এক্সপার্ট মানুষ। ব্যাপারটা এখন তোমার হাতে। এক সময় কিছু বলার মত শব্দ ওরা জেনে নেবে। তখন আমরা ব্যাখ্যা করতে পারব যে ওরা স্বেচ্ছায় চাইছে পাম্প বন্ধ হোক।'

'কিন্তু কর্তৃপক্ষকে তো আমরা ব্যাপারটা বোঝাতে পারছি না।'

'তা পারছি না। তবে ওদেরকে আমরা জানাবও না। শেষ দিকে আমরা হয়ে উঠব জাতীয় হিরো।'

'কিন্তু ওরা যদি আমাদেরকে এক্সিকিউট করে?'

'তাতেও কিছু আসে যায় না। ব্যাপারটা এখন তোমার হাতে, মাইক। আমি নিশ্চিত, ব্যাপারটার দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।'

১০

দেখতে দেখতে দুই হপ্তা পার হয়ে গেল। এ দু' হপ্তায় কোন মেসেজ এল না প্যারা-মানবদের কাছ থেকে। তবে এ দু' হপ্তায় ল্যামন্টের দশা আরো খারাপ হলো। চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে গেল। বলা হলো পাম্প প্রজেক্টকে স্যাবোটাজ করতে চাইছে ল্যামন্ট। কাজেই স্টেশনে তার চাকরি থাকা উচিত নয়।

এ কথা শুনে তার বন্ধু ব্রনস্কি বলল, 'পেট, এসব করে আসলে কোন লাভ হবে না। এটা তুমি ছেড়ে দাও। ওদেরকে বলো তুমি এতদিন যা বলেছ ভুল বলেছ। তোমার এসব করে লাভ কি ? বিয়ে করনি। সন্তান নেই। তোমার মা-বাবা-আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। পৃথিবীতে তুমি সম্পূর্ণ একা। কাজেই মানব-কল্যাণের চিন্তা বাদ দিয়ে নিজের কথা ভাবো।'

ব্রনস্কির কথা শুনে খুবই মর্মাহত হলো ল্যামন্ট। সে জানে ব্রনস্কিরও কোন পিছুটান নেই। স্ত্রীর সঙ্গে ব্রনস্কির ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে অনেক আগেই। এক তরুণীর সাথে লিভ টুগেদার করছে বর্তমানে। তাই বলে ব্রনস্কি শুধু নিজের কথা ভাবতে বলল! ব্রনস্কি এতদূর এসে হাল ছেড়ে দিতে চাইছে ?

ল্যামন্টের মন খারাপ দেখে ব্রনস্কি ধীরে ধীরে বলল, 'গত রাতে প্যারা-ইউনিভার্স থেকে একটা মেসেজ পেয়েছি আমি। ভেবেছিলাম আজকে এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করব...কিন্তু চিন্তা করে কি হবে ? ...এই যে জিনিসটা।'

ল্যামন্ট ব্রনস্কির হাত থেকে ফয়েলটা নিয়ে দ্রুত তাতে একবার চোখ বুলাল। লেখাটিতে বিরাম চিহ্নের বালাই নেই :

'পাম্প থামে না থামে না আমরা থামাচ্ছি না আমরা বিপদ বুঝতে পারছি না পারছি না পারছি না আপনারা থামান দয়া করে আপনারা থামান তবে আমরা থামাব প্লীজ আপনারা থামান বিপদ বিপদ বিপদ থামান আপনারা থামান থামান পাম্প।

'মাই গড!' বিড়বিড় করল ব্রনস্কি। 'ওদেরকে বেপরোয়া মনে হচ্ছে।'

ল্যামন্ট এখনো বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে ফয়েলের দিকে। কথা বলল না।

ব্রনস্কি বলল, 'আমার ধারণা অপর পাশে তোমার মত একজন কেউ আছে এক প্যারা-ল্যামন্ট। যে কিনা তার প্যারা-হাল্লামকে থামাতে পারছে না। আমরা যখন ওদের কাছে হাতজোড় করে বলছি আমাদেরকে রক্ষা করার জন্যে, সে তখন আমাদেরকে অনুরোধ করছে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্যে।'

ল্যামন্ট বলল, 'এগুলো যদি আমরা দেখাই--'

'ওরা বলবে তুমি মিথ্যা কথা বলছ। বলবে বানানো গল্প।'

'ওরা আমার সম্পর্কে হয়তো এ কথা বলবে। কিন্তু তোমার সম্পর্কে বলবে না। তুমি আমার ঢাল হিসেবে কাজ করবে, মাইক। ওদেরকে বলবে এটা তুমি পেয়েছ এবং কিভাবে পেয়েছ তাও জানাবে।'

ব্রনস্কির চেহারা লালচে হয়ে উঠল। 'তাতে কি লাভ হবে ? বলবে প্যারা-ইউনিভার্সের কোথাও তোমার মত একটা মাথাপাগল মানুষ আছে। এখন দুই পাগলে মিলেছ ভালই। বলবে এই মেসেজ দিয়ে বোঝা যায় কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই।

'মাইক, আমার সঙ্গে লড়াই করো।'

'কোন লাভ হবে না, পেট। তুমি যে মূর্খতার কথা বলো এটা হলো তাই। প্যারা-মানবরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান এবং অগ্রগতিশীল হলেও কিছু ক্ষেত্রে ওরা আমাদের মতই বোকা। শিলার এ ব্যাপারটার চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমি তাকে সমর্থন করি।'

'শিলার কে ?'

'তিনশ বছর আগের এক জার্মান নাট্যকার। জোয়ান অভ আর্ককে নিয়ে লেখা এক নাটকে তিনি বলেছেন, "মূর্খতার বিরুদ্ধে দেবতারা অযথাই লড়াই করেন।" আমি দেবতা নই। আমার পক্ষে লড়াই করাও সম্ভব নয়। ব্যাপারটা যেভাবে চলছে তাকে সেভাবে চলতে দাও। পৃথিবী হয়তো আমাদের সময় মত বেঁচে থাকবে। যদি না বাঁচে তাহলেও কিছু করার নেই। দুঃখিত, পেট। তুমি মঙ্গলের পক্ষে লড়াই করেছিলে। কিন্তু হেরে গেছ। আমিও।'

চলে গেল ব্রনস্কি। একা বসে রইল ল্যামন্ট। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে আঙুল দিয়ে তবলা বাজাচ্ছে ও। ভাবছে। ভাবছে সূর্যের কোথাও জোড়া বাঁধছে পরমাণু, বাড়ছে লোভ। প্রতি মুহূর্তে বেড়েই চলেছে। তারপর একটা সময় ভেঙে পড়বে ভারসাম্য...

'তখন পৃথিবীর কেউ বেঁচে থাকবে না জানতে যে আমিই ঠিক কথাটি বলেছিলাম,' চিৎকার করে উঠল ল্যামন্ট, বারবার চোখ পিটপিট করল অশ্রু ঠেকাতে।

দ্বিতীয় ভাগ

দেবতারা স্বয়ং...

১ ক

অন্যদেরকে ছেড়ে আসতে তেমন ঝামেলা পোহাতে হলো না ডুয়ার। অবশ্য সব সময়ই ঝামেলা বা বিপদের আশঙ্কা করে সে। তবে কখনো ঝামেলায় পড়তে হয় না তাকে। প্রকৃত কোন ঝামেলায়।

ওডিন মাঝে মাঝে বলে, 'তুমি ট্রিটকে বিরক্ত করছ।' নিজের বিরক্তির কথা সে কখনো বলে না। র‍্যাশনালরা ছোটখাট ব্যাপারে বিরক্ত হয় না। সে ট্রিটের ওপর নাছোড় বান্দার মত ঝুলে থাকে, ট্রিট যেভাবে ঝুলে থাকে বাচ্চাদের নিয়ে।

ওডিন ডুয়াকে পছন্দ করে। মাঝে মাঝে বলে ডুয়াকে নিয়ে সে গর্বিত। তার দক্ষতা, স্বাধীনচেতা মনোভাবকে ওডিন শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

ট্রিটকে নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন। অবশ্য রাইট-লিংরা এমনই হয়ে থাকে। ডুয়ার কাছে ট্রিট রাইট লিং, তবে শিশুদের কাছে সে প্যারেন্টাল।

ট্রিটকে তেমন পছন্দ করে না ডুয়া। সম্ভব হলে পাশ কাটিয়ে যায়। আর ডুয়া খুব কৌতূহলী, বিচিত্র স্বভাবের মেয়ে।

ছোটবেলা থেকেই স্বাধীনতাকামী ডুয়া। একা থাকতে পছন্দ করে, ট্রায়াডদের সঙ্গে দলবদ্ধ হবার কোন ইচ্ছে তার নেই। সে নিসর্গ ভালবাসে, পছন্দ করে গোধূলি বেলায় সারফেস দেখতে। তবে অন্য ইমোশনালদের চোখে সারফেস ঠাণ্ডা, অন্ধকার একটা জায়গা। সাঁঝ বেলায় সারফেসের ধারে বসে খানা খেতে পছন্দ করে ডুয়া।

ওদের গ্রহের ছোট্ট সূর্যটা এখন দিগন্ত ছুঁয়েছে। লালচে, গোপন আলোটা যেন ডুয়া একাই দেখতে পাচ্ছে। ডুয়া খাচ্ছে। ঠাণ্ডা লাগছে ওর। সেই সাথে মনে পড়ে যাচ্ছে ছোটবেলার কথা।

ওকে বড় করেছে প্যারেন্টাল যাকে সে বাবা বলে ডাকত। সেই বাবা একদিন বললেন ডুয়াকে ছেড়ে চলে যাবার সময় হয়েছে তার।

গেল ? জিজ্ঞেস করেছিল ডুয়া তাকে। কেন বাবা তাকে ছেড়ে চলে যাবে। এখানকার এটাই নিয়ম, জবাব দিয়েছিলেন প্যারেন্টাল। 'আমাকে চলে যেতেই হবে। আর থাকতে পারব না তোমার সঙ্গে।'

প্যারেন্টাল বলেছিলেন ডুয়া যেন অন্যদেরকে বলে দেয় তার প্যারেন্টাল তাকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু ডুয়ার কাজটা করতে মন চায় নি। "অন্যদের" সঙ্গে কোন কালেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না ডুয়ার। ডুয়ার ভাই-বোনদের মাঝে সবসময়ই একটা দূরত্ব ছিল যেন। ডুয়া লেফট-ব্রাদার, রাইট-ব্রাদার, মিড-সিস্টার এসব কথার মানেও বুঝত না। একদিন ডুয়ার বাবা তাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। বলেছিলেন লেফটরা হলো র‍্যাশনাল, রাইটরা প্যারেন্টাল। আর এভাবে যে যার মত করে গড়ে ওঠে।

ডুয়ার পছন্দ হতো না তার সঙ্গী-সাথীদের। সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা একা বড় হয়ে উঠছিল ডুয়া। ওরা এক পর্যায়ে ডুয়াকে ছেড়ে চলে যায়। ডুয়ার নাম তারা দিয়েছিল "লেফট-এম"।

তবে ডুয়ার প্যারেন্টাল সবসময় চেষ্টা করেছেন অন্যদের হাসি-ঠাট্টা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হাত থেকে ডুয়াকে রক্ষা করতে। প্যারেন্টাল নিজে সারফেসে যেতে পছন্দ না করলেও ডুয়াকে নিয়ে গেছেন। ডুয়াকে আসলে পাহারা দিয়েছেন তিনি যাতে কেউ ওর ক্ষতি করতে না পারে।

ডুয়ার প্যারেন্টাল কথা বলেছেন হার্ডওয়ানদের। হার্ডওয়ানদের সাথে কথা বলা প্যারেন্টালদের জন্যে কঠিন। ছোটবেলা থেকে এ কথা জানে ডুয়া। হার্ডওয়ানরা শুধু র‍্যাশনালদের সঙ্গে কথা বলেন।

ডুয়ার খুব ভয় করছিল। সে চলে আসতে চাইছিল। এমন সময় শুনতে পায় তার প্যারেন্টাল বলছেন,' আমি মেয়েটার ঠিক মত যত্নআত্তি করছি, হার্ড-স্যার।'

হার্ডওয়ান কি ডুয়া সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছেন। বিশেষ করে তার বিচিত্র স্বভাবের ব্যাপারে ?

প্যারেন্টালকে পছন্দ করত ডুয়া। কিন্তু তিনি ওকে ছেড়ে চলে যাবেন শুনে মন খুবই খারাপ হয়েছিল তার। বুকটা হু হু করছিল। জিজ্ঞেস করেছিল ডুয়া, 'চলে যাবে কেন ?'

প্যারেন্টাল জবাব দিয়েছিলেন, 'আমাকে যে যেতেই হবে, সোনা!'

প্যারেন্টালকে যেতে হবে, জানত ডুয়া। সবাইকেই চলে যেতে হয় আজ বা কাল।

কান্না এসে গিয়েছিল ডুয়ার। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলেছিল, 'তোমাকে আমি খুবই মিস করব। আমি জানি তুমি ভাবতে আমি তোমাকে পছন্দ করি না। তবে সবসময় এটা কোরো না, ওটা কোরো না বলে যে উপদেশ তুমি আমাকে দিতে এজন্যে খুব রাগ হতো তোমার ওপর।'

ডুয়ার বাবাও ছিলেন বিদায় পর্বে। ডুয়া তার বাপকে জড়িয়ে ধরেছিল শেষ মুহূর্তে। তিনি বলেছিলেন, 'হার্ডওয়ানদের কথা স্মরণে রেখো, ডুয়া। ওরা তোমাকে সাহায্য করবেন। আমি—আমাকে এখন যেতে হবে।'

চলে গিয়েছিলেন তিনি। তারপর আর কোনদিন তাকে দেখতে পায়নি ডুয়া।

সারফেসের সামনে বসে আছে ডুয়া। মনে পড়ছে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। মনে পড়ল ফিরতে দেরি করলে ট্রিট আবার রেগে যাবে, জ্বালাতন করবে ওডিনকে। তখন ওডিন হয়তো ডুয়ার করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দেবে।

দিক। তাতে গ্রাহ্য করে না ডুয়া।

১ খ

ওডিন জানত যে ডুয়া সারফেসে বেড়াতে গেছে। খুব বেশি চিন্তা না করেই ডুয়া কোন রাস্তা দিয়ে গেছে বা কতদূরে গেছে বুঝতে পারছিল সে। এই বুঝতে পারার ক্ষমতাটাকে বলা যায় ইন্টার-অ্যাওয়ারনেস সেন্স। এ ক্ষমতা ট্রিটের মাঝেও আছে। তবে সে এ উপলব্ধি ক্ষমতাটা বেশিরভাগ ব্যয় করে শিশুদের জন্যে।

ডুয়াকে ওডিনের কাছে বেশ রহস্যময়ী মনে হয়। ডুয়ার সঙ্গে অন্য ইমোশনালদের একেবারেই মেলানো যায় না। এ ব্যাপারটা ট্রিটকে হতবুদ্ধি এবং হতাশ করে তোলে। ওডিনও মাঝে মাঝে হতাশ এবং বিস্মিত হয়ে ওঠে ডুয়ার জন্যে। তবে জীবনকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করার যে অসীম ক্ষমতা রয়েছে ডুয়ার সে যে কারো ওপর নির্ভরশীল নয়, এ

বিষয়টি সম্পর্কেও সচেতন ওডিন। হার্ডওয়ানরা ডুয়ার ব্যাপারে আগ্রহী বলেই মনে হয়। যদিও র‍্যাশনালদের প্রতি তারা সাধারণ মনোযোগ দিয়েই থাকেন। এ নিয়ে ওডিনের মনে অবশ্য গর্ব আছে।

জীবন যেভাবে চলে যাবার কথা সেভাবেই অতিবাহিত হচ্ছে। একটা সময় ওডিনকেও বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে। অবশ্য সে দিনের কথা আগেভাগেই জানতে পারবে সে।

লোস্টেন পরিষ্কার গলায় বলেছিলেন ওডিনকে, যেভাবে হার্ডওয়ানেরা সফট ওয়ানদের কথা বলে, 'তুমি যখন নিজেকে বলবে যে তোমার যাবার সময় হয়েছে, তখন যাবে। তোমার ট্রায়াডও তোমার সঙ্গে যাবে।'

ওডিন বলেছিল, 'আমার এ মুহূর্তে বিদায় নেয়ার ইচ্ছে নেই, হার্ড-স্যার। এখনো শেখার অনেক কিছু বাকি রয়ে গেছে।'

'অবশ্যই, লেফট-ডিয়ার। তুমি এটা অনুভব করতে পারছ কারণ এখনো তুমি প্রস্তুত নও।'

ওডিন ভেবেছে : আমি কখন নিজেকে প্রস্তুত ভাবব যখন আমি দেখছি শেখার আর কিছুই নেই ?

কিন্তু কথাটা মুখে প্রকাশ করেনি ওডিন। সে নিশ্চিত ছিল সময় আসবে এবং তখন সে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

বুড়ো হয়ে গেছে ওডিন। কাজেই ডুয়ার শরীরের ঝলমলে আভা তার চেহারায় না থাকারই কথা। নেই ট্রিটের পেশিবহুল শরীর। ঝলমলে আভা এবং পেশি দুটোই সমান পছন্দ ওডিনের। কিন্তু ওই দুটি জিনিসের জন্যে নিজের শরীরে পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না ওডিন। এবং অবশ্যই তার মনেরও কোন পরিবর্তন চায় না সে। তবে ট্রিটের সীমত উপলব্ধি ক্ষমতা এবং ডুয়ার অস্থির মন থেকে মুক্ত বলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে ওডিন।

ওডিন হার্ডওয়ানদের জীবন-যাত্রার সাথে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে; তাদের সাথে তার সম্পর্ক অধিকতর ঘনিষ্ঠ। ওডিন একজন র‍্যাশনাল আর হার্ডওয়ানরা সুপার-র‍্যাশনাল। লোস্টেন হার্ডওয়ানদের একজন, ওডিনের সাথে সবচে' ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তার।

ওডিনের ছেলেবেলার স্মৃতি পূর্ণ শুধু হার্ডওয়ানদের ঘিরে। তার প্যারেন্টালের সমস্ত আগ্রহ ছিল শেষ সন্তান বেবী-ইমোশনালের প্রতি। অবশ্য ওটাই স্বাভাবিক। ট্রিটও তাই করবে যদি শেষ সন্তানটি জন্ম নেয়।

ওডিনের প্যারেন্টাল শেষ সন্তান নিয়ে ব্যস্ত, ওডিন একাই বড় হয়ে উঠছিল। পড়াশোনা অনেক আগেই শুরু করে দিয়েছিল সে। সে তার রাইট-ব্রাদারের সঙ্গে খেলাধুলা করত। ওদের সাথে তার বুদ্ধিবৃত্তিজনিত পার্থক্য নিয়েও খুব বেশি ভাবিত ছিল না।

ওডিনের জীবনের অনেকখানি বদলে যায় ট্রিটের আগমনে। ট্রিটকে প্রথম দেখার দিন ওডিন বুকের ভেতরে উষ্ণতা অনুভব করেছিল।

ট্রিট তখন বয়সে ছিল তরুণ, ছেলে মানুষ স্বভাবের। ওডিন জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমি তোমাকে আগে কখনো দেখিনি। দেখেছি কি ?'

ট্রিট জবাব দিয়েছিল, 'আমি আগে কখনো এখানে আসিনি। আমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।'

হার্ডওয়ানরা ওদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন। তাঁরা ধারণা করেছিলেন ওরা পরস্পরের সাথে মিশ খেয়ে যাবে। তাঁদের ধারণা অমূলক ছিল না।

তবে ওডিন এবং ট্রিটের মাঝে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক সংযোগ ছিল না। কিভাবে থাকবে ? ওডিন সবকিছু গভীর মনোযোগ দিয়ে শিখতে চাইত। আর শিখতে চাইবার কোন আগ্রহই ছিল না ট্রিটের।

ওডিন ট্রিটকে গল্প বলত। সূর্য, সৌরজগৎ, ব্রহ্মাণ্ডের গল্প। তবে সে গল্প ট্রিট মনোযোগ দিয়ে শুনলেও কতটুকু বুঝতে পারত বলা মুশকিল। তবে ওডিনের সঙ্গে তার সম্পর্ক দিন দিন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিল।

হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওডিন। তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটেছে। ওখানে ঢুকে পড়েছে ট্রিট। ট্রিট-ট্রিট-ট্রিট বলে জানান দিচ্ছে ওডিনের সঙ্গে কথা বলতে চায় সে।

'হ্যাঁ, ট্রিট, বলো,' বলল ওডিন।

১ গ

ট্রিট জানতে চাইল, 'ওডিন, ডুয়া কোথায় ?'

'বাইরে কোথাও গেছে,' বিড়বিড় করল ওডিন।

'ওকে যেতে দিলে কেন ?'

'আমি ওকে কিভাবে মানা করব, ট্রিট ? আর এতে ক্ষতিই বা কিসের ?'

'কিসের ক্ষতি তোমার জানাই আছে। আমাদের দুটো বাচ্চা। তৃতীয় আরেকটি চাইছি আমরা। আজকাল তৃতীয় সন্তান জন্ম দেয়া খুব কঠিন। ডুয়াকে এজন্যে ভাল খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। আর সে কি না আবার সূর্যাস্ত দেখতে গেছে। সূর্যাস্তের ওখানে গেলে সে ঠিকমত খাওয়া পাবে কোত্থেকে ?'

'ডুয়া খুব বেশি খায় না।'

'আর এ জন্যে আমাদের আরেকটা সন্তানও নেই, ওডিন,' বলল ট্রিট। 'ডুয়া ছাড়া তোমাকে কি করে ঠিক মত ভালবাসব ওডিন ?'

জবাবে ওডিন বিড়বিড় করে কি যেন বলল। ট্রিট বুঝল সে বিব্রত বোধ করছে। ওডিন প্রায় সবসময় পরমাণু এবং শক্তি নিয়ে কথা বলে। কিন্তু পরমাণু এবং শক্তি নিয়ে ভাবতে কার বয়ে গেছে ? ট্রিট শুধু ভাবে ট্রায়াড আর বাচ্চাগুলোকে নিয়ে।

ওডিন একবার তাকে বলেছিল সফটওয়ানদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে কার কি আসে যায় ? হার্ডওয়ানদের কিছু আসে যায় ? প্যারেন্টাল ছাড়া আর কার দায় পড়েছে এসব নিয়ে ভাবতে ?

পৃথিবীতে জীবন বেঁচে আছে শুধু দুটি প্রজাতিকে ঘিরে—হার্ডওয়ান এবং সফটওয়ান। আর খাদ্য যেন তাদের ওপরেই বৃষ্টির মত ঝরছে।

ওডিন একবার বলেছিল ঠাণ্ডা হয়ে আসছে সূর্য। কম খাবার, কম মানুষের কথা বলেছিল সে। সূর্যের ঠাণ্ডা হয়ে আসার কথা বিশ্বাস করেনি ট্রিট। সে যখন শিশু তখনো সূর্যকে ঠাণ্ডা হতে দেখে নি।

সফটওয়ানদের একমাত্র কাজ জীবনের জরুরি বিষয়গুলোর ওপর মনোযোগ দেয়া। ট্রিট তাই করেছে। সে ট্রায়াডদের মত কাজ করেছে। প্রথমে এসেছে বেবী-লেফট, তারপর বেবী-রাইট। ওরা বড় হচ্ছে, ঝলমলে হচ্ছে। তবু ট্রিটের আরেকটি সন্তান অর্থাৎ বেবী-মিড দরকার। আর এটাই সবচে' কঠিন কাজ। বেবী-মিড ছাড়া নতুন ট্রায়াড বা ত্রয়ী হওয়া যাবে না।

ডুয়া সবসময়ই কঠিন ছিল। কিন্তু ইদানিং যেন কঠিনতর হয়ে উঠেছে সে।

ট্রিটের রাগ হলো ওডিনের ওপর। ওডিন কি সব কঠিন কঠিন শব্দ উচ্চারণ করে। সেসব হাঁ করে শোনে ডুয়া। ডুয়ার কাছে ওডিন সীমাহীন কথা বলে যেতে পারে। আর এটা ট্রায়াড হবার পক্ষে অন্যতম বাধা।

ওডিনের এটা জানা উচিত।

ওডিন হার্ডওয়ানদের বন্ধু। ওডিন শুধু শক্তির কথা বলে। ট্রায়াডের প্রয়োজনীয়তার কথা মুখ ফুটে একবারও উচ্চারণ করে না। ট্রিট একবার হার্ডওয়ানের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিল। বলেছিল তারা একটি ইমোশনাল চায়। বলেছে ওডিন এবং সে অনেক দিন ধরে একত্রে আছে। কাজেই একটি ইমোশনাল পাবার অধিকার তাদের জন্মেছে। হার্ডওয়ান এ ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে বলেছিলেন ট্রিটকে। ওই হার্ডওয়ান ছিলেন লোস্টেন, ওডিনের বিশেষ শিক্ষক।

লোস্টেনই ট্রিটের কাছে নিয়ে আসেন ডুয়াকে। ডুয়াকে পাবার ক্রেডিট পুরোটাই নিতে চেয়েছে ট্রিট। বলেছে হার্ডওয়ানের সাথে সে কথা বলেছে বলে হার্ডওয়ান ডুয়াকে তার জন্যে নিয়ে এসেছেন। তবে তার যুক্তি মানতে চায় নি ওডিন। দাবি করেছে ওডিনের জন্যেই লোস্টেন ডুয়াকে নিয়ে এসেছেন।

তবে এটা ঠিক ডুয়ার মত মেয়ে সারা পৃথিবীতে আর একটিও নেই। ট্রিট বহু ইমোশনাল দেখেছে। এরা সকলেই আকর্ষণীয়। এদের যে কাউকে সে গ্রহণ করতে পারত যথার্থ মেল্টিং বা মিলনের জন্যে। কিন্তু ডুয়াকে দেখা মাত্র তার মনে হয়েছে ডুয়াই একমাত্র তার সঙ্গে খাপ খাওয়ার যোগ্য। শুধু ডুয়া। অন্য কেউ নয়।

আর ডুয়া জানত তাকে কি করতে হবে। কেউ তাকে বলে দেয়নি কি করতে হবে। কারো সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে তার কোনদিন কথাও হয়নি। কারণ অন্য ইমোশনালদের ডুয়া এড়িয়ে চলত। তবু যখন তিনজন একত্রিত হলো, প্রত্যেকেই জানত কাকে কি করতে হবে।

তারপর একদিন ওরা মিলিত হলো। তিনজন একত্রে। ডুয়া, ওডিন এবং ট্রিট। দীর্ঘ সময় লাগে মেল্টিং বা মিলনে। বা বলা যায় পরস্পরের সাথে গলে যেতে। যত বেশি সময় লাগবে ততই ভাল। তবে মিলন পর্ব শেষ হবার পরে ওদের মনে হয়েছিল চোখের পলকে যেন ঘটে গেল ঘটনাটা।

ওডিন বলল, 'দারুণ।'

ট্রিট তাকাল ডুয়ার দিকে। ওই কাজটাকে সম্ভব করেছে।

'এটা আবার আমরা করব,' দ্রুত বলে উঠল ডুয়া। 'তবে পরে, পরে। এবার আমাকে যেতে দাও।'

প্রায় দৌড়ে চলে গিয়েছিল ডুয়া। ওকে তারা থামাবার চেষ্টা করেনি। তবে পরবর্তীতে এরকম ঘটনাই সবসময় ঘটেছে। মিলিত হবার পরপর চলে গেছে ডুয়া। মিলন পর্ব কতটা সফল হয়েছে তা দেখার তর সয়নি ডুয়ার। চলে গেছে। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হতো সে মেল্টিং-এর পরে একা থাকতেই পছন্দ করে।

তবে এটা ভাল লাগত না ট্রিটের। মনে হতো ডুয়া অন্য সব ইমোশনালের চেয়ে আলাদা। এরকম আলাদা হওয়া উচিত নয় ডুয়ার।

তবে ওডিন ভাবত অন্যরকম। বহুবার সে বলেছে, 'ওকে তুমি একা থাকতে দাও না কেন, ট্রিট ? ও অন্য সবার মত নয়। তার মানে ও অন্যদের চেয়ে আলাদা, ভাল। মূল্য পরিশোধ না করেই তুমি লাভ খেতে চাও ?'

ট্রিটের মাথায় এসব কথা ঢুকত না। সে শুধু বুঝত ডুয়ার যা করার দায়িত্ব তাই তার করা উচিত। বলত, 'আমি চাই যেটা সঠিক সেটাই ডুয়া করবে।'

'আমি সে কথা জানি, ট্রিট। তবু ওকে একটু একা থাকতে দাও।'

ওডিন মাঝে মাঝে বকাঝকা করে ট্রিটকে, তবে ডুয়াকে বকা দেয় না। 'অন্যদের মেজাজ মর্জি বোঝার ক্ষমতার তোমার বড়ই অভাব, ট্রিট,' ওডিন বলত তাকে। তবে এ কথার মানে বুঝত না ট্রিট।

এখন—প্রথম মেল্টিং হবার পরে অনেকদিন চলে গেছে, অথচ বেবী-ইমোশনালের জন্ম হয়নি। আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে ? আর ডুয়া খুব বেশি একা একা থাকছে।

ট্রিট অভিযোগের সুরে বলল, 'ও ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করে না।'

'যখন সময় আসবে—' শুরু করতে গেল ওডিন।

'তুমি সবসময় কথা বলো,' তাকে বাধা দিল ট্রিট। বেবী ইমোশনাল হবার সময় আর কখনোই আসবে না। ডুয়ার উচিত—'

ঘুরে দাঁড়াল ওডিন। বলল, 'ও বাইরে আছে, ট্রিট। তোমার ওকে পেতে ইচ্ছে করলে চলে যাও না। তুমি ওর রাইট-লিং না হয়ে

প্যারেন্টাল হয়েছ। তবে আমি বলি কি ওকে একা থাকতে দেয়াই ভাল।'

কোন কথা না বলে চলে এল ট্রিট। অনেক কিছু বলতে চাইছিল সে। কিন্তু বুঝতে পারছিল না কিভাবে বলবে।

২ক

ডুয়া টের পাচ্ছিল তাকে ঘিরে লেফট এবং রাইটদের মাঝে একটা উত্তেজনা দানা বেঁধে উঠছে। সেই সাথে ডুয়া নিজেও একগুঁয়ে হয়ে উঠছিল।

মেল্টিং বা দ্রবীভূত হতে প্রচুর সময় লাগে। এ সময়টা প্রায় অচেতন হয়ে থাকতে হয় মিলনকারীকে। ডুয়া জানতেও পারে না ওই সময়ে কি ঘটছে। সে ওডিনকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মেল্টিং-এ এত সময় লাগে কেন?'

'কারণ এটা অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়া,' জবাব দিয়েছিল ওডিন। 'কারণ এটা শক্তি খায়। ডুয়া, সন্তান জন্ম নিতে প্রচুর সময়ের দরকার। আর প্রচুর সময় নেয়ার পরেও অনেক ক্ষেত্রে সন্তান জন্মের প্রক্রিয়া শুরু হয় না।'

'কিন্তু এত সময় নেয়ার প্রক্রিয়া আমার পছন্দ হয় না, ওডিন,' বলেছিল ডুয়া। 'মেল্টিং-এর সময় আশপাশে কি ঘটছে কিছুই জানতে পারি না আমি।'

'তাতে কিছু আসে যায় না, ডুয়া,' বলেছিল ওডিন, 'কারণ আমরা তো ঠিকই আছি। এখন পর্যন্ত আমাদের কিছু হয়নি, হয়েছে কি? অন্য কোন ট্রায়াডের ক্ষেত্রেও কিছু ঘটার কথাও তুমি শুনেছ কি? তাছাড়া, এ ব্যাপারে তোমার কোন প্রশ্ন করাও উচিত নয়।'

'কারণ আমি একজন ইমোশনাল? কারণ অন্য ইমোশনালরা প্রশ্ন করতে পারে না—আমি অন্য ইমোশনালদের সহ্য করতে পারি না। আর আমি অবশ্যই প্রশ্ন করব।'

ওডিন বলেছিল, 'কিন্তু এটার সংশ্লেষ তুমি বুঝতে পারবে না, ডুয়া। নতুন জীবনের বিচ্ছুরণ সৃষ্টিতে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন।'

'তুমি প্রায়ই শক্তির কথা বলো। আসলে কি এটা?'

'কেন, যা আমরা খাই।'

'বেশ, তাহলে খাদ্য বললেই পারো।'

'বলি না কারণ খাদ্য এবং শক্তি সমান জিনিস নয়। আমাদের খাবার আসে সূর্য থেকে। আর ওটা এক ধরনের শক্তি। তবে আরো অনেক শক্তি আছে যেগুলো খাদ্য নয়। আমরা যখন খাই, আমাদের ছড়িয়ে পড়তে হয় এবং হজম করতে হয় আলো। এটা ইমোশনালদের জন্যে খুবই কঠিন কাজ। কারণ ওরা অনেক বেশি স্বচ্ছ, আলো তাদের শরীরে হজম হবার বদলে প্রতিফলিত হয়ে যায়—'

ওডিন যে কোন জিনিস খুব ভাল ব্যাখ্যা করতে পারে, ভাবে ডুয়া। ওডিনের কাছ থেকেই সে জেনেছে র‍্যাশনাল এবং প্যারেন্টালদের সারফেসে খুব কম দেখা মেলে। এরা ইমোশনালদের মত চিকনা নয়, মোটাসোটা। মোটা বলে তারা দ্রুত খেতে পারে। আর ইমোশনালরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাবারের আশায় হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সূর্যের দিকে। আর তারা খায়ও খুব ধীরে, এদের অন্য যে কারো চেয়ে বেশি শক্তি দরকার হয়—বিশেষ করে মিলনের জন্যে।

ইমোশনালরা শক্তির যোগান দেয়, ব্যাখ্যা করেছিল ওডিন, র‍্যাশনালরা বীজ বপন করে আর প্যারেন্টাল ইনকিউবেটরের দায়িত্ব পালন করে। একদিন ওডিন ডুয়াকে ডেকে বলল, 'ডুয়া, তুমি খুব বেশি সূর্যালোক পাচ্ছ না।'

'পাচ্ছি তো,' চট করে বলল ডুয়া।

'জিনিয়ার ট্রায়াড,' বলল ওডিন, 'মাত্র একটি ইমোশনালের জন্মের সূচনা করেছে।'

ডুয়া পছন্দ করত না জিনিয়াকে। ইমোশনালদের তুলনায় জিনিয়ার মাথা ফাঁকা।

ওডিন বলল, 'জিনিয়া বোকা টাইপের হলেও তার ইমোশনাল জন্মের সূচনার কথা শুনে চিন্তিত হয়ে পড়েছে ট্রিট।'

ডুয়া বলল, 'আমি যতটুকু সহ্য করতে পারি ততটুকু সূর্যালোক গ্রহণ করছি। একেবারে পেট ভর্তি করে এমনভাবে নেব যেন আর নড়াচড়া করতে না পারি। আমি আসলে বুঝতে পারছি না তোমরা কি চাইছ আমার কাছে।'

ওডিন বলল, 'রাগ করো না। আমি ট্রিটকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে তোমার সঙ্গে কথা বলব। সে ধরে নিয়েছে আমার কথা মানবে তুমি—'

'ট্রিট আসলে অনেক কিছুই বুঝতে পারে না—তোমরা কি চাও? অন্যদের মত একটি মিড-লিং?'

'না,' সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল ওডিন, 'তুমি অন্য সবার মত নও। এজন্যে আমি খুশি। "র‍্যাশনাল-টক"-এর ব্যাপারে তোমার যদি আগ্রহ থাকে, তাহলে কিছু কথা বলি শোনো।'

'আমাদের লাইট-এনার্জি ফুরিয়ে আসছে, জন্ম হার কমে আসছে বহুদিন ধরে। আমাদের পৃথিবীতে এক সময় জনসংখ্যা যা ছিল এখন তা ভগ্নাংশে নেমে এসেছে।'

'কিন্তু এ জন্যে তো আমি দায়ী নই,' একগুঁয়ে সুরে বলল ডুয়া। 'হার্ডওয়ানদের সংখ্যাও হ্রাস পেতে শুরু করেছে—'

'ওরা কি মারা যান?' ডুয়া হঠাৎ হার্ডওয়ানদের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠল। হার্ডওয়ানদের সবসময় অমর ধরনের কিছু একটা ভেবে এসেছে ডুয়া। ভেবেছে এদের জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। কেউ কোনদিন শিশু হার্ডওয়ান দেখেছে? দেখেনি। ওদের কোন সন্তানও নেই। ওঁরা মিলিত হন না। তাঁদের শেষ যাত্রায় যেতেও হয় না।

ওডিন চিন্তিত গলায় বলল, 'হয়তো ওঁরা মৃত্যুবরণ করেন। তবে নিজেদের সম্পর্কে ওরা কখনোই আমাকে কিছু বলেন নি। ওঁরা কিভাবে খান জানি না আমি। তবে তাঁরা যে খাদ্য গ্রহণ করেন সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ওরা একটি কৃত্রিম খাদ্য তৈরি করছেন—'

'জানি', বলল ডুয়া। 'ওটার স্বাদ নিয়েছি আমি।'

'তাই নাকি? জানতাম নাতো!'

'কয়েকজন ইমোশনাল এ নিয়ে কথা বলছিল। বলছিল একজন হার্ডওয়ান নাকি খাবারটা টেস্ট করার জন্যে স্বেচ্ছাসেবকদেরকে বলছিলেন। তবে ওটা খেতে ভয় পাচ্ছিল সকলে। বলছিল ওটা খেলে সবার শরীর এমন কঠিন হয়ে যাবে যে আর গলতে পারবে না।'

'মিছে কথা,' তীব্র প্রতিবাদ করল ওডিন।

'জানি আমি। তাই নিজেই এগিয়ে গিয়েছিলাম। ওদের জবান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।'

'খাবারটার স্বাদ কেমন ?'

'বিশ্রী,' মুখ বাঁকাল ডুয়া। 'তেঁতো আর কর্কশ। তবে স্বাদটার কথা কাউকে বলি নি।'

ওডিন বলল, 'ওটা আমিও খেয়েছি। তবে অতটা খারাপ লাগে নি।'

'র‍্যাশনাল আর প্যারেন্টালরা খাবারের স্বাদ বাছ-বিচার করে না।'

ওডিন বলল, 'ওটা ছিল গবেষণামূলক। হার্ডওয়ানরা খাবারটার উন্নয়ন ঘটাতে জোরেশোরে কাজ করে চলেছেন। বিশেষ করে ইস্টওয়াল্ড—নতুন একজন হার্ডওয়ান যাকে এখনো দেখিনি আমি। উনি এটার ওপর কাজ করছেন। লোস্টেন ওনার কথা ইদানিং খুব বলছেন, উনি খুব বড় বৈজ্ঞানিক বলে শুনেছি।'

'তুমি ওকে দেখনি কেন ?'

'জানোই তো আমি একজন সফটওয়ান। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না সব কথা ওরা আমাকে বলবেন ? তবে একদিন নিশ্চয়ই উনার সঙ্গে আমার দেখা হবে। উনি একটি নতুন এনার্জি-সোর্স আবিষ্কার করেছেন যা শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাদেরকে রক্ষা করবে—'

'কৃত্রিম খাদ্যের আমার দরকার নেই,' বলে গটগট করে চলে গেল ডুয়া।

এ ঘটনা খুব বেশি আগের নয়। ওডিন ওই দিনের পরে ইস্টওয়াল্ডের নাম আর উচ্চারণও করেনি ডুয়ার সামনে। তবে ডুয়া জানত ওডিন করবে।

কৃত্রিম খাবারটাকে একবার দেখেছে ডুয়া, উজ্জ্বল আলোর একটি গোলক, খুদে সূর্যের মত। ওটার বিশ্রী স্বাদ মনে পড়তে গা ঘিন ঘিন করে ওঠে ডুয়ার।

ওরা কি খাবারটার পরিবর্তন ঘটাতে পারবে ? পারবে সুস্বাদু করে তুলতে ? ওই জিনিস কি তখন খাবে ডুয়া ? আবার মিলিত হবে সে ?

কিন্তু ডুয়ার আর মিলিত হবার ইচ্ছে নেই। ইমোশনাল জন্ম দিতে চায় না সে। তিনটে সন্তান জন্ম দেয়ার পরে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। এটাই এখানকার নিয়ম, কিন্তু ডুয়া তা চায় না। তার মনে পড়ে সেই দিনের কথা যেদিন তার প্যারেন্টাল তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। নিজের ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা ঘটতে দেবে না ডুয়া। অন্য ইমোশনালরা

এ বিষয়টি নিয়ে ভাবে না। কারণ তাদের মাথা ফাঁকা। কিন্তু ডুয়া অন্যদের মত নয়। সে আলাদা। সে কৌতূহলী তাই ওরা তার নাম দিয়েছে লেফট-এম। সে আলাদা হয়েই থাকতে চায়। যতদিন না তৃতীয় সন্তানের জন্ম হবে ততদিন এ পৃথিবী থেকে তাকে চলে যেতে হবে না। সে বেঁচে থাকবে।

কাজেই তৃতীয় সন্তান চায় না ডুয়া। কখনো না। কখনো না!

কিন্তু ব্যাপারটিকে সে ঠেকিয়ে রাখবে কি করে ? ওডিনের চোখকে ফাঁকি দেবে কি ভাবে ? ওডিন যদি তার মতলব বুঝে ফেলে তখন কি হবে ?

২ খ

ওডিন ট্রিটের অপেক্ষায় ছিল ও কিছু করবে বলে। ওডিন নিশ্চিত ছিল ট্রিট সারফেসে, ডুয়ার পেছনে ধাওয়া করবে না। তাহলে বাচ্চাদের রেখে যেতে হবে ট্রিটকে। আর এটা সে কখনোই করবে না। ট্রিট বাচ্চাদের কাছেই গেল।

ট্রিট চলে যাওয়ায় খুশিই হলো ওডিন। ডুয়ার কথা ভাবছে সে। তৃতীয় সন্তান জন্মদানে দেরি হবার ব্যাপারে ডুয়ার অনীহাই দায়ী। ডুয়াকে মাঝে মাঝে বুঝতে পারে না সে। ওডিন ঠিক করল ডুয়ার বিষয়টি নিয়ে লোস্টেনের সঙ্গে কথা বলবে।

লোস্টেন ওডিনের হার্ড-টিচার। লোস্টেন একবার ওডিনকে বলেছিলেন, 'এমনটি ভেবো না যে ইমোশনাল বা প্যারেন্টালদের চিন্তা-ভাবনা অথবা অনুভূতি একরকম হয়। ট্রায়াড ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মধ্যে প্রবেশ করে না, তুমি জানো।'

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি পরিষ্কার নয় ওডিনের কাছে। এর মানে কি একজন একা থাকে ? হার্ডওয়ানরা অবশ্য একাই। তাদের কোন ট্রায়াড নেই। ওডিন লোস্টেনকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি লেফট না রাইট, স্যার ?' লোস্টেন শান্ত গলায় জবাব দিয়েছিলেন, 'কোনোটাই না। হার্ডওয়ানদের মধ্যে, লেফট বা রাইট নেই।'

'কিংবা মিডলিং-ইমোশনাল ?'

'মিডলিং ? না, না। হার্ডওয়ানরাও মিডলিং-ও নয়। তারা এক ধরনের হার্ডওয়ান।'

ওডিনের মনে আছে হার্ডওয়ানদের সাথে প্রথম পরিচয়ের দিন ওরা তাকে "লেফট" বলে সম্বোধন করে নাম জানতে চেয়েছিলেন। ওডিনকে হার্ড-ক্যাভার্ন বা হার্ড-নিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাদের গুহার যন্ত্রপাতি, লাইব্রেরি, নানা ইকুইপমেন্টের কথা আবছা মনে পড়ে ওডিনের। ওডিনের প্যারেন্টাল বলেছিল তাকে "শিখতে" হবে। "শিক্ষা" জিনিসটা কি তখন জানা ছিল না ওডিনের। তবে এই শিক্ষা প্রচুর আনন্দ দিয়েছে ওডিনকে। যে হার্ডওয়ান ওডিনকে প্রথম "লেফট" বলে সম্বোধন করেছিলেন তিনি ছিলেন ওডিনের প্রথম শিক্ষক। হার্ডওয়ান ওডিনকে শিখিয়েছিলেন ঢেউ-তরঙ্গ কিভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়। এ জিনিস শেখার পরে দুর্বোধ্য কোডগুলো ভাঙাও সহজ হয়ে উঠেছিল ওডিনের জন্যে।

ওডিনের প্রথম শিক্ষকের নাম ছিল গামালডান। ওডিন একদিন আবিষ্কার করে তিনি আর নেই। তার জায়গায় এসেছেন আরেক হার্ডওয়ান। ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে প্রথম শিক্ষকের কথা জিজ্ঞেস করেছিল ওডিন। তিনি জবাব দিয়েছিলেন গামালডান চলে গেছেন। আর আসবেন না। শুনে এক মুহূর্তের জন্যে বাক্য হারা হয়ে গিয়েছিল ওডিন। তারপর বলেছে, 'কিন্তু হার্ডওয়ানরা তো চিরতরে চলে যান না—' তার গলা বুজে এসেছে কান্নায়, কথা শেষ করতে পারেনি। তবে নতুন হার্ডওয়ান আর কিছুই বলেন নি ওডিনকে।

হার্ডওয়ানরা এরকমই। নিজেদের সম্পর্কে কিছু বলতে চান না। অন্য যে কোন বিষয় নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আলাপে তাদের আপত্তি নেই। শুধু নিজেদের প্রসঙ্গ এলেই মুখে তালা মেরে রাখেন।

ওডিনের ধারণা ছিল হার্ডওয়ানরা অমর। তাঁদের মৃত্যু নেই। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তার ধারণা ভুল। তাদেরকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তারা কখনো জবাব দেন না। বিষয়টি স্বীকার করেন না, আবার অস্বীকারও করেন না। তবে মৃত্যু হলে তো তাদের জন্মও নিতে হবে। কিন্তু এ নিয়ে একটি কথাও তারা বলেননি। আর ওডিন জীবনেও তরুণ কোন হার্ডওয়ানকে দেখেনি।

ওডিনের ধারণা ছিল হার্ডওয়ানরা সূর্যের বদলে পাথর থেকে তাদের শক্তি সঞ্চয় করেন। কালো পাউডারের মত যে জিনিসটি তারা গায়ে মাখেন ওটা হয়তো পাথর-চূর্ণ। কোন কোন ছাত্রেরও এটাই ধারণা ছিল। তবে কেউ কেউ ধারণাটা মেনে নিতে চায়নি। তবে কেউই কোন উপসংহারে পৌছুতে পারেনি। কারণ হার্ডওয়ানদের কেউ কখনো কিছু খেতে দেখেনি। আর খাবার নিয়েও তাঁরা কখনো কথা বলেন নি।

ওডিন তার শিক্ষা জীবনে অনেক কিছুই শিখেছে। এর মধ্যে একটি হলো পৃথিবী ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে—ক্ষীণ হয়ে উঠছে।

এ তথ্য লোস্টেন, ওডিনের নতুন শিক্ষক দেয় তাকে। বলেছিল হার্ডওয়ান এবং সফটওয়ানদের সংখ্যাও হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে সাকুল্যে তিনশ হার্ডওয়ান এবং দশ হাজারেরও কম সফটওয়ান রয়েছে।

'কেন ?' প্রশ্ন করেছিল ওডিন।

'কারণ ফুরিয়ে আসছে শক্তি। শীতল হয়ে যাচ্ছে সূর্য। প্রতিটি কালচক্রে সন্তান জন্ম দেয়া এবং বেঁচে থাকা কঠিনতর হয়ে উঠছে।'

এর মানে কি হার্ডওয়ানরাও সন্তান জন্ম দেয় ? ভেবেছে ওডিন। হার্ডওয়ানদেরও কি তাহলে পাথরের বদলে সূর্যের ওপর নির্ভর করতে হয় খাদ্যের জন্যে ? তবে ভাবনাটা পরক্ষণে নাকচ করে দিয়েছে ওডিন।

'এ অবস্থা কি চলতেই থাকবে ?' জিজ্ঞেস করেছিল ওডিন।

'সূর্য এক সময় নিঃশেষ হয়ে আসবে, ওডিন, একদিন আর খাবার যোগাতে পারবে না।'

'এর মানে কি আমরা সবাই, হার্ডওয়ান এবং সফটওয়ানরাও মারা যাব ?'

'তাছাড়া আর কি ?'

'কিন্তু আমরা সবাই মারা যেতে পারি না। আমাদের যদি শক্তির প্রয়োজন হয় আর সূর্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, তখন অন্য কোন সোর্স খুঁজে বের করতে হবে। অন্য কোন নক্ষত্র।'

'কিন্তু, ওডিন, সমস্ত নক্ষত্রেরই অবসান ঘটতে চলেছে। নিখিল বিশ্বই শেষ হয়ে যাবে।'

'নক্ষত্র ধ্বংস হয়ে গেলে আর কোন খাবার থাকবে না ? শক্তির কোন উৎস রইবে না ?'

'না। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তি-উৎসগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে।'

ওডিন একটু ভেবে বলেছে, 'তাহলে অন্য কোন পৃথিবীতে যেতে হবে। এভাবে আমরা হাল ছেড়ে দিতে পারি না।'

লোস্টেনের সাথে আবার দেখা করতে চলেছে ওডিন। সেই যে লোস্টেন বলেছিল পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর আর লোস্টেনের সাথে কথা হয়নি ওডিনের।

লোস্টেনকে তাঁর গবেষণাগারে পাওয়া গেল। প্রিয় ছাত্রকে দেখে খুশি হলেন তিনি। বললেন, 'তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে। তোমাকে প্রায়ই লাইব্রেরিতে যেতে দেখি। অন্যদের কাছ থেকে শুনি তুমি অ্যাডভান্স কোর্সে ভাল করছ। তো ট্রিট কেমন আছে ? আগের মতই জেদী এবং একগুঁয়ে রয়ে গেছে ?'

'প্রতিদিনই যেন আরো জেদ বাড়ছে ট্রিটের। ট্রায়াডে শক্তি যোগাচ্ছে সে।'

'আর ডুয়া ?'

'ডুয়া ? আমি এসেছি—ও তো খুব অস্বাভাবিক, জানাই আছে আপনার।'

মাথা দোলালেন লোস্টেন। 'জানি।'

ওডিন এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'লোস্টেন-স্যার, ডুয়াকে কি আমার এবং ট্রিটের কাছে নিয়ে আসা হয়েছে সে অস্বাভাবিক বলে ?'

লোস্টেন বললেন, 'শুনলে অবাক হবে ? তুমি নিজেও কম অস্বাভাবিক নও, ওডিন। ট্রিটও তাই। এ কথা তুমি নিজেই বহুবার বলেছ আমাকে।'

'জ্বী,' দৃঢ় গলায় স্বীকার করল ওডিন, 'ট্রিট তাই।'

'তাহলে তোমাদের ট্রায়াডে অস্বাভাবিক ইমোশনালের জন্ম হবে না ?'

'অস্বাভাবিক হবার অনেক উপায় আছে,' চিন্তিত গলায় বলল ওডিন, 'তবে ডুয়া মাঝে মাঝে যা করে তাতে ট্রিট অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে আর আমি ভাবনায় পড়ে যাই। বিষয়টি নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি ?'

'অবশ্যই।'

'ও আসলে মিলনে আগ্রহী নয়। আমরা মিলিত হলে সে মিলিত হয়। কিন্তু সব সময় ওকে মিলনে আগ্রহী করে তোলা কঠিন হয়ে পড়ে।'

লোস্টেন বললেন, 'মিলন নিয়ে ট্রিটের অনুভূতি কি ? মানে তাৎক্ষণিক আনন্দ ছাড়া মিলন তার কাছে আর কি তাৎপর্য বহন করে ?'

'বাচ্চারা, অবশ্যই,' জবাব দিল ওডিন। 'আমি ওদেরকে পছন্দ করি। ডুয়াও করে। কিন্তু ট্রিট হলো প্যারেন্টাল। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন আপনি ?'

ওডিনের হঠাৎ মনে হয় লোস্টেন হয়তো ট্রায়াডের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো বুঝতে পারবেন না।

'বোঝার চেষ্টা করছি,' বললেন লোস্টেন। 'আমার কাছে মনে হচ্ছে ট্রিট মিলন থেকে অনেক কিছুই পায়। আর তোমার কি অবস্থা ? আনন্দ ছাড়া আর কি পাও তুমি ?'

ওডিন বলল, 'এক ধরনের মানসিক উত্তেজনা।'

'আর ডুয়া কি পায় ?'

অনেকক্ষণ নীরবতা। তারপর ওডিন বলল, 'জানি না।'

'কখনো জিজ্ঞেস করনি তাকে ?'

'কখনো না।' একটু ভেবে ওডিন বলল, 'তবে আমার মনে হয়েছে ডুয়া বেবী-ইমোশনাল চায় না।'

লোস্টেন গম্ভীর মুখে তাকালেন ওডিনের দিকে। 'যদ্দুর জানি, তোমাদের দুটি সন্তান। একটি লিটল-লেফট, অন্যটি লিটল-রাইট।'

'জ্বী, দুটি। ইমোশনাল জন্ম দেয়া কঠিন কাজ জানেনেই তো।'

'জানি।'

'আর প্রয়োজনীয় শক্তি গ্রহণ করার ব্যাপারে ডুয়ার কোন আগ্রহ নেই। এমন কি চেষ্টাও করছে না। ডুয়া বিশেষ কোন কারণে ইমোশনাল চাইছে না। ব্যাপারটা যদি একান্তই আমার হতো, আমি ডুয়াকে তার ইচ্ছে মত চলতে দিতাম। কিন্তু ট্রিট একজন প্যারেন্টাল, সে সন্তান চায়, সন্তান তাকে পেতেই হবে, আর যে কোন কারণেই হোক ওকে নিরাশ করতে পারব না আমি, এমনকি ডুয়ার জন্যেও না।'

'ডুয়া যদি বৈধ কোন কারণে ইমোশনাল জন্ম দিতে না চায়, তোমার কোন সমস্যা হবে ?'

'আমার কোন সমস্যা হবে না। সমস্যা হবে ট্রিটের। আর এ সব বিষয় সে বোঝে না।'

'ওকে ধৈর্য ধরতে বলো।'

'চেষ্টা করছি। যতটা সম্ভব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমি।'

লোস্টেন বললেন, 'তোমার মনে কি এমন প্রশ্ন কখনো উদয় হয়েছে যে—' তিনি এক মুহূর্তের জন্যে থামলেন, মনে মনে শব্দ গুছিয়ে নিয়ে কথা শেষ করলেন— 'যে কোন সফটওয়ান সন্তান জন্ম দেয়ার আগে, বেবী-ইমোশনালসহ, মারা গেছে কিনা।'

'জ্বী, এ বিষয়টি নিয়েও আমি ভেবেছি,' জবাব দিল ওডিন।

'বেবী-ইমোশনালের জন্মকে তাহলে মৃত্যুর সমাগত সময়ের সাথে তুলনা করা যায়।'

'সাধারণত, তবে ইমোশনাল বড় না হওয়া পর্যন্ত নয়—'

'কিন্তু মৃত্যুর সময় তো আসবেই। এমন কি হতে পারে না যে ডুয়া মরতে চায় না?'

'তা কি করে সম্ভব, লোস্টেন? মিলনের মত মৃত্যুর সময়ও আসবে। কাজেই মৃত্যুকে কেউ এড়াবে কি করে?'

(হার্ডওয়ানরা মিলিত হয় না; সম্ভবত এ বিষয়টি তারা বুঝতেও পারবে না।)

'ধরো, ডুয়া মরতে চাইল না? তখন কি করবে?'

'অবশেষে সবাইকেই মরতে হবে। ডুয়া শেষ সন্তান জন্ম দানে দেরি করলেও ওকে বোঝাতে হবে। ওকে রাজি হতেই হবে।'

লোস্টেন বললেন, 'তৃতীয় সন্তান জন্ম নিলে ট্রিটের সাধ পূরণ হবে। এরপর পূর্ণ একটি জীবন-যাপন করে সে মারা যাবে। তুমিও তোমার শিক্ষা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে একসময় চলে যাবে। কিন্তু ডুয়া? তার কি হবে?'

'জানি না আমি,' হতাশ শোনাল ওডিনের কণ্ঠ। 'অন্য ইমোশনালরা সারা জীবন একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে বেঁচে থাকে। একে অন্যের সাথে কথা বলেও আনন্দ পায়। কিন্তু ডুয়া এ কাজ করবে না।'

'কারণ সে অস্বাভাবিক। কোন কিছুই কি তার পছন্দ হয় না?'

'আমার কাজের গল্প শুনতে সে খুব পছন্দ করে।'

'ও কি মিলনের পরে তোমার কথা আরো ভালভাবে বুঝতে পারে?'

'হ্যাঁ। ব্যাপারটা মাঝে সাঝে চোখে পড়েছে আমার। আমি ওকে নিয়ে গর্বই করি।

'বেশ তো,' বললেন লোস্টেন। 'ডুয়া যদি নিজেকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চায়, বোঝাক। ক্ষতি কি? তুমি যা জানো তা আরো গভীরভাবে শেখাও ওকে। তার সমস্ত প্রশ্নের জবাব দাও। এতে কি তোমার ট্রায়াডের কোন ক্ষতি হবে?'

'হলেও গ্রাহ্য করি না। ট্রিট এটাকে সময়ের অপচয় বলে। তবে ওকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।'

'ট্রিটকে বোঝাও ডুয়া যদি জীবন থেকে অনেক কিছু পায়, সে পূর্ণ হয়ে ওঠে, তাহলে হয়তো মৃত্যু-ভয় চলে যাবে তার। বেবী-ইমোশনালের জন্যে তৈরি হতে পারবে ডুয়া।'

লোস্টেনের কথা শুনে বিরাট একটা পাথর যেন নেমে গেল ওডিনের কাঁধ থেকে। সে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। লোস্টেন-স্যার, আপনি অনেক বোঝেন, আপনি যদি হার্ডওয়ানদের নেতৃত্বে থাকেন, তাহলে অন্য-বিশ্ব প্রজেক্ট আমাদের নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবে না।'

'আমি?' বিস্মিত দেখাল লোস্টেনকে। 'তুমি ভুলে যাচ্ছ ইস্টওয়াল্ড আমাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমাদের প্রজেক্টের সেই হলো আসল নায়ক। ওকে ছাড়া আমাদের চলবে না।'

'জ্বী, জ্বী,' বলল ওডিন, খানিক অপ্রতিভ বোধ করল। ইস্টওয়াল্ডকে সে তখনো দেখেনি। ইস্টওয়াল্ড নতুন একজন হার্ডওয়ান। তাঁর কথা আগে কখনো শোনেনি ওডিন। এমন কি হতে পারে ওডিন যখন শিশু সফটওয়ান ছিল ইস্টওয়াল্ডও তেমনি শিশু হার্ডওয়ান ছিলেন?

যাক, এসব নিয়ে পরে ভাবলেও চলবে। এখন ওডিনকে বাড়ি ফিরতে হবে। ট্রিটকে বোঝাতে হবে। ওকে ধৈর্য ধরতে বলতে হবে। আর ডুয়াকে শেখাতে হবে। শিক্ষা দেয়ার মত আনন্দ আর কিছুতে নেই, জানে ওডিন।

২ গ

ট্রিটের কখনো মনে হয় নি যে তার ধৈর্য কম। ডুয়া এরকম কেন করছে তা বোঝার ভান সে করেনি। চেষ্টাই করেনি। গ্রাহ্যও করেনি। ইমোশনালদের আচরণ বুঝতে পারে না ট্রিট। আর ডুয়া অন্য ইমোশনালদের মত নয়।

ডুয়া সবসময় অন্যভাবে মিলিত হতে চায়। একবার বলেছিল, 'এসো আগে গল্প করি। এ বিষয়টা নিয়ে তো কখনো কথা বলিনি আমরা। কখনো ভাবিও নি এটাকে নিয়ে।'

আর ওডিন সবসময় বলবে, 'ওর পথে ওকে চলতে দাও, ট্রিট। তাতে ভাল হবে।'

ওডিনের ধৈর্য অসীম। সে মনে করে সবুরে মেওয়া ফলে। কিন্তু ওডিন তো বেবী-ইমোশনালের ব্যাপারে কিছু করছে না। ওডিন না করলে এ ব্যাপারে ট্রিটকেই শেষে এগিয়ে যেতে হবে।

ট্রিট হার্ড-ক্যাভার্ন অর্থাৎ হার্ডওয়ানদের আস্তানায় চলে এসেছে। তবে ভয় লাগছে না তার। সে একটি বেবী-ইমোশনাল চায়। বেবী-ইমোশনাল পাবার অধিকার আছে তার। এরচে' গুরুত্বপূর্ণ তার জীবনে আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু এ ব্যাপারে কাকে জিজ্ঞেস করবে ট্রিট? ট্রায়াডের ব্যাপারে সে নিজে ছাড়া আর কাউকে তো এ ব্যাপারে আগ্রহী মনে হচ্ছে না। ওডিন বলেছিল এক নতুন হার্ডওয়ানের আগমন ঘটেছে। নাম ইস্টওয়াল্ড। তিনি নাকি যুগান্তকারী এক জিনিস, পজিট্রন পাম্প আবিষ্কার করেছেন। ওডিনের ভাষায়, এ জিনিস বিপ্লব ঘটাবে। বদলে দেবে সব কিছু। ইস্টওয়াল্ডকে ওডিনের মতই চোখে দেখেনি ট্রিট। তবু নিজের সমস্যা সমাধানের জন্যে সে এই ইস্টওয়াল্ডের কাছেই চলেছে।

হার্ড-ক্যাভার্ন-এর সব কিছু নতুন লাগল ট্রিটের কাছে। নতুন এবং ভীতিকর। ট্রিট এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল।

এমন সময় এক হার্ডওয়ানকে দেখতে পেল সে। একটা যন্ত্রের ওপর ঝুঁকে কাজ করছে। ওডিন একবার বলেছিল হার্ডওয়ানরা নাকি বসে থাকতে পারে না, সবসময় কাজ করতেই থাকে। সে মসৃণ পায়ে এগিয়ে গেল হার্ডওয়ানের দিকে। ডাকল, 'হার্ড-স্যার।'

চোখ তুলে চাইলেন হার্ডওয়ান। ট্রিটের চারপাশে মৃদু কম্পন তুলল বাতাস। হার্ডওয়ান কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কি চাই?'

'ইস্টওয়াল্ডকে কোথায় পাব, স্যার?'

'কাকে?'

'ইস্টওয়াল্ড।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন হার্ডওয়ান। তারপর জানতে চাইলেন, 'ইস্টওয়াল্ডের সঙ্গে তোমার কি কাজ?'

জেদের গলায় ট্রিট বলল, 'জরুরি কাজ আছে। আপনি কি ইস্টওয়াল্ড, হার্ড-স্যার?'

'না, আমি নই... তোমার নাম কি, রাইট?'

'ট্রিট, হার্ড-স্যার।'

'আচ্ছা। তুমি ওডিনের ট্রায়াডের ডান হাত, তাই না?'

'জ্বী।'

হার্ডওয়ানের কণ্ঠ এবার নরম শোনাল, 'এ মুহূর্তে ইস্টওয়াল্ডের সাথে তোমার দেখা হবে না। উনি এখানে নেই। অন্য কেউ যদি তোমাকে সাহায্য করতে পারে—'

জবাবে কি বলবে বুঝতে পারল না ট্রিট। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

হার্ডওয়ান বললেন, 'তুমি এখন বাড়ি যাও। ওডিনের সাথে কথা বলো। সে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে, বুঝেছ?'

ঘুরে দাঁড়ালেন হার্ডওয়ান। আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নিজের কাজে। অস্বস্তি নিয়ে ওখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ট্রিট। তারপর নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল আরেক সেকশনে। হার্ডওয়ান ফিরেও চাইলেন না।

এদিকে কোথাও সূর্য দেখা যাচ্ছে না। এ আস্তানায় ঢুকে একটা খাবার খাচ্ছিল ট্রিট। খাবারটা সারফেসের খাবারের চেয়ে ভাল লাগছিল তার কাছে। সে খেতে খেতে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ানোর পরে, কোথাও ইস্টওয়াল্ডের দেখা না পেয়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে এল ট্রিট। হার্ডওয়ান আগের মতই যন্ত্রের ওপর ঝুঁকে কাজ করছেন। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ট্রিট তাকে বলল, 'বাড়ি যাচ্ছি, হার্ড-স্যার।' হার্ডওয়ান বিড়বিড় করে কি যেন বললেন। শুনতে পেল না ট্রিট। সে বেরিয়ে এল হার্ড-ক্যাভার্ন থেকে।

৩ ক

ডুয়া হার্ড-ক্যাভার্ন অর্থাৎ হার্ডওয়ানদের গুহায় চলে এসেছে। আস্তানায় হাঁটছে। মনে পড়ছে নানা কথা। ছোটবেলা থেকেই ডুয়া জেদী আর কৌতূহলী স্বভাবের। পৃথিবী, সূর্য, হার্ডওয়ানদের আস্তানা সব কিছুর প্রতি তার অপার কৌতূহল। তার প্যারেন্টাল বলত, 'তুমি ভারি অদ্ভুত আর অভিসন্ধিৎসু স্বভাবের মেয়ে, ডুয়া। তোমার যে কি হবে!'

ছেলেবেলা থেকে ডুয়ার মনে হাজারো প্রশ্ন। এত প্রশ্নের জবাব দেয়ার সাধ্য কি তার প্যারেন্টালের ? একবার ডুয়া তার লেফট-পিতাকে একটি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেছিল। তিনি ধমকে উঠেছিলেন, 'প্রশ্ন করছ কেন, ডুয়া ?' তাঁর চোখের শীতল চাউনি দেখে ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছিল ডুয়া। ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে এসেছে। আর কখনো কোন প্রশ্ন করেনি তাঁকে।

তারপর একদিন ডুয়ার বয়সী এক ইমোশনাল ডুয়াকে দেখে চিৎকার করে উঠেছিল 'লেফট-এম' বলে। লেফট-এম কি জিনিস জানতে চেয়েছিল তার লেফট-ভাইয়ের কাছে। লেফট-ভাই কি কারণে যেন বিব্রত বোধ করছিল জবাব দিতে। বিড়বিড় করে শুধু বলেছিল 'আমি জানি না।'

এরপর ডুয়া তার প্যারেন্টালের কাছে যায়। জানতে চায়, 'আমি কি লেফট-এম, বাবা ?'

প্যারেন্টাল জবাব দিয়েছিলেন, 'তোমাকে এ কথা কে বলেছে, ডুয়া ? এ ধরনের কথা আর কখনো উচ্চারণ করবে না।'

ডুয়ার বন্ধু ছিল খুবই কম। এর মধ্যে শুধু ডোরালের সঙ্গে একটু বেশি ভাব ছিল ডুয়ার।

(ডোরাল বড় হয়ে ডুয়ার রাইট-ভাইয়ের ট্রায়াডে যোগ দিয়েছে। তারপর জন্ম দিয়েছে বেবী-লেফট এবং বেবী-রাইট।)

একদিন ডুয়া আর ডোরাল পাশাপাশি বসেছিল। ডুয়া জানতে চেয়েছিল, 'ডোরাল, তুমি বলতে পারবে লেফট-এম কি জিনিস ?'

ডোরাল জবাব দিয়েছিল, 'এটা হলো এক ধরনের ইমোশনাল যারা র‍্যাশনালদের মত আচরণ করে। এটা নোংরা জিনিস।'

'কেন ?' সরল প্রশ্ন ডুয়ার।

'কারণ এটা নোংরা। ইমোশনালদের র‍্যাশনালদের মত আচরণ করা উচিত নয়।'

'কেন করবে না ?'

'কেন! যারা নোংরা তাদের সম্পর্কে তুমি জানতে চাইছ ? জানতে চাইলে পাহাড়ে চলে যাও। পাথরের সাথে গা ঘষাঘষি করো।'

লেফট-এম নোংরা জিনিস কিনা জানার জন্যে একদিন সত্যি সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে একটি পাথরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল ডুয়া। ধীরে ধীরে, অল্প সময়ের জন্যে। ভাল লেগেছিল ডুয়ার। নোংরা মনে হয়নি

ব্যাপারটা। পরে আবারও কয়েকবার কাজটা করে সে। এক পর্যায়ে ধরা পড়ে গিয়েছিল তার প্যারেন্টালের কাছে। তিনি খুবই হতাশ হয়ে পড়েন ডুয়ার কাণ্ড দেখে। এরপর থেকে ডুয়াকে রাস্তাঘাটে দেখলেই সকলে আরও বেশি "লেফট-এম" বলে খেপাতো। একটা সময় এই অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে প্রায় নির্বাসনে চলে গিয়েছিল ডুয়া। আর একাকী থাকা অবস্থায় পাহাড় এবং পাথরের মাঝে সান্ত্বনা খুঁজে নিয়েছিল সে। পাথরের সাথে গা ঘষাঘষি করে মজা পেত ডুয়া। আর কাজটাকে মোটেই নোংরা মনে হতো না তার।

যে বয়সে ইমোশনালরা সন্তান জন্ম দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে, ওই বয়সে এসবের প্রতি কোনই আগ্রহ অনুভব করেনি ডুয়া। তবে ডুয়া বড় হবার পরে তার সম্পর্কে কেউ আজেবাজে কথা বলার সাহস পায়নি। কারণ ডুয়া ছিল ওডিনের মিড-লিং। আর ওডিন হলো সবচে' ক্ষমতাবান র‍্যাশনাল।

ডুয়া লেফট-এম বলে কিছু মনে করেনি ওডিন। ডুয়াকে কোনদিন লেফট-এম বলে সম্বোধনও করেনি। সে ডুয়ার প্রশ্ন শুনতে ভালবাসত, প্রশ্নের জবাব দিত। ডুয়া বুঝতে পারছে দেখে খুশি হতো ওডিন। ট্রিট ডুয়ার ওপর ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়লে ওডিনই ডুয়াকে হিংসা বা ঈর্ষার হাত থেকে রক্ষা করত।

ওডিন ডুয়াকে হার্ড-ক্যাভার্নে মাঝে মাঝে নিয়ে গেছে। ডুয়ার জায়গাটা পছন্দ হয়েছে বলে তারও খুশি লেগেছে। ওডিনের সঙ্গে ডুয়ার সম্পর্ক ট্রিটের চেয়ে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠছিল।

ডুয়া যেবার প্রথম হার্ড-ক্যাভার্নে যায়, দু'জন হার্ডওয়ানকে কথা বলতে শুনেছিল সে। তারা যে কথা বলছে এটা বোঝা যাচ্ছিল বাতাসের কম্পন দেখে। দ্রুত বাড়ছিল কম্পন। ডুয়ার ভেতরে কেমন বিনবিন গুঞ্জন হচ্ছিল। ওডিনই তাকে বলে হার্ডওয়ানরা কথা বলছেন।

'হার্ডওয়ানদের কথা তুমি বুঝতে পার?' জিজ্ঞেস করেছিল ডুয়া।

'তেমন বুঝি না,' জবাব দিয়েছিল ওডিন। 'এত দ্রুত বাতাসের পরিবর্তন এবং কম্পন ধরতে পারি না আমি। তবে তাঁরা কি বলছেন এরকম অনুভূতি টের পাই আমি। বিশেষ করে আমাদের মিলনের পরে ব্যাপারটা বুঝতে পারি বেশি। তুমিও চেষ্টা করে দেখ না ওদের কথা বুঝতে পার কিনা?'

'আমি ?' অবিশ্বাসের দোলায় দুলেছে ডুয়ার মন, 'পারব ?'

'চেষ্টা করেই দেখ না। ওঁরা যদি তোমাকে ধরে ফেলেন এবং বিরক্ত হন, বলবে আমি পাঠিয়েছি তোমাকে।'

'কসম ?'

'কসম।'

আনন্দিত ডুয়া এরপর হার্ডওয়ানদের কাছে যায়। তাদের আবেগ অনুভূতিগুলো ধারণ করে সে। বলে, 'উত্তেজনা! ওঁরা উত্তেজিত হয়ে আছেন নতুন কোন বিষয় নিয়ে।'

ওডিন বলে, 'হয়তো ইস্টওয়াল্ড।'

ওই প্রথম ইস্টওয়াল্ডের নাম শোনে ডুয়া। বলে, 'মজার ব্যাপার তো!'

'কি মজার ?'

'আমার ভেতরে বড় একটা সূর্যের অস্তিত্ব অনুভব করছি। বেশ বড় সূর্য।'

চিন্তিত গলায় ওডিন বলে, 'ওঁরা হয়তো ওই বিষয়টি নিয়েই কথা বলছেন।'

ঠিক ওই সময় হার্ডওয়ানদের চোখে পড়ে যায় ওরা। তারা হাসিমুখে এগিয়ে আসেন, ভদ্রভাবে কথা বলেন। তবে ডুয়া ভারি বিব্রত বোধ করছিল। ভাবছিল যদি এমন হয় ওঁরা টের পেয়ে যান ডুয়া তাদের গন্ধ শুঁকছিল। ওঁরা টের পেলেও এ বিষয়ে কিছু বলেন নি।

ডুয়া হার্ড-ক্যাভার্নে একা একা দুইবার এসেছে। বরাবরই তার ভয় লাগত। যদিও হার্ডওয়ানরা ডুয়ার সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার করেন নি। তবে ডুয়া তাদেরকে কোন প্রশ্ন করলে খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে জবাবও দিতেন না। বলতেন, 'এ বিষয়টা নিয়ে ওডিনের সাথে আলাপ করতে পার। ও তোমাকে সাহায্য করতে পারবে।'

হার্ডওয়ানদের নাম জিজ্ঞেস করার কখনো সাহস পায়নি ডুয়া। (লোস্টেন ছাড়া, ওডিন নিজেই ডুয়ার সাথে লোস্টেনের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল) যদিও ইস্টওয়াল্ডের সাথে পরিচিত হবার খুব শখ ডুয়ার। ডুয়া শুনেছে সূর্য মরতে বসেছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে শক্তি, যা তাদের খাদ্য। তবে ইস্টওয়াল্ড নাকি অনেক দূরের শক্তি আবিষ্কার করেছেন। সেই শক্তির দূরত্ব সূর্যকে ছাড়িয়ে, সাতটি নক্ষত্র, যারা রাতের আকাশে

জ্বলজ্বল করে জ্বলে, তাদেরকে ছাড়িয়েও রয়েছে সেই শক্তির উৎস। এসব কথা শুনে ডুয়ার বুকে সাহস জাগে। তাদেরকে আর না খেয়ে মরতে হবে না ভেবে বল পায়। ডুয়া ওডিনকে বলেছিল, 'তোমার মনে আছে অনেক দিন আগে, তুমি যেবার আমাকে হার্ড-ক্যাভার্নে নিয়ে গেলে, আমি হার্ডওয়ানদের অনুভব করছিলাম আর বলেছিলাম একটি বিশাল সূর্যের অস্তিত্ব টের পাচ্ছি ?'

ওডিনকে এক মুহূর্তের জন্যে হতবুদ্ধি মনে হয়েছে। সে বলেছিল, 'ঠিক মনে পড়ছে না, ডুয়া। বলে যাও।'

'সেই সূর্যটাই কি নতুন শক্তির উৎস ?'

ওডিন বলেছিল তেমনটি হওয়া বিচিত্র নয়। তবে ডুয়ার কল্পনা শক্তি দেখে সে খুশি হয়ে ওঠে।

ডুয়া হার্ড-ক্যাভার্নের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ ট্রিটের গায়ের গন্ধ পেল। ট্রিট এখানে কি করছে ? অবাক হয়ে ভাবল ডুয়া। ট্রিট কি ওর পিছু নিয়েছে ? ওর সাথে কি ট্রিট এখানে বসেই ঝগড়া শুরু করে দেবে ?

ট্রিটকে নিয়ে ভয় পাচ্ছিল ডুয়া। তবে ভয়ের কারণ ছিল না। ট্রিট ওকে নিয়ে ভাবছিল না মোটেই। ডুয়া টের পেল ট্রিট ভয়, বিস্ময় ইত্যাদি নানা আবেগের মাঝে আটকা পড়ে গেছে। ট্রিটের মনের গভীরে ঢুকে সে কি নিয়ে এত চিন্তা করছে জানতে পারত ডুয়া। কিন্তু খুব বেশি ঝুঁকি হয়ে যায় বলে কাজটা করল না। তবে ট্রিট তাকে অনুসরণ করে এখানে আসে নি বুঝতে পারছিল ডুয়া। সে খানিক পরে ট্রিটের কথা বেমালুম ভুলে গেল। একটু পরে ওডিনকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে দেখল আস্তানা থেকে। ডুয়া ওডিনকে দেখে আরো বেশি অবাক। ওদের চোখে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে আর বেশিদূর এগোল না ডুয়া। ফিরে এল নিজের ঘরে।

৩ খ

ওডিন বাড়ি ফিরে দেখল ট্রিট অপেক্ষা করছে তার জন্যে। তবে ডুয়া এখনো ফেরেনি। এতে ট্রিটকে তেমন চিন্তিত মনে হলো না। ওর অনুভূতি বা আবেগ অন্যদের চেয়ে প্রবল। ডুয়ার অনুপস্থিতি বিচলিত

করে তুলল ওডিনকে। তবে একই সাথে সে বিস্ময় অনুভব করছে ট্রিটের প্রতি তার অধিকতর ভালবাসা লক্ষ করে। সাধারণত ট্রায়াড-এর সকল সদস্যই সমান সূত্রে গাঁথা। একজন আরেকজনের প্রতি সমান আচরণ করবে সেটাই কাম্য। তবে ডুয়া ট্রায়াডের একজন হওয়া সত্ত্বেও তার আবেগ অনুভূতি অন্যদের চেয়ে কম। ওডিন এবং ট্রিটের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সে যেন গ্রাহ্যই করে না। ইমোশনালদের মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুই নেই ডুয়ার। আসলে ডুয়া ইমোশনালদের মাঝে একজন নন-ইমোশনাল।

ওডিন ডুয়াকে পছন্দ করে ডুয়া তার কাজকর্ম সম্পর্কে আগ্রহ দেখায় বলে। আর ট্রিট বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকে তার বাচ্চাদের নিয়ে।

ওডিন ট্রিটকে জিজ্ঞেস করল, 'ডুয়ার খবর জানো ?'

সরাসরি জবাব দিল না ট্রিট। বলল, 'আমি ব্যস্ত। পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব, এখন কাজ করছি।'

'বাচ্চারা কোথায় ? ওদেরকে দেখছি না তো!'

'ওরা আছে যে যার জায়গায়। আর ডুয়াকে নিয়ে এত ভেবো না তো। তুমি তো সবসময়ই আমাকে বল ডুয়াকে একা থাকতে দিতে। ডুয়া কোথায় নিজেই খুঁজে নাও।' বলে চলে গেল ট্রিট।

ডুয়াকে খুঁজতে হলো না। নিজেই চলে এল। এসেই বলল, 'আজ আমাকে অন্য-বিশ্বের গল্প শোনাতে হবে। তুমি বলেছিলে ওরা আলাদা। ওরা আলাদা কেন আজ সে কথা জানতে চাই।'

ওডিনকে নিয়ে ডুয়া নিজের ঘরে ঢুকল। ট্রায়াডরা একত্রে থাকার বিধান থাকলেও ডুয়ার জন্যে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে আলাদা থাকে, আলাদা খায়। ডুয়ার আলাদা থাকার ব্যাপারে আপত্তি ছিল ট্রিটের। তাকে বুঝিয়েছে ওডিন। বলেছে, 'ডুয়া একা থেকে ভাল থাকলে আমাদেরই লাভ। ও ভাল থাকলে আমরাও ভাল থাকব। ও খুশি থাকলে আমাদেরকেও খুশিতে রাখবে।' ট্রিট মেনে নিয়েছে ওডিনের যুক্তি। ডুয়া তারপর থেকে আলাদা ঘরে থাকে। তবে আলাদা ঘর বলতে দুটি রড যেগুলো সোলার এনার্জির সাহায্যে ইলেকট্রোড উৎপন্ন করে। আর এই ইলেকট্রোড খেয়েই বেঁচে থাকে ডুয়া।

ডুয়াকে আজ অন্য পৃথিবীর গল্প বলছে ওডিন। আগেই স্বীকার করে নিল বিজ্ঞানের বিষয়গুলো সে তেমন ভাল বোঝে না। তবে ডুয়া তাদের ব্যাক গ্রাউন্ড সম্পর্কে জানে না বলে বিষয়টি যতটা সম্ভব সরলভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবে সে। মনে কোন প্রশ্ন জাগলে ডুয়া প্রশ্ন করতে পারে। কোন অসুবিধা নেই।

'আমরা আসলে বেশিরভাগ শূন্য স্পেসের বাসিন্দা,' শুরু করল ওডিন। 'প্রতিটি পার্টিকল (Particle) একটির থেকে আরেকটি অনেক দূরে অবস্থান করছে। তোমার, আমার এবং ট্রিটের পার্টিকল একসাথে মিলতে পারে এজন্যে যে এগুলো শূন্য স্পেসের সাথে খাপ খেয়ে গেছে। এখানে রয়েছে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স যেগুলো এই পার্টিকলকে জোড়া দিয়ে রাখে বা ধরে রাখে। এর মধ্যে শক্তিশালী ফোর্সটিকে বলা হয় নিউক্লিয়ার ফোর্স। এটি প্রধান সাব-অ্যাটমিক পার্টিকলকে অত্যন্ত শক্তভাবে ধরে রাখে যা শাখা-প্রশাখা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে বিস্তৃতভাবে এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল ফোর্স ওগুলোকে ধরে রাখে। বুঝতে পারছ আমার কথা ?'

'অল্প অল্প', বলল ডুয়া।

'অসুবিধে নেই। পরে বিষয়টি নিয়ে আরো কথা বলা যাবে। পদার্থ বিভিন্নভাবে তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে। ইমোশনালদের মত ছড়িয়ে যেতে পারে। পারে তোমার মত বিস্তৃত হতে। আবার র‍্যাশনাল এবং প্যারেন্টালদের মত অল্প বিস্তৃতও হতে পারে। কিংবা পাথরের মত আরো কম বিস্তৃতি ঘটতে পারে। এটা খুব কম স্পেস অথবা ঘন হতে পারে, হার্ডওয়ানদের মত। এ কারণেই ওরা এত শক্ত। ওদের শরীর বোঝাই পার্টিকল।'

'তার মানে বলতে চাইছ ওদের মধ্যে কোন শূন্য বা খালি স্পেস নেই ?' জানতে চাইল ডুয়া।

'না, ঠিক তা বলতে চাইনি আমি,' বলল ওডিন, ব্যাপারটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবে বুঝতে পারছে না। 'ওদের প্রচুর শূন্য স্পেস রয়েছে, তবে আমাদের মত নয়। পার্টিকলের নির্দিষ্ট পরিমাণ শূন্য স্পেসের প্রয়োজন হয়। পার্টিকলদের জোর করা হলে ব্যথা অনুভব করে। এ কারণেই হার্ডওয়ানরা কখনো তাদের শরীর ছুঁতে দেন না আমাদেরকে।

আমাদের, সফটওয়ানদের পার্টিকলের মাঝে প্রয়োজনীয় প্রচুর স্পেস রয়েছে। ফলে অন্য পার্টিকলগুলো এর মাঝে সেঁধিয়ে যেতে পারে।'

ডুয়া ব্যাপারটা বুঝতে পারছে কিনা চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে না।

ওডিনের বলার গতি দ্রুততর হলো। 'অন্য-বিশ্বে নিয়মটা আবার ভিন্ন। নিউক্লিয়ার-ফোর্স ওখানে আমাদের মত শক্তিশালী নয়। তার মানে পার্টিকলদের আরো বেশি জায়গা প্রয়োজন।'

'কেন?'

মাথা দোলাল ওডিন। 'কারণ—কারণ—পার্টিকলরা তাদের ওয়েভ-ফর্মগুলো আরো ছড়িয়ে দেয়। এরচে' বেশি ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দুর্বল নিউক্লিয়ার ফোর্স নিয়ে পার্টিকলদের বেশি জায়গায় প্রয়োজন হয় আর দু'টুকরো পদার্থ আমাদের বিশ্বের মত সহজে মিলিত হতে পারে না।'

'আমরা অন্য-বিশ্ব দেখতে পারি?'

'আরে না। তা কিছুতেই সম্ভব নয়। আমরা বড়জোর ম্যাটার পাঠাতে পারি আর তাদের কাছ থেকে ম্যাটার পেতে পারি। ওদের ম্যাটেরিয়াল আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি। এবং বসাতে পারি আমাদের পজিট্রন পাম্প। এ বিষয়টি সম্পর্কে জানো তুমি, তাই না?'

'তুমি বলেছিলে পজিট্রন পাম্প থেকে আমরা শক্তি পাই। জানতাম না এর সাথে অন্য কোন বিশ্ব জড়িত।... অন্য বিশ্বের চেহারা কি রকম? ওদেরও কি আমাদের মত তারা এবং পৃথিবী আছে?'

'চমৎকার প্রশ্ন করেছ, ডুয়া,' শিক্ষকের আসনে নিজের ভূমিকা বেশ উপভোগ করছে ওডিন। সে বলে চলল, 'অন্য-বিশ্ব আমরা দেখতে পাই না। তবে বিশ্লেষণ করে বলতে পারি ওটা কিরকম হবে। তুমি বোধহয় জানো তারা জ্বলে মূলত নিউক্লিয়ার ফিউশনের জন্যে।'

'এটা অন্য বিশ্বেও আছে?'

'আছে, তবে নিউক্লিয়ার ফোর্স দুর্বলতর হবার কারণে ফিউশনও ঘটে ধীর গতিতে। অন্য বিশ্বের তারা আমাদের সূর্যের মত বড় নয়। ওদের সূর্য ঠাণ্ডা হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে ওদের বিশ্বের চেয়ে আমাদের বিশ্বের আয়ু কম।'

ডুয়া বলল, 'তুমি বলেছিলে আমরা অন্য বিশ্বের কাছ থেকে খাবার পাই। তার মানে আমাদের সূর্যের মৃত্যু ঘটলেও অন্য বিশ্ব থেকে ঠিকই খাবার পাব ?'

'পাব।'

'কিন্তু যদি খারাপ কিছু ঘটে ? মানে আমার মন বলছে খারাপ কিছু ঘটবে।'

ওডিন বলল, 'আমরা ম্যাটার আগু-পিছু করে পজিট্রন পাম্প তৈরি করব। তার মানে দুটি বিশ্বের মাঝে খানিকটা মিশ্রণ ঘটবে। আমাদের নিউক্লিয়ার ফোর্স সামান্য দুর্বল হয়ে পড়ছে, সূর্যে ফিউশনও হচ্ছে ধীর গতিতে, সূর্য ঠাণ্ডা হচ্ছে একটু বেশি তাড়াতাড়ি...তবে সামান্যই। এ নিয়ে ভাবতে হবে না।'

'আমার মন ওজন্যে কু ডাক ডাকছে না। নিউক্লিয়ার ফোর্স দুর্বল হলে অ্যাটমের আরো জায়গার প্রয়োজন হবে—তাই না ? তাহলে মিলনের ক্ষেত্রে কি ঘটবে ?'

'ওরকম ঘটনা ঘটতে বহু সময়ের দরকার। মিলন দুরূহ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আরো কয়েক বছর পরে। তবে আমরা যদি অন্য বিশ্বকে ব্যবহার না করি তাহলে হয়তো না খেয়ে মারা যাব। তবে সে বহু পরের কথা। এ নিয়ে এখনই দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

ডুয়া বলল, 'তুমি খুব সুন্দর করে সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পার, ওডিন। তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি সত্যি একটি ভাল লেফট-লিং।'

'আর কিছু জানতে চাও ?' প্রশংসা শুনে খুশি হয়েছে ওডিন। 'আর কোন প্রশ্ন আছে তোমার ?'

'অনেক প্রশ্ন আছে। তবে এখন না, ওডিন। আরেক দিন। ওহ্ ওহ্ ওডিন। এ মুহূর্তে আমার কি ইচ্ছে করছে, জানো ?'

ডুয়ার কি ইচ্ছে করছে মুহূর্তে বুঝে ফেলল ওডিন। ডুয়ার ভেতরে জৈবিক-উত্তেজনা জেগেছে। মিলিত হতে চাইছে সে। ট্রিট কোথায় ? ট্রিটের কথা ভাবা মাত্র সে হাজির ডুয়ার ঘরে। ওকি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল ওদের কথা শোনার জন্যে ?

ডুয়ার চেহারা এ মুহূর্তে দারুণ সুন্দর লাগছে। ট্রিট এবং ওডিনের মাঝখানে চলে এল সে। ট্রিটের শরীরে আলো জ্বলছে জ্বলজ্বল করে। এরপর শুরু হলো ওদের দীর্ঘতম মিলন পর্ব।

খুশি হয়েছে ট্রিট। মিলনটা ছিল দীর্ঘস্থায়ী এবং তৃপ্তিদায়ক। আজকের মিলনের তুলনায় আগেরগুলো যেন ছিল ফাঁকা এবং অপরিমিত। খুবই ভাল লাগছে ট্রিটের। তবে কথা বলছে না সে। চুপচাপ থাকতেই পছন্দ করছে।

খুশি ওডিন এবং ডুয়াও। তবে সবচে' আনন্দিত ট্রিট। ওডিন এবং ডুয়ার কথা শুনেছে সে। কিন্তু বুঝতে পারেনি কিছুই। তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ দু'জনকেই তৃপ্ত মনে হচ্ছিল। ডুয়া জিজ্ঞেস করছিল ওডিনকে, 'ওরা কি সত্যি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে?'

'অবশ্যই,' জবাব দিয়েছিল ওডিন। 'হার্ডওয়ানরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত। তারা মাঝে মাঝে যেসব বস্তু পাঠায় আমাদের কাছে তাতে দাগ দেয়া থাকে। তারা বলে এ ধরনের দাগ দিয়ে দু'পক্ষের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব।'

'ওরা দেখতে কেমন ভাবছি আমি। ওদের চেহারা কেমন হতে পারে বলে তোমার ধারণা?'

'তা বলতে পারব না।'

'তারা দেখতে কেমন এ বিষয়টি যোগাযোগের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব নয়?'

'ওরা কি দিয়ে যোগাযোগ করছে বুঝতে পারলে হয়তো কিছু বোঝা যেত। কিন্তু বুঝতে পারছি না।'

জবাবটা সন্তুষ্ট করতে পারল না ডুয়াকে। সে জিজ্ঞেস করল, 'হার্ডওয়ানরা বুঝতে পারেন না?'

'বলতে পারব না। বুঝতে পারলেও আমাকে সে কথা জানান নি। লোস্টেন একবার বলেছিলেন ওরা কেমন দেখতে সেটা জানা নাকি জরুরি কিছু নয়। বিশেষ করে যতদিন পর্যন্ত পজিট্রন পাম্প কাজ করে চলবে।'

এ বিষয়টি নিয়ে ডুয়া একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছিল বলে এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে ওঠে ওডিন। সে ডুয়াকে বলে একজন ইমোশনালের এত জটিল বিষয় নিয়ে কথা বলা উচিত নয়। তারপর সে বিষয়টি নিয়ে

কথা বলতেই অস্বীকৃতি জানায়। পরে অবশ্য ডুয়ার পীড়াপীড়িতে ওডিন আবার অন্য বিশ্বের প্রসঙ্গ তুলেছে। ডুয়ার সরল প্রশ্ন ছিল—যদি অপর বিশ্বের সূর্যে বিস্ফোরণ ঘটে তাহলে ওই বিশ্বের বাসিন্দাদের কি দশা হবে। প্রশ্নটা শুনে এক মুহূর্তের জন্যে ওডিনকে হত বিহ্বল মনে হয়েছে ডুয়ার কাছে। ওডিন জবাব দিয়েছিল, 'আমি জানি না।'

'আর আমাদের সূর্য বিস্ফোরিত হলে ?'

'আমাদের সূর্য কখনোই বিস্ফোরিত হবে না।' পরিষ্কার জবাব ছিল ওডিনের।

ট্রিট তখন ওখানে ছিল। সে অবাক হয়ে ভাবছিল সূর্য আবার বিস্ফোরিত হতে পারে নাকি ? ডুয়াকে তার উত্তেজিত মনে হচ্ছিল। ডুয়া রেগে যাচ্ছিল। আর ওডিনকে কেমন বিভ্রান্ত লাগছিল। ডুয়া নাছোড়বান্দার মত তার প্রশ্ন নিয়ে ঝুলে ছিল। 'আচ্ছা, ধরো সূর্য যদি বিস্ফোরিত হয়ই তাহলে কি এটা খুব উষ্ণ হয়ে উঠবে ?'

'হতে পারে।'

'তাহলে আমরা সবাই মারা যাব, তাই না ?'

ডুয়ার কথা শুনে অস্বস্তি বোধ করেছে ওডিন। তারপর পরিষ্কার বিরক্তি নিয়ে বলেছে, 'কি সব আবোল-তাবোল কথা বলছ, ডুয়া। আমাদের সূর্য কখনোই বিস্ফোরিত হবে না।'

'তুমিই আমাকে প্রশ্ন করার অধিকার দিয়েছ, ওডিন। আর আবোল-তাবোল বলছি না আমি। আমি অশুভ কিছু একটার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।'

ওডিন বলে, 'তুমি তো কতকিছুই শুনতে পাও, ডুয়া—'

ডুয়া এবার বেশ রেগে যায়। রীতিমত চিৎকার শুরু করে দেয়। ডুয়ার এমন চড়া মেজাজ কখনো দেখেনি ট্রিট। ডুয়া বলে, 'বিষয় পরিবর্তন করার চেষ্টা কোরো না, ওডিন। আমাকে অন্য ইমোশনালের মত বোকা বানিয়ে সটকে পড়ার চিন্তাও কোরো না। তুমি বলেছ আমি প্রায় একজন র‍্যাশনালের মত। আমি দেখতে চাই অপর বিশ্বের লোকজনের সাহায্য ছাড়া পজিট্রন পাম্প কাজ করছে কিনা। অন্য বিশ্বের মানুষজন মারা গেলে পজিট্রন পাম্প থেমে যাবে। আমাদের সূর্য একেবারে শীতল হয়ে যাবে। আমরা না খেয়ে মারা যাব। এ ব্যাপারটা তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না ?'

এবার চেঁচাতে শুরু করেছে ওডিনও। 'তুমি সবই জান দেখছি। ওদের সাহায্য আমাদের দরকার। কারণ শক্তির সরবরাহ এখন নিচুলয়ে চলে এসেছে, আর আমাদের ম্যাটার পরিবর্তন করতে হবে। অপর বিশ্বের সূর্যে বিস্ফোরণ ঘটলে শক্তির বন্যা বইবে; এই বিশাল বন্যা স্থায়ী হবে লক্ষ কোটি বছর। এত বেশি শক্তি পাব যে কোন ম্যাটার আদান-প্রদান না করেই ওটা সংগ্রহ করতে পারব। কাজেই ওদের আমাদের প্রয়োজন নেই। আর যাই ঘটুক না কেন—'

দু'জনে প্রায় মারামারি বাধার জোগাড়। ভয় পেল ট্রিট। ওদেরকে থামানো দরকার। এমন কিছু বলা দরকার যাতে ওরা থেমে যায়। কিন্তু কি বলবে ভেবে পেল না ট্রিট।

এমন সময় গুহার বাইরে বেরিয়ে এলো তিনজন হার্ডওয়ান। ওদেরকে দেখে আরো ভয় পেল ট্রিট। চেঁচিয়ে উঠল ওডিন, 'ডুয়া।'

তারপর চুপ হয়ে গেল ট্রিট। কাঁপছে। হার্ডওয়ানরা নিশ্চয়ই কড়া কিছু কথা শোনাবেন। ট্রিটের ইচ্ছে করল পালিয়ে যায়। কিন্তু তার আগেই একজন হার্ডওয়ান ট্রিটের ছায়াময় উপাঙ্গে হাত রেখে বললেন, 'যেয়ো না।'

তাঁর কণ্ঠ কর্কশ, বিদ্বেষে পূর্ণ। ট্রিট এবার আরও ভীত হয়ে উঠল।

৪ ক

রাগে কাঁপছে ডুয়া। এতই রাগ হয়েছে যে হার্ডওয়ানদের উপস্থিতিও টের পেল না। সে রাগ হয়েছে, ভেবেছে ওডিন তাকে মিথ্যা বোঝানোর চেষ্টা করছে। রাগ হচ্ছে ভেবে হার্ডওয়ানরা শুধু র‍্যাশনালদের শেখান কেন? ডুয়াকে কেন অন্ধকারে রেখে দেয়া হচ্ছে?

ডুয়া অবশেষে হার্ডওয়ানদের উপস্থিতি টের পেল রাগ একটু কমতে। হার্ডওয়ান ডুয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কে সম্প্রতি লোয়ার হার্ড-ক্যাভার্নে গিয়েছিলে?'

গিয়েছিল ডুয়া। পাথরের সাথে শরীর ঘষাঘষি করেছে। ওরা কি দেখে ফেলেছিলেন ডুয়াকে? দেখুক। তাতে কিছু গ্রাহ্য করে না ডুয়া। সে নির্ভীক কণ্ঠে বলল, 'আমি গিয়েছিলাম। বেশ কয়েকবার।'

'একা ?' ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করলেন একজন হার্ডওয়ান।

'একা। অনেকবার।' খ্যাঁক করে উঠল ডুয়া। আসলে মোট তিনবার গিয়েছে সে।

ওডিন বিড়বিড় করল, 'আমিও গিয়েছি। তবে মাঝে মাঝে। কাজে।'

হার্ডওয়ান ওডিনের কথায় কান দিয়েছেন মনে হলো না। তিনি ঘুরলেন ট্রিটের দিকে। তীক্ষ্ণ গলায় বললেন,'তুমিও গিয়েছিলে, না ?

কাঁপা গলায় বলল ট্রিট। 'জ্বী, হার্ড-স্যার।'

'একা ?'

'জ্বী, হার্ড-স্যার।'

'ক'বার ?'

'একবার।'

ডুয়ার বিরক্ত লাগছিল। ট্রিট এত ভয় পাচ্ছে কেন ? দোষ যদি কিছু করে থাকে তো ডুয়া করেছে। আর সে লড়াই করতে প্রস্তুতও রয়েছে। ডুয়া বলল, 'ওকে ছেড়ে দিন। যা বলার আমাকে বলুন।'

হার্ডওয়ান ধীরে ধীরে ঘুরলেন ডুয়ার দিকে। 'কি নিয়ে ?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'যা খুশি নিয়ে,' একগুঁয়ে ভঙ্গিতে জবাব দিল ডুয়া।

'হুঁ। তোমার ব্যবস্থা করছি আমরা পরে। আগে তুমি...তোমার নাম ট্রিট, না ? লোয়ার ক্যাভার্নে একা গিয়েছিলে কেন ?'

'হার্ডওয়ান ইস্টওয়াল্ডের সাথে কথা বলতে, হার্ড-স্যার।'

এমন সময় আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল ডুয়া। 'আপনি কি ইস্টওয়াল্ড ?'

হার্ডওয়ান সংক্ষেপে বললেন, 'না।'

ওডিনকে বিব্রত দেখাল। হার্ডওয়ানকে চিনতে না পারাটা যেন ডুয়ার দোষ।

হার্ডওয়ান ট্রিটকে জিজ্ঞেস করলেন, 'লোয়ার ক্যাভার্ন থেকে কি নিয়ে এসেছ তুমি ?'

চুপ করে রইল ট্রিট।

ভাবলেশহীন গলায় হার্ডওয়ান বললেন, 'আমরা জানি তুমি কিছু একটা জিনিস নিয়ে এসেছ। আমরা জানতে চাই ওটা কি জিনিস সে সম্পর্কে তুমি অবগত আছ কিনা। জিনিসটা খুব বিপজ্জনক।'

ট্রিট মুখে তালা মেরে রইল। ওডিন আবেদনের সুরে বলল, 'আমাদেরকে বলো, ট্রিট। আমরা জানি কাজটা তুমি করেছ। তোমার সঙ্গে আমরা খারাপব্যবহার করতে চাই না।'

ট্রিট বিড়বিড় করল, 'একটা ফুড-বল নিয়েছি।'

প্রথম হার্ডওয়ান জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা দিয়ে কি করেছ ?'

ট্রিট বিস্ফোরিত হলো, 'এটা ডুয়ার জন্যে এনেছি।'

শুনে লাফ মেরে উঠল ডুয়া। দারুণ অবাক হয়েছে।

তক্ষুণি হার্ডওয়ান ঘুরলেন ডুয়ার দিকে, 'তুমি ব্যাপারটা জানতে না ?'

'না!'

'তুমিও না ?' ওডিনকে প্রশ্ন।

যেন জমে গেছে ওডিন এমনভাবে বলল, 'না, হার্ড-স্যার।'

এক মুহূর্তের জন্যে বাতাসে অস্বস্তিকর একটা কম্পন উঠল, কথা বলছেন হার্ডওয়ানরা, ওদেরকে উপেক্ষা করে।

আলোচনা শেষ করে প্রথম হার্ডওয়ান জিজ্ঞেস করলেন, 'ফুড-বলটা এখন কোথায় ?'

ট্রিট দেখিয়ে দিল তাদেরকে।

হার্ডওয়ান প্রশ্ন করলেন, 'কাজটা তুমি একাই করেছ, ট্রিট ?'

'জ্বী, হার্ড-স্যার।'

'তোমার মনে হয়নি এ কাজ করার সময় তোমার মিড-মেটের ক্ষতি হতে পারে ?'

'আমি আসলে বুঝতে পারিনি। আমি—' এক মুহূর্তের জন্যে খেই হারিয়ে ফেলল ট্রিট। তারপর বলল, 'ডুয়াকে আঘাত দিতে চাইনি আমি। ওকে খাওয়াতে এনেছিলাম ওটা। আমি ওর ফিডারের মধ্যে ওটা ঢেলে দিই। মনে মনে আশা করেছি ডুয়া ওটা খাবে। খেয়েছে ও। তারপর আমরা মিলিত হই', বিরতি দিল ট্রিট। তারপর হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠল, 'একটা বেবী-ইমোশনাল সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট শক্তি পেয়েছিল ডুয়া। ও ওডিনের বীজ নিয়েছে, তারপর আমার শরীরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ওটা আমার শরীরের ভেতর এখন বেড়ে চলেছে। একটি বেবী-ইমোশনাল আমার শরীরের ভেতর বড় হচ্ছে।'

ট্রিটের কথা শুনে বাক্যহারা হয়ে গেছে ডুয়া। সে টলতে টলতে পিছিয়ে এল, তারপর সবেগে ছুটল দরজার দিকে। এত দ্রুত তার গতি

যে, হার্ডওয়ানরা দরজার সামনে থেকে সরে যাবারও সময় পেলেন না। ডুয়া একজনের উপাঙ্গ মাড়িয়ে, আর্তনাদ করতে করতে ছুটল।

হার্ডওয়ানের সামনের উপাঙ্গটি অবশ হয়ে খসে পড়ে গেল শরীর থেকে, ব্যথায় নীল হয়ে উঠল চেহারা। ওডিন পিছু নিতে যাচ্ছিল ডুয়ার, বাধা দিলেন তাকে হার্ডওয়ান, 'ও যাচ্ছে যাক। যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে। আমরা ব্যাপারটা সামলে নিতে পারব।'

৪ খ

ওডিনের মনে হচ্ছে সে দুঃস্বপ্ন দেখছে। ডুয়া পালিয়েছে। চলে গেছেন হার্ডওয়ানরা। শুধু ট্রিট দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চুপ।

ঘটনাটা কিভাবে ঘটল মাথায় খেলছে না ওডিনের। ট্রিট কি করে একা একা হার্ড-ক্যাভার্নে গেল? পজিট্রন পাম্প থেকে চার্জ করা স্টোরের ব্যাটারি নিয়ে এল? তার নিজের এই সাহস কখনোই হতো না। কি করে কাজটা করতে পারল অশিক্ষিত ট্রিট? নাকি ও-ও অস্বাভাবিক কেউ? ওডিন, চতুর র‍্যাশনাল, ডুয়া, কৌতূহলী ইমোশনাল; আর ট্রিট, দুঃসাহসী প্যারেন্টাল?

সে জিজ্ঞেস করল, 'কাজটা কিভাবে করলে ট্রিট?'

ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল ট্রিট। 'কি করেছি? শুধু ডুয়াকে খাইয়েছি। ও এমনিতে যা খেতে পায় তারচে' অনেক ভাল খাবার খাইয়েছি। অবশেষে আমরা বেবী-ইমোশনাল জন্ম দিতে চলেছি। এজন্যেই কি আমরা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করি নি? শুধু ডুয়ার জন্যে অপেক্ষা করলে সারাজীবনই কেটে যেত অপেক্ষা করে।'

'কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না কেন, ট্রিট? ডুয়ার যদি কোন ক্ষতি হতো? ওটা সাধারণ সূর্যালোক নয়। ওটা গবেষণা করে পাওয়া রেডিয়েশনাল সোর্স। বিপজ্জনক।'

'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না, ওডিন। এটা কিভাবে ক্ষতি করত? হার্ডওয়ানরা আগেও এ ধরনের খাবার তৈরি করেছেন। খেয়ে দেখেছি আমি। তবে স্বাদটা খুবই বাজে ছিল। তুমিও খেয়েছ। এত বাজে স্বাদ। কিন্তু আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। বিশ্রী স্বাদ বলে ডুয়া ওটা ছুঁয়েও দেখেনি। তারপর ফুড-বলটা নিয়ে এলাম। খেতে দারুণ লাগল। এত সুস্বাদু একটা জিনিস লোকের ক্ষতি করে কি করে? ডুয়া

খেয়েছে। ভালও লেগেছে ওর। তারপর বেবী-ইমোশনালের জন্ম প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এতে আমার দোষটা কোথায় ?'

ওডিন বলল, 'ডুয়া কিন্তু খুব রেগে গেছে।'

'ওর রাগ ভাঙবেও।'

'সন্দেহ আছে। ট্রিট, ও সাধারণ ইমোশনালদের মত নয়। এ জন্যেই জীবন কঠিন ওর জন্যে। তবে ওর সাথে ট্রায়াড বা ত্রয়ী হয়ে সুন্দর জীবন-যাপন করছিলাম আমরা। ডুয়া আর কোনদিন হয়তো আমাদের সঙ্গে মিলিত হতে চাইবে না।'

ট্রিটের চেহারায় কোন ভাব ফুটল না। নিরস গলায় বলল, 'তাতে কি ?'

'তাতে কি ? তুমি আবার জিজ্ঞেস করছ! আর মিলিত হবার ইচ্ছে নেই ?'

'না। ও মিলিত হতে না চাইলে হবে না। আমি আমার তৃতীয় সন্তানকে পেয়ে গেছি। আর কিছু চাই না আমার।'

রাগে কেঁপে উঠল ওডিন। কিন্তু একগুঁয়ে ট্রিটের সঙ্গে কথা বলে লাভ কি ? ওকে যতই বোঝাও কিছুই বুঝবে না।

তৃতীয় সন্তান যখন জন্ম নেবে, বড় হবে তখন মৃত্যুর প্রশ্ন আসবে। আর এ সংকেত দিতে হবে ওডিনকেই। আর পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে নির্ভয়ে। কিন্তু আবার মিলিত হওয়া ছাড়া মৃত্যুবরণ করা সম্ভব নয় ওডিনের পক্ষে। শুধু মিলনই তার ভয় দূর করতে পারে। একাধিকবার মিলন সাহসী করে তুলবে ওডিনকে। কিন্তু মিলন ছাড়া—

মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত ওডিন। তার সঙ্গে ডুয়া এবং ট্রিটকেও মরতে হবে।

কিন্তু এজন্যে মিলিত হওয়া দরকার। ওডিন জানে না মিলন ছাড়া কিভাবে মৃত্যু সম্ভব হবে...

৪ গ

ঘরের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে আছে ট্রিট। চলে গেছে ওডিন। একা একা হঠাৎ বড় ভয় লাগতে শুরু করেছে ট্রিটের। তার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। তৃতীয় সন্তানের জন্ম দিতে চলেছে ট্রিট। ওটার অস্তিত্ব টের পাচ্ছে সে

শরীরের ভেতরে। কিন্তু তারপরও একটা অজানা ভয় কেন ওকে গ্রাস করে চলেছে জানে না ট্রিট।

৫ ক

পালিয়ে এসে লজ্জা পেয়েছে ডুয়া। অনেক সময় লাগল নিজেকে সামলে নিতে। হাঁটছে তো হাঁটছেই। কোথায় যাচ্ছে জানে না। এ দিকে রাত হয়ে এসেছে। এ সময় কোন ভদ্র সফটওয়ান বা চপল ইমোশনাল বাড়ির বাইরে থাকে না।

ঠাণ্ডা পড়ছে। তবে ঠাণ্ডা নিয়ে ভাবছে না ডুয়া। সে ভাবছে ট্রিটকে নিয়ে। ট্রিটের সাহস আছে বলতে হবে। হার্ড-ক্যাভার্ন থেকে ফুড-বল নিয়ে আসা চাট্টি খানি কথা নয়। তবে একরকম অজান্তেই ডুয়াকে খাবারটা খাইয়ে দিয়েছে ট্রিট। খাওয়ার পরে ফুড-বলটা আবার আগের জায়গায় রেখে আসতে সাহস পায়নি ও ধরা পড়ে যাবার ভয়ে।

তবে ওডিন নিশ্চয়ই ট্রিটের এ সব কথা জানত। কিন্তু কিছু বলেনি ট্রিট লজ্জা পাবে, বিব্রত হবে ভেবে। অবশ্য ট্রিটের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা ছাড়া ওডিনের তখন তেমন কিছু করারও ছিল না। ডুয়াকে ফুড-বল খাইয়ে দেয়াটা ওদের দু'জনেরই ষড়যন্ত্রে ঘটেছে। ওরা কি ডুয়াকে খুব বোকা ভেবেছে ? শুধু নিজেদের স্বার্থের কথাই চিন্তা করেছে ওরা, ডুয়ার কথা ভাবে নি।

বেশ—

একটা পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিল ডুয়া। আড়ালটা তাকে ঠাণ্ডা বাতাসের হাত থেকে বাঁচাবে। আকাশের সাতটা তারার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকে ডুয়া। বিড়বিড় করে নিজেকে শোনায়, 'ষড়যন্ত্রের শিকার! ষড়যন্ত্রের শিকার।'

শুধু ডুয়া একা নয়, অন্যদের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। ইস্টওয়াল্ডের পজিট্রন পাম্প এক সময় সবার ধ্বংস ডেকে আনবে। কিন্তু ইস্টওয়াল্ডের বিরুদ্ধে কথা বলবে কে ? ইস্টওয়াল্ড খুব প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাধর। ডুয়া যদ্দুর জানে হার্ডওয়ানরাও ইস্টওয়াল্ডকে ভয় পান।

সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে ডুয়া একাই ইস্টওয়াল্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তাঁকে থামাতে হবে।

অপর বিশ্বের লোকজন পজিট্রন পাম্প বসানোর কাজে সহায়তা করেছে, ওডিন বলেছিল ডুয়াকে। কিন্তু ওদের সঙ্গে যোগাযোগের উপায় কি ? উপায় একটা বের করতেই হবে। অপর বিশ্বের লোকজনের সাথে যোগাযোগ করবে ডুয়া। হয়তো ধরা পড়ে যাবে সে হার্ডওয়ানদের কাছে। কিন্তু গ্রাহ্য করে না ডুয়া। যে কোন মূল্যে সে যুদ্ধ করবে। সে পাথরে বাস করবে, হার্ডওয়ানদের স্টোর করা এনার্জি ব্যাটারি থেকে চুরি করে আনবে খাবার। সূর্যের আলোতে বসে খাবে।

কিন্তু শেষে সে এমন শাস্তি দেবে ওদেরকে যে সারা জীবন মনে থাকবে। তারপর শেষ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হবে ডুয়া—কিন্তু তার আগে—

৫ খ

বেবী-ইমোশনালের জন্মের দিন হাজির থাকল ওডিন। যদিও তাকে খুব একটা উল্লসিত হতে দেখা গেল না। এমনকি ট্রিট, যে বেবী-ইমোশনালের জন্ম নিয়ে সবচে' মাতামাতি করেছে সেও কেমন চুপ মেরে রইল।

অনেকদিন হয়ে গেছে। ডুয়ার কোন খোঁজ-খবর নেই। ডুয়া মারা যায়নি এটা নিশ্চিত। সফটওয়ানরা গোটা ট্রায়াড ছাড়া মৃত্যুবরণ করতে পারে না। তবে ট্রায়াডের সাথে ডুয়ার এখন কোন সম্পর্কও নেই।

ওডিন শুধু একবার দেখেছে ডুয়াকে। নতুন সন্তানের জন্ম দিতে যাচ্ছে ডুয়া, এ খবরটা জানার পরে ডুয়া যে পালিয়ে গেল, তার কয়েকদিন পরেই ওর সাথে দেখা হয়েছিল ওডিনের।

সারফেসে ঘুরতে গিয়েছিল ওডিন। মনে আশা যদি ডুয়ার দেখা মেলে। ডুয়াকে সবসময়ই অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করে দেখে এসেছে। ডুয়া কাউকে কখনো আকৃষ্ট করতে চায়নি বলে নিজে আকর্ষণীয় হয়ে রয়েছে অন্যদের কাছে। যাহোক, ওই সারফেসেই দেখা হয়ে গিয়েছিল ডুয়ার সাথে। ওডিন এগিয়ে গিয়েছিল তার কাছে। জিজ্ঞেস করেছিল, 'ডুয়া, বাড়ি যাবে না ?'

'আমার কোন বাড়ি নেই, ওডিন,' নিরুত্তাপ জবাব ডুয়ার।

'ট্রিট যা করেছে সে জন্যে ওকে এভাবে দোষারোপ করছ কেন, ডুয়া ? জানো, বেচারী ঝোঁকের মাথায় কাজটা করে ফেলেছে।'

'কিন্তু তুমি তো ঝোঁকের মাথায় কিছু কর না, ওডিন। ও আমাকে যখন খাওয়াচ্ছিল তখন তুমি আমার শরীরটাকে ধারণ করেছিলে, তাই না ? তুমিই আসলে আমাকে ফাঁদে ফেলেছ।'

'ডুয়া, না!'

'না, কেন ? আমাকে শিক্ষা দেয়ার ছলে একটা শো করনি তুমি ?'

'তোমাকে আমি শিক্ষা দিয়েছি। কিন্তু ওটা কোন শো ছিল না। বাস্তব ছিল। আর ট্রিট কি করেছে আমি জানি না।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না,' বলে হাঁটা ধরেছে ডুয়া। তার পেছন পেছন এগিয়েছে ওডিন। ওরা এখন একা। ওদের ওপর লাল আলো ছড়াচ্ছে সূর্য।

ডুয়া ঘুরে দাঁড়াল ওডিনের দিকে, 'একটা প্রশ্নের জবাব দাও, ওডিন। আমাকে তুমি শেখাতে চেয়েছ কেন ?'

ওডিন বলল, 'মন চেয়েছে তাই। তোমাকে শিখিয়ে আমি আনন্দ পেতাম। আমি অন্য কিছু করার চেয়ে শেখাতে পছন্দ করি। তবে শিখতে নয়।'

'আর পছন্দ কর মিলিত হতেও,..' বলল ডুয়া।' 'তুমি যদি সত্যি শেখাতে পছন্দ করতে, তুমি যা বলেছ তা যদি সত্যি বিশ্বাস করতাম, তাহলে আমি তোমাকে যা বলতে চেয়েছি তুমি হয়তো তা বুঝতে পারতে।'

'তোমাদেরকে ছেড়ে আসার পরে আমি অনেক কিছু শিখেছি। কিভাবে তা জানতে চেয়ো না। আমি বাইরে, শারীরিকভাবে ইমোশনাল কিন্তু ভেতরে র্যাশনাল। তবে র্যাশনালদের চেয়ে আমার অনুভূতি অনেক প্রবল। আমরা আসলে যে কি তা আমি জেনেছি, ওডিন। তুমি, আমি, ট্রিট, এ গ্রহের অন্যান্য ট্রায়াডরা, এরা কি এবং কি ছিল তা আমি এখন জানি, ওডিন।'

'আমরা কি ?' জিজ্ঞেস করল ওডিন। ডুয়ার কথা শোনার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত সে। যদি কথা শেষ করে ডুয়া তার সঙ্গে বাড়ি ফেরে সে আশায়। ডুয়ার জন্যে যে কোন কিছু করতে সে রাজি। শুধু ডুয়াকে ফিরতে হবে।

'আমরা কি ? আমরা আসলে কিছুই না, ওডিন।' হালকা গলায়, প্রায় হাসি হাসি মুখে বলল ডুয়া। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত, না ? হার্ডওয়ানরা শুধু পৃথিবীর জ্যান্ত প্রজাতি। এ তথ্যটা ওঁরা দেননি তোমাকে ? ওঁরাই একমাত্র প্রজাতি কারণ তুমি এবং আমি, সফটওয়ানরা সত্যিকারভাবে বেঁচে নেই। আমরা আসলে যন্ত্র, ওডিন। আর যন্ত্র না হয়ে আমাদের উপায়ও নেই। কারণ হার্ডওয়ানরাই শুধু জ্যান্ত, জীবিত। এ কথা ওঁরা তোমাকে বলেন নি, ওডিন ?'

'আহ্, এসব বাজে কথা থাক, ডুয়া,' বলল ওডিন।

ডুয়ার কণ্ঠ কর্কশ হয়ে উঠল, 'যন্ত্র, ওডিন! আর যন্ত্র তৈরি করেছেন হার্ডওয়ানরা। ওরা তৈরি করেছেন ওঁরাই আবার ধ্বংস করেন। ওঁরা জীবিত—হার্ডওয়ানরা। শুধু ওঁরাই। কিন্তু এ নিয়ে ওঁরা কোন কথা বলতে চান না। কথা বলার প্রয়োজনও নেই তাদের। কিন্তু আমি চিন্তা করতে শিখেছি, ওডিন। ছোট ছোট সূত্র থেকে অনেক কিছুই বের করতে পেরেছি। হার্ডওয়ানরা দীর্ঘজীবী, তবে একসময় তাঁদেরকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। তাঁরা সন্তান জন্ম দিতে পারেন না। তবে অনেক দিন বাঁচেন বলে তাদের সংখ্যা খুব আস্তে আস্তে হ্রাস পাচ্ছে। তাদের মধ্যে কোন তরুণ নেই যারা নতুন রক্ত এবং নতুন চিন্তা-চেতনার যোগান দেবে। তাই বুড়ো, দীর্ঘজীবী হার্ডওয়ানরা জীবন সম্পর্কে ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। তো এখন তাঁরা কি করছেন বলে তোমার ধারণা, ওডিন ?'

'কি ?' বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করে ওডিন।

'তাঁরা যান্ত্রিক সন্তান তৈরি করছেন, যাদেরকে তাঁরা শেখাতে পারছেন। তুমি নিজেই স্বীকার করেছ, ওডিন, শেখার চেয়ে শেখানোতে তোমার আগ্রহ বেশি। র‍্যাশনালরা আসলে গড়ে উঠেছে হার্ডওয়ানদের মানসিক প্রতিচিত্র নিয়ে। হার্ডওয়ানরা মিলিত হন না। আর তাঁরা প্রচুর জানেন বলে কোন কিছু শিখতে চাওয়াটা তাদের কাছে ভয়ানক বিরক্তিকর মনে হয়। কাজেই তাঁরা শেখানো ছাড়া কিছুই পারেন না। র‍্যাশনালদের তৈরিই করা হয়েছে শুধু শিখতে চাওয়ার জন্যে। ইমোশনাল এবং প্যারেন্টালদের সৃষ্টি করা হয়েছে সেল্ফ পারপেচুয়েটিং মেশিনারি-র প্রয়োজনে—যার দ্বারা নতুন র‍্যাশনাল তৈরি সম্ভব। আর নতুন র‍্যাশনালদের দরকার বুড়োদেরকে ব্যবহার করা, হয়ে গেছে, যা

শেখানোর তা শেখানো শেষ। বুড়ো র‍্যাশনালরা সব শিখে নেয়ার পরে তাঁদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। আর এই ধ্বংসের প্রক্রিয়াকে এখানে বলা হয় "চলে যাওয়া" বা "মৃত্যুবরণ করা"। ইমোশনাল এবং প্যারেন্টালদেরকেও এদের সাথে চলে যেতে হয়। নতুন ট্রায়াড সৃষ্টির পরে এদের আর প্রয়োজন হয় না।'

'তুমি ভুল বলছ, ডুয়া,' মরিয়া হয়ে বলে ওঠে ওডিন।

হাসে ডুয়া। 'সত্যি কি আমি ভুল বলছি, ওডিন। তাহলে তোমাকে এত বিচলিত দেখাচ্ছে কেন ? হার্ডওয়ানদের এখন পজিট্রন পাম্প আছে। যত শক্তি প্রয়োজন পাম্প থেকে সংগ্রহ করবে তারা। আবার জন্ম দিতে শুরু করবে। হয়তো প্রক্রিয়াটা শুরুও হয়ে গেছে। এরপর আর তাদের সফটওয়ান যন্ত্রদের দরকার হবে না। আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। আসলে বলা উচিত মৃত্যুবরণ করব।'

'না, ডুয়া।' বলল ওডিন। 'জানি না এসব তথ্য কোত্থেকে পেয়েছ। তবে হার্ডওয়ানরা ওরকম নন। আমরা ধ্বংস হব না।'

'নিজেকে মিথ্যা বুঝিয়ো না, ওডিন। হার্ডওয়ানরা ওরকমই। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে তাঁরা অপর বিশ্বের বাসিন্দাদের শেষ করে দিতেও দ্বিধা করবেন না। প্রয়োজনে গোটা ব্রহ্মাণ্ড তাঁরা ধ্বংস করে ফেলবেন। আর সেক্ষেত্রে শুধু অল্প ক'জন সফটওয়ানকে তাঁরা বাঁচিয়ে রাখবেন ভেবেছ ? কখনো না। তবে সফটওয়ানরা একটা ভুল করে ফেলেছেন। তাদের যান্ত্রিক কাঠামোর কোন ক্রটির জন্যে একটি র‍্যাশনাল মন ঢুকে পড়েছে একটি ইমোশনাল দেহে। আমি একজন লেফট-এম, তুমি তা জানো ? ছোটবেলায় ওরা এ নামেই ডাকত আমাকে। তবে ওরা ঠিকই বলত। আমি র‍্যাশনালদের মত যুক্তি দেখাতে জানি, ইমোশনালদের মত অনুভব করতে পারি। আর এই দুইয়ের সমন্বয় নিয়ে আমি হার্ডওয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব ঠিক করেছি।'

ডুয়া নির্ঘাৎ পাগল হয়ে গেছে। বিচলিত হয়ে ভাবল ওডিন। তবে কথাটা ডুয়াকে বলতে সাহস পেল না। ওকে পটিয়ে-পাটিয়ে বাড়ি নিয়ে যেতেই হবে। সে বলল, 'ডুয়া আমরা যখন চলে যাব তখন আসলে ধ্বংস হব না।'

'হব না ? তা হলে কি ঘটবে তখন ?'

'আ-আমি ঠিক জানি না। মনে হয় নতুন একটা পৃথিবীতে প্রবেশ করব আমরা। সুখি এক পৃথিবী। আর-আর এখানকার চেয়ে ভাল থাকব।'

হাসল ডুয়া। 'একথা কার কাছে শুনলে? হার্ডওয়ানরা বলেছেন?'

'না। ডুয়া। এটা আমার মনের ভাবনা। তুমি চলে আসার পরে এ বিষয়টা নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি আমি।'

ডুয়া বলল, 'তাহলে একটু কম কম ভাবো। তাহলে কম বোকা বনতে হবে। বেচারা ওডিন! বিদায়।' বলে চলে গেল ডুয়া।

ওডিন ডাকল তাকে। 'দাঁড়াও, ডুয়া। তোমার নবজাতক সন্তানকে দেখবে না?'

কোন জবাব এল না।

চেঁচাল ওডিন। 'বাড়ি ফিরবে না?'

কোন সাড়া নেই।

এরপর বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসে ওডিন। তবে ডুয়ার কথা ট্রিটকে বলেনি সে। কি লাভ বলে? ডুয়ার সঙ্গে আর তো কখনো দেখা হবে না তার।

তবে ডুয়ার অনুপস্থিতি একাকী এবং বেদনার্ত করে তুলল ওডিনকে। মনের মধ্যে কেন যে একটা ভয় জমে উঠল বলতে পারবে না ওডিন।

একদিন বাড়ি এসে ওডিন দেখে লোস্টেন তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। ট্রিট তার নবজাতক শিশুকে দেখাচ্ছে। বাচ্চাটা হার্ডওয়ানের হাত থেকে এক মুঠো কুয়াশা ধরার চেষ্টা করছে। লোস্টেন বললেন, 'খুব সুন্দর বাচ্চা তোমার, ট্রিট। কি নাম ওর? ডেরালা?'

'ডেরোলা,' সংশোধন করে দিল ট্রিট। 'আমি জানি না ওডিন কোথায় গেছে। আজকাল ও খালি ঘুরে বেড়ায়—'

'এই যে আমি এসে পড়েছি, লোস্টেন,' দ্রুত বলে উঠল ওডিন। 'ট্রিট, বাচ্চাটাকে নিয়ে অন্য ঘরে যাও।'

ওডিনের নির্দেশ পালন করল ট্রিট। লোস্টেন ঘুরলেন ওডিনের দিকে। ট্রায়াড সম্পূর্ণ হবার কারণে নিশ্চয়ই তুমি খুশি।'

ওডিন জবাবে কিছু বলল না। চুপ হয়ে রইল। কারণ তাকে প্রশ্ন করা হয়নি। প্রশ্ন করলে জবাব দিতে হয়।

লোস্টেন জানতে চাইলেন, 'ডুয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার ?'

এটা একটা প্রশ্ন। কাজেই জবাব দিতেই হবে ওডিনকে। 'মাত্র একবার। সে আর বাড়ি ফিরবে না বলেছে।'

'ওকে বাড়ি ফিরে আসতেই হবে,' নরম গলায় বললেন লোস্টেন।

'কিভাবে ওকে বাড়ি ফিরিয়ে আনব বুঝতে পারছি না।'

লোস্টেন গম্ভীর সুরে প্রশ্ন করলেন, 'ও কি করছে জানো ?'

হার্ডওয়ানের চোখে চোখ রাখতে সাহস পেল না ওডিন। উনি কি ডুয়ার বিদ্রোহী মনের কথা জেনে গেছেন ? তাহলে এখন কি করবেন ?

ওডিন কিছু না বলে নেতিবাচক একটা ভঙ্গি করল। লোস্টেন বললেন, 'ডুয়ার মত অস্বাভাবিক ইমোশনাল আর একটিও নেই, ওডিন। তুমি জান সে কথা ?'

'জ্বী,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওডিন।

'তবে তুমি তোমার পথে আছ, ট্রিট তার রাস্তায়। আমার মনে হয় না পৃথিবীর আর কোন প্যারেন্টালের সাহস হবে এনার্জি ব্যাটারি চুরি করে ট্রিটের মত কাণ্ড ঘটানোর। তোমরা তিনজনে মিলে যে ট্রায়াড সৃষ্টি করেছ ওরকম ট্রায়াড আমাদের নথিতে নেই।'

'ধন্যবাদ।'

'তবে এই ট্রায়াডের কিছু অস্বস্তিকর দৃষ্টিকোণ রয়েছে। এ ব্যাপারগুলো আমাদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। আমরা চেয়েছিলাম তুমি ডুয়াকে অত্যন্ত সরলভাবে শিক্ষা দেবে। অথচ ডুয়ার মনে ঢুকে গেছে অপর বিশ্বটি ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'আসলে ডুয়ার প্রশ্নের জবাব দেয়ার সময় আমার আরো সতর্ক থাকা দরকার ছিল,' করুণ গলায় বলল ওডিন।

'তাতেও কোন লাভ হতো না। ডুয়া নিজেই তার প্রশ্নের জবাব খুঁজে নিত। তবে এ ব্যাপারটাও আমাদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। বলতে খারাপই লাগছে তবু বলছি ডুয়া আমাদের জন্যে এক ভয়ংকর হুমকিতে পরিণত হয়েছে। সে পজিট্রন পাম্প বন্ধ করে দিতে চাইছে।'

'কিন্তু কিভাবে করবে ? পাম্পের কাছেই তো যেতে পারবে না সে। আর পারলেও পাম্পের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। পজিট্রন পাম্প সম্পর্কে কিছুই জানে না ডুয়া।'

'পাম্পের কাছে ও যেতে পারবে,' ইতস্তত ভঙ্গিতে বললেন লোস্টেন। 'সে পাথরের মধ্যে ঢুকে আছে। আমাদের নাগালের বাইরে।'

তথ্যটা হজম করতে সময় লাগল ওডিনের। বলল, 'কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ইমোশনালের পক্ষে—ডুয়া কক্ষনো—'

'ডুয়া পারে। পেরেছেও। তর্ক করে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। ক্যাভার্নের যে কোন জায়গায় ঢুকে পড়ার ক্ষমতা আছে ডুয়ার। তার কাছ থেকে কোন কিছুই লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। অপর বিশ্ব থেকে যে কম্যুনিকেশন আমরা পেয়েছি ওটা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে ডুয়া। এ ব্যাপারে ও কতটা জেনে ফেলেছে বলতে পারব না, তবে ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারছি।'

'ওহ্, ওহ্, ওহ্', পায়চারি শুরু করে দিল ওডিন। তার চেহারা বিমর্ষ এবং কুণ্ঠিত। 'ইস্টওয়াল্ড ব্যাপারটা জানেন?'

মুখ শুকনো করে জবাব দিলেন লোস্টেন, 'এখনো জানেন না। তবে জেনে ফেলবেন নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু ডুয়া এসব কম্যুনিকেশন দিয়ে করবেটা কি?'

'সে কম্যুনিকেশন ব্যবহার করে নিজস্ব কিছু মেথড পাঠাবে অপর পক্ষের কাছে।'

'কিন্তু অনুবাদ বা ট্রান্সমিট সম্পর্কে কিছুই জানে না ডুয়া।'

'দুটোই শিখে নিচ্ছে সে। ইস্টওয়াল্ডের চেয়েও ভাল জানে ডুয়া কম্যুনিকেশন সম্পর্কে। ভয়ানক এক মেয়ে ডুয়া। নিয়ন্ত্রণের বাইরে।'

শিউরে উঠল ওডিন। নিয়ন্ত্রণের বাইরে? যন্ত্র নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে যে কি হবে! সে বলল, 'যা ভাবছেন অবস্থা অতটা খারাপ নাও হতে পারে।'

'হবে। ডুয়া ইতিমধ্যে কম্যুনিকেট করে ফেলেছে। আমার ধারণা, ডুয়া অপর বিশ্বের বাসিন্দাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছে তাদের অংশের পজিট্রন পাম্প বন্ধ করে দেয়ার জন্যে। ওদের সূর্যের বিস্ফোরণ ঘটার আগে যদি এ কাজ তারা করে তাহলে আমরা শেষ।'

'কিন্তু তখন—'

'ডুয়াকে থামাতেই হবে, ওডিন।'

'কি-কিন্তু কিভাবে? আপনি কি ওকে উড়িয়ে—' কথাটা শেষ করল না ওডিন। সে জানে হার্ডওয়ানরা তাদের গুহায় বিস্ফোরক পুঁতে

রেখেছেন, বিস্ফোরক-ডিভাইস পোঁতা হয়েছে যখন থেকে পৃথিবীর জনসংখ্যা কমতে শুরু করল তখন থেকে। ওরা কি ডুয়ার গোপন আস্তানা খুঁজে বের করে তাকে উড়িয়ে দেবেন ?

'না,' বললেন লোস্টেন। 'আমরা ডুয়ার কোন ক্ষতি করতে চাই না।'

'ইস্টওয়াল্ড হয়তো—'

'ইস্টওয়াল্ডও তার কোন ক্ষতি করতে পারবেন না।'

'তাহলে কি করবেন ?'

'এখন তুমি, ওডিন। তুমিই শুধু পার আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে।'

'আমি ? আমি কি করব ?'

'বিষয়টি নিয়ে ভাবো,' জরুরি গলায় বললেন লোস্টেন।

'কি নিয়ে ভাবব ?'

'এর বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। 'ভাবো! সময় কিন্তু খুব কম।'

ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, চলে গেলেন দ্রুত।

ওডিন তাঁর গমন পথের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। বিভ্রান্ত এবং হতবুদ্ধি হয়ে।

৫ গ

ট্রিটের হাতে অনেক কাজ। বাচ্চাদের এমনিতেই অনেক যত্নের প্রয়োজন। তবে একা একটি বেবী-মিড-এর যত্নের দরকার দু'টি শিশু-লেফট এবং শিশু-রাইটের চেয়েও। বিশেষ করে সে যদি হয় ডেরোলার মত বেবী-মিড। ওকে ব্যায়াম করাতে হয়, মিষ্টি মিষ্টি গল্প শোনাতে হয়, দূষণীয় কোন কিছু যাতে ছুঁয়ে না ফেলে সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়, বিশ্রাম নেয়াতে হয়। আরো কত কি।

দীর্ঘ সময় পরে ওডিনকে আবার দেখল ট্রিট। তবে ওডিনের অনুপস্থিতি তাকে বিচলিত করতে পারে নি। ডেরোলাকে নিয়েই তার সময় দিব্যি কেটে গেছে।

ওডিনকে দেখে ট্রিট জিজ্ঞেস করল, 'লোস্টেন কি ডুয়ার ওপর রাগ করেছেন ?'

ওডিন বলল, 'লোস্টেন ?—হ্যাঁ, রাগ করেছেন। ডুয়া অনেক ক্ষতি করছে।'

'ওর বাড়ি ফিরে আসা উচিত, তাই না ?'

ওডিন কটমট করে তাকাল ট্রিটের দিকে। 'ট্রিট,' বলল সে। 'ডুয়াকে আমাদের ঘরে ফিরিয়ে আনতেই হবে। তবে ও কোথায় আছে আগে জানা দরকার। নবজাতক শিশুর পিতা হয়েছ, তোমার প্যারেন্টাল সেনসিভিটি তো এখন অনেক উঁচুতে। ওটা ব্যবহার করো।'

'না,' ট্রিটকে মনে হলো শক্ড্ হয়েছে। 'এটা ডেরোলার জন্যে ব্যবহার করব। এটা ডুয়ার জন্যে ব্যবহার করা ঠিক হবে না। আর ওতো ওর বাচ্চাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমরা ওর জন্যে ভাবব কেন ?'

'কিন্তু, ট্রিট, তুমি কি আর মিলিত হতে চাও না ?'

'কেন, ট্রায়াড তো কমপ্লিট হয়ে গেছে।'

'এর মানে এই নয় যে আর মিলিত হতে হবে না।'

ট্রিট বলল, 'কিন্তু ডুয়াকে কোথায় খুঁজব আমরা ? ছোট্ট ডোরোলা আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে না। আমি ওকে একা রেখে কোথাও যেতে চাই না।'

'হার্ডওয়ানরা ডেরোলার দেখাশোনা করবেন। তোমাকে এবং আমাকে হার্ড-ক্যাভার্নে যেতে হবে ডুয়ার খোঁজে।'

ট্রিট ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করল। ডুয়াকে নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা নেই। ওডিনকে নিয়েও নয়। ডেরোলা ছাড়া আর কারো কথা ভাবে না সে এখন। সে বলল, 'অন্য কোনদিন যাব। ডেরোলা একটু বড় হোক। তারপর, এর আগে নয়।'

'ট্রিট,' আবেদনের সুরে বলল ওডিন, 'ডুয়াকে খুঁজে পেতেই হবে। নইলে...নইলে বাচ্চাগুলোকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়া হবে।'

'কারা নেবে ?' জিজ্ঞেস করল ট্রিট।

'হার্ডওয়ানরা।'

চুপ হয়ে গেল ট্রিট। ওর মুখে আর কোন কথা যোগাচ্ছে না। এরকম অদ্ভুত কথা সে জীবনেও শোনেনি। ওডিনের কথা হজম করা মুশকিল।

ওডিন বলল, 'ট্রিট, আমাদেরকে চলে যেতে হবে। কেন, এখন আমি তা জানি। চলে যেতে হবে তোমাকে এবং ডুয়াকেও। আমাদের সবাইকেই চলে যেতে হবে। কারণ ডুয়া ধ্বংস করছে পৃথিবী।'

পিছিয়ে যেতে শুরু করল ট্রিট। 'ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ো না, ওডিন... তোমার চাউনি আমাকে... তোমার চাউনি আমাকে...'

'আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না, ট্রিট,' ব্যথিত গলায় বলল ওডিন। 'আমি জানি যে আমি, তুমি, সবাই... তবে ডুয়াকে খুঁজে পেতেই হবে।'

'না, না।' যন্ত্রণায় কাতরে উঠল ট্রিট। ওডিনকে তার নতুন লাগছে। অচেনা, ভয়ংকর এক ওডিন। ওডিন বলছে তাকে মরতে হবে, মরতে হবে তার বেবী-মিডকে। কিন্তু কেন ? আর সব প্যারেন্টালরা তো দীর্ঘদিনও বেঁচে থাকে। তার বেলায় এমন হবে কেন ? এটা মোটেই ঠিক কাজ হচ্ছে না। মোটেই ঠিক না।

হাঁপিয়ে উঠল ট্রিট, 'দোষটা ডুয়ার। ওই আগে মরুক।'

হিম শীতল কণ্ঠে ওডিন বলল, 'আমাদের হাতে অন্য কোন বিকল্প নেই।'

ট্রিটও জানে সে কথা। কিন্তু এখন কি করবে সে ?

৬ ক

ডুয়ার শীত করছে। শুকিয়ে গেছে সে অনেক। শুকনো খড়ের আঁটির মত লাগছে নিজেকে। ভেবেছিল খোলা জায়গায় বসে সূর্যের আলো গ্রহণ করবে। কিন্তু ওডিনের সাথে দেখা হয়ে যাবার পরে সে আশার গুড়েবালি। হার্ডওয়ানদের ব্যাটারি থেকে খাবার পাবার সম্ভাবনাও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। পাথরের নিরাপদ আশ্রয় রেখে বাইরে যাবার সাহস পাচ্ছে না ডুয়া। ফলে খাবারের অভাবে পড়েছে সে।

শুধু খিদে লাগছে ডুয়ার। সারাক্ষণই খিদে পাচ্ছে। সে জানে হার্ডওয়ানরা তার গোপন আস্তানার খবর পেয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে ওঁদের উপস্থিতি টের পায় সে বাইরে। মনে হয় ভয় পেয়ে গেছেন ওঁরা। ডুয়াকে ভয় পাচ্ছেন তাঁরা। ভয় পাচ্ছেন ভেবে এমন একটা যন্ত্র তাঁরা বানিয়েছেন যেটা তাঁদের কথা শোনে না।

তবে হার্ডওয়ানদের সযত্নে এড়িয়ে যাচ্ছে ডুয়া। ওঁরা কোথায় যান আগেভাগেই টের পেয়ে যায় সে। ফলে ডুয়াকে ধরা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কারণ সব জায়গায় তাঁরা নজর রাখতে পারেন না।

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ডুয়া একটা ঘূর্ণি তুলে। কম্যুনিকেশনের রেকর্ড করা নকলগুলোর দিকে তাকাল। এগুলো হার্ডওয়ানরা পেয়েছেন অপর বিশ্ব থেকে। ওঁরা জানেন না ডুয়া এগুলোর পেছনে লেগে আছে। কম্যুনিকেশনগুলো তাঁরা লুকিয়ে রাখলেও কোন ফায়দা হবে না। ডুয়া ঠিকই খুঁজে বের করে আনবে। ওগুলো ধ্বংস করে ফেললেও ক্ষতি নেই। ডুয়ার স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে আছে সব।

প্রথম দিকে কম্যুনিকেশনগুলোর অর্থ বুঝতে পারেনি ডুয়া। কিন্তু পাথরের মধ্যে থাকতে থাকতে ওর উপলব্ধি ক্ষমতা প্রবল হয়ে উঠেছে, সিম্বল বা চিহ্নগুলো কি অর্থ বহন করছে বুঝতে না পারলেও ওগুলো ডুয়ার ভেতর অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল।

ডুয়া মার্কিংগুলো এমন জায়গায় রেখেছে যেখান থেকে ওগুলো পাঠানো যাবে অপর বিশ্বে। মার্কিংগুলোতে লেখা ছিল বি-ভী-ষি-কা। এর অর্থ বুঝতে পারেনি ডুয়া। তবে মার্কিংগুলোর আকৃতি তাকে ভীত করে তোলে। হয়তো এ মার্কিং দেখে অপর বিশ্বের প্রাণীরাও ভয় পেয়েছে।

ডুয়ার পাঠানো মেসেজের যখন জবাব এল, ওগুলোর মাঝে উত্তেজনার গন্ধ পেল সে। সব মেসেজের জবাব ডুয়া পায় নি। কখনো কখনো হার্ডওয়ানদের কাছে ধরা পড়ে গেছে ব্যাপারটা। ওঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কি করছে ডুয়া। তবে মেসেজ পড়তে পারেন নি তাঁরা, মেসেজটার ভেতরের আবেগ উপলব্ধি করতেও ব্যর্থ হয়েছেন।

অবশ্য ডুয়া এসব গ্রাহ্য করেনি। তার উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে হবে। একটি মেসেজের জন্যে অপেক্ষা করছিল ডুয়া। ওটা এল একদিন : পা-ম-প খা-রা-প।

এ মেসেজ নিয়ে এল ভয় এবং ঘৃণা যা মনে মনে চেয়েছে ডুয়া। সে ওটাকেই আবার বিস্তৃত রূপ দিয়ে পাঠিয়ে দিল, আরো বেশি ভয় এবং ঘৃণা নিয়ে। এখন সারা বিশ্বের লোকজন ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। তারা বন্ধ করবে পাম্প। তখন হার্ডওয়ানদের নতুন কোন উপায় খুঁজে বের করতে হবে, শক্তির অন্য কোন সূত্র; তখন আর তাদেরকে অপর বিশ্বের হাজার হাজার প্রাণীকে মেরে ফেলতে হবে না।

অনেক বেশি বিশ্রাম নেয়া হয়ে গেছে ডুয়ার। এবার তাকে খাবারের সন্ধানে বেরুতে হবে। স্টোরেজ ব্যাটারি থেকে খাবার পেলেও হয়। অবশেষে গুহা থেকে বেরিয়ে এল ডুয়া।

একটা ব্যাটারি খুঁজে পেতে ওটাই চুষতে লাগল বুভুক্ষের মত। তারপর ফেলে দিল ঘৃণা ভরে। পজিট্রন পাম্প এখনো চলছে। তার মেসেজ কি অপর বিশ্বের বাসিন্দারা গুরুত্ব সহকারে নেয় নি ? নাকি মেসেজ তাদের হাতেই পৌঁছায়নি ? মেসেজের অর্থ ওরা বুঝতে পারেনি ?

আবার চেষ্টা করতে হবে ডুয়াকে। এবার সিম্বল বা চিহ্নগুলোকে সে ধাতব পদার্থ দিয়ে লিখল।

পাম্প থামে না থামে না আমরা থামাই না আমরা বিপদ বুঝতে পারছি না পারছি না পারছি না আপনারা থামান দয়া করে তবে আমরা থামাব প্লীজ আপনারা থামান বিপদ বিপদ বিপদ থামান। আপনারা থামান থামান পাম্প।

মেসেজটা ট্রান্সমিট করার জায়গায় রাখল ডুয়া। হঠাৎ ওর শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা উঠল। সময় ফুরিয়ে আসছে বুঝতে পারল ডুয়া। সে ট্রান্সমিশনের কন্ট্রোল ধরে চাপ দিল।

সাঁৎ করে চলে গেল মেসেজ, একই সঙ্গে গোটা গুহা যেন ঝনঝন করে কেঁপে উঠল। চোখে বেগুনি রঙের সর্ষে ফুল ফুটে উঠতে দেখল ডুয়া। ওর মনে হলো ও মারা যাচ্ছে। ওর ক্লান্ত, বিধ্বস্ত শরীরটা পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে—

ওডিন—ট্রিট...

৬ খ

আসছে ওডিন। তার গায়ে অস্বাভাবিক আলো জ্বলছে। এভাবে আলো জ্বলতে কেউ দেখেনি আগে। ওডিন তার উপলব্ধি ক্ষমতা ব্যবহার করে ছুটে চলেছে ডুয়ার উদ্দেশে। টের পাচ্ছে ক্রমে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে ডুয়া। ট্রিট ওডিনের সাথেই আছে। ওডিনের সাথে তাল রাখতে হাঁপিয়ে উঠেছে সে।

বিধ্বস্ত অবস্থায় ডুয়াকে আবিষ্কার করল ওরা। বেঁচে আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। আকারে খুবই ছোট হয়ে গেছে ডুয়া। কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ইমোশনালকে এমন খর্বাকৃতির হতে দেখেনি কেউ আগে।

'ট্রিট,' বলল ওডিন, 'ব্যাটারিটা এখানে নিয়ে এসো। না—না—ওকে কোলে নেয়ার চেষ্টা করো না। ডুয়া এত পাতলা হয়ে গেছে যে কোলে নেয়া যাবে না। জলদি। ও কিন্তু মেঝের সাথে মিশে যাচ্ছে।'

হার্ডওয়ানরা ভিড় জমাতে শুরু করেছেন ডুয়ার কাছে। তারা অবশ্য আসতে দেরি করে ফেলেছেন। কারণ দূর থেকে অন্যদের লাইফ-ফর্ম চিহ্নিত করা তাঁদের পক্ষে কঠিন। শুধু যদি তাঁদের ওপর নির্ভর করা হতো, এতক্ষণে মারা যেতে ডুয়া। এনার্জি সাপ্লাই থেকে এখন আস্তে আস্তে জীবন ফিরে পাচ্ছে ডুয়া। হার্ডওয়ানরা নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন তার পাশে।

সিধে হলো ওডিন, এ এক নতুন ওডিন যে জানে আসলে কি ঘটতে যাচ্ছে। জরুরি এবং রাগী গলায় সে আদেশ করল হার্ডওয়ানদের এখান থেকে চলে যেতে। বিনাবাক্য ব্যয়ে চলে গেলেন তাঁরা।

নড়ে উঠল ডুয়া।

ট্রিট বলল, 'ও ঠিক আছে তো, ওডিন?'

'আস্তে, ট্রিট,' বলল ওডিন। 'ডুয়া?'

'ওডিন?' আবার নড়ে উঠল ডুয়া, ফিসফিসে কণ্ঠে বলল, 'ভেবেছিলাম মারা গেছি।'

'এখনো মরোনি, ডুয়া। এখনো নয়। আগে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নাও।'

'ট্রিট এসেছে?'

'এই যে আমি, ডুয়া,' বলল ট্রিট।

'আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না,' বলল ডুয়া। 'সব শেষ হয়ে গেছে। যা চেয়েছি তা করেছি। পজিট্রন পাম্প—বন্ধ হয়ে যাবে শীঘ্রি। এতে আমার কোনই সন্দেহ নেই। হার্ডওয়ানদের এরপর ক্রমাগত প্রয়োজন হবে সফটওয়ানদের। আর ওরা তোমাদের দেখাশোনা করতে পারবেন, অন্তত বাচ্চাদের যত্ন তো নেবেন।'

কিছু বলল না ওডিন। ট্রিটকেও কথা বলতে নিষেধ করেছে। সে ধীরে ধীরে রেডিয়েশন পাওয়ার ঢালছে ডুয়ার মুখে। মাঝে মাঝে বিরতি দিচ্ছে, ডুয়াকে বিশ্রাম করার সুযোগ দিচ্ছে। তারপর আবার ঢালছে।

বিড়বিড় করল ডুয়া। 'যথেষ্ট হয়েছে। যথেষ্ট।' ওর শরীর শক্তভাবে মোচড় খেতে শুরু করেছে।

কিন্তু ট্রিট ওকে খাইয়েই চলল।

অবশেষে কথা বলল ওডিন, 'ডুয়া, তুমি ভুল ভেবেছ। আমরা যন্ত্র নই। আমরা কি তা আমি জানি। বিষয়টা আরো আগে জানলে আরো আগে ছুটে আসতাম তোমার কাছে। লোস্টেন যখন বললেন চিন্তা করতে তখনই আমি আসল ঘটনাটি জানতে পারলাম।'

গুঙিয়ে উঠল ডুয়া। বিরতি দিল ওডিন।

তারপর আবার শুরু করল, 'শোনো, ডুয়া, জীবনের একটি একক প্রজাতি রয়েছে। হার্ডওয়ানরা পৃথিবীতে একমাত্র জীবন্ত সৃষ্টি। তুমি এ তথ্যটা জানো। তোমার জানাটা সঠিক। তবে তার মানে এ নয় যে সফটওয়ানদের প্রাণ নেই, আমরা আসলে একই একক প্রজাতির অংশ বিশেষ। সফটওয়ানরা হলো হার্ডওয়ানদের অপরিণত আকৃতি। সফটওয়ান হিসেবে আমরাই প্রথম সন্তান, তারপর প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে সফটওয়ান, সবশেষে হার্ডওয়ান। আমার কথা বুঝতে পারছ তুমি?'

ট্রিট অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি বললে?'

ওডিন বলল, 'এখন তোমাকে বোঝানোর সময় নেই, ট্রিট। এখন শুধু ডুয়াকে বোঝাব।' ডুয়ার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। ডুয়ার গায়ের রঙ দুধের মত সাদা হয়ে আসছে। ওডিন বলল, 'শোনো, ডুয়া, আমরা যখন মিলিত হই, ট্রায়াডরা যখন মিলিত হয়, আমরা হার্ডওয়ানে পরিণত হই। হার্ডওয়ান হলো একের ভেতর তিন, এ কারণেই সে হার্ড। মিলনের সময় আমরা অচেতন থাকি। তাই বুঝতে পারি না আমরা আসলে হার্ডওয়ান। তবে এটা সাময়িক একটা ব্যাপার, তাই সময়টাকে আমরা পরবর্তীতে স্মরণ করতে পারি না। আমাদের পক্ষে কখনোই হার্ডওয়ান হয়ে বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়; ফিরে আমাদেরকে আসতেই হয়। তবে আমাদের সারা জীবন ধরে আমরা সমৃদ্ধ হতে থাকি। একেকটা পর্ব থাকে এর। প্রতিটি শিশুই নির্দিষ্ট একটি পর্ব নিয়ে জন্মায়। তৃতীয় সন্তান জন্মের পরে। যেটাকে শেষ পর্ব বলে অভিহিত করা যায়, এখানে র‍্যাশনাল মন বাকি দু'জনকে ছাড়াই হার্ডওয়ানদের অস্তিত্বের কথা মনে করতে পারে। শুধু তখন, শুধু তখনই সে একটি প্রকৃত মিলন উপহার দেয় যা সারা জীবনে পরিণত হয় হার্ডওয়ানে, ফলে ট্রায়াডের পক্ষে সম্ভব হয় নতুন একত্রিত একটি জীবন যাপনের পাশাপাশি শিক্ষা নেয়ারও। আমি তোমাকে বলেছিলাম চলে

যাওয়া মানে আবার নতুন করে জন্ম নেয়া। আগে ব্যাপারটা ভাল বুঝতাম না। এখন বুঝি।'

ডুয়া ওর দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করল, 'তুমি বিশ্বাস করার ভান করছ কেন, ওডিন ? এই-ই যদি সব হয় তাহলে হার্ডওয়ানরা আগে কেন একথা বলেননি তোমাকে বা আমাদেরকে ?'

'তাদের পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না, ডুয়া। বহু আগে যখন মিলন ছিল স্রেফ শরীরের অণুর একত্রিত হওয়া। বিবর্তন ধীরে ধীরে মনের উন্নতি সাধন করেছে। শোনো, ডুয়া, মিলন মানে দুটি মনের এক হওয়া। আর এ কাজটা আরো বেশি কঠিন এবং জটিল। এটা করতে হলে র‍্যাশনালদের একটি নির্দিষ্ট উন্নতি সাধন করতে হয়। আমরা সেটা পেরেছি, ডুয়া। হার্ডওয়ানরা বলেছেন আমাদের মত উন্নত ট্রায়াড নাকি তাঁরা জীবনেও দেখেননি। বিশেষ করে তোমার মত, ডুয়া, তোমার মত কেউ হয় না। লোস্টেন এক সময় ট্রায়াড ছিলেন, তাঁর বেবী-মিড ছিলে তুমি। তাঁর খানিকটা অংশ ছিল তোমার প্যারেন্টাল। উনি তোমাকে জানতেন, ডুয়া। উনিই তোমাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন।'

উঠে বসল ডুয়া। তার কণ্ঠ প্রায় স্বাভাবিক শোনাল, 'ওডিন! এসব বলছ আমাকে পটানোর জন্যে, না ?'

ট্রিট বলল, 'না, ডুয়া। ব্যাপারটা আমিও অনুভব করতে পারছি।'

'ও পারছে, ডুয়া,' বলল ওডিন। 'তুমিও পারবে। তুমি আরেকবার মিলিত হতে চাও না ? শেষবারের মত ? আর মাত্র একবার ?' ডুয়াকে তুলে ধরল ওডিন। ওর গা ভীষণ গরম। আরো সরু হয়ে যাচ্ছে ডুয়া।

'তুমি যা বলছ তা যদি সত্যি হয়, ওডিন,' হাঁপিয়ে উঠল ডুয়া। 'আমরা যদি হার্ডওয়ান হতে পারি, তাহলে আমরা প্রয়োজনীয় একজনও হতে পারব, তাই না ?'

'সবচে' প্রয়োজনীয়। এমন সৃষ্টি আর কখনো হবে না।'

ডুয়া বলল, 'তাহলে আমরা ইস্টওয়াল্ডকে বোঝাতে পারব পাম্প চালু রাখার আর প্রয়োজন নেই। আমরা জোর করে—'

মিলন শুরু হয়ে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একে একে আসতে শুরু করলেন হার্ডওয়ানরা। তাদেরকে অস্পষ্ট লাগল ওডিনের চোখে। কারণ সে-ও মিলনে অংশ নিয়েছে, গলতে শুরু করেছে।

এবারের মিলনটা আগের মত হলো না। কোন উচ্ছ্বাস বা আবেগ নেই, স্রেফ মসৃণ, ঠাণ্ডা, শান্তিময় মুভমেন্ট। ওডিন টের পেল সে ডুয়ার অংশ হয়ে যাচ্ছে, সারা পৃথিবী যেন ঢুকে যাচ্ছে তার ভেতরে, তীক্ষ্ণ করে তুলছে ইন্দ্রিয়গুলোকে। পজিট্রন পাম্প এখনো চলছে—চলছে কেন?

ট্রিটও গলে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে ডুয়া এবং ওডিনের শরীরে। তার মনে পড়ল বাচ্চাদের কথা। সে শেষ মুহূর্তে চিৎকার করে উঠল, 'না, আমরা ইস্টওয়াল্ডকে থামাতে পারব না। আমরা ইস্টওয়াল্ড। আমরা—'

ডুয়াও চিৎকার করে উঠল। তারপর এক মুহূর্ত পরে ডুয়ার আর অস্তিত্ব রইল না। রইল না ওডিন। কিংবা ট্রিট।

৭ ক খ গ

ইস্টওয়াল্ড দ্রুত এগিয়ে গেলেন অপেক্ষমাণ হার্ডওয়ানদের কাছে। বাতাসে কম্পন তুলে দুঃখী দুঃখী গলায় বললেন, 'এখন আমি চিরস্থায়ীভাবে আপনাদের কাছে চলে এসেছি। আর আমাদের সামনে এখন অনেক কাজ পড়ে আছে—'

তৃতীয় ভাগ

...ব্যর্থ লড়াইয়ের চেষ্টা ?

১

উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত সেলেনি লিন্ডস্ট্রমের হাঁটার ছন্দে রয়েছে স্প্রিং-এর হালকা ছোঁয়া, যা প্রথম দর্শনেই ট্যুরিস্টদেরকে মুগ্ধ এবং বিস্মিত করে তোলে। অবশ্য সেই সাথে এটাও বোঝা যায় ছন্দময় ভঙ্গিতে হাঁটা সেলেনির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

'এখন লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে,' হাসি মুখে ঘোষণা করল সেলেনি। ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলাগণ, যে খাবারটা আপনারা খাবেন ওটার স্বাদ আপনাদের কাছে অপরিচিত ঠেকলেও জিনিসটা আসলে যথেষ্ট পুষ্টিকর। ...এদিকে আসুন, স্যার। আশা করি মহিলাদের সাথে বসতে কিছু মনে করবেন না...এক মিনিট। সবার জন্যেই আসনের ব্যবস্থা আছে... দুঃখিত, পানীয় আপনারা যার যা খুশি নিতে পারবেন তবে মূল কোর্স সবার জন্যে একটাই। ভিল... না, না। ওতে কৃত্রিম ফ্লেভার এবং টেকশ্চার দেয়া হলেও খাবারটা ভারি সুস্বাদু।'

ট্যুরিস্টদেরকে বসার ব্যবস্থা করে নিজে বসল সেলেনি। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল একটা।

এমন সময় ট্যুরিস্টদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একজন এগিয়ে গেল সেলেনির দিকে। বসল তার পাশে।

'কিছু মনে করলেন না তো?' জিজ্ঞেস করল সে।

সেলেনি তাকাল লোকটার দিকে। দ্রুত মানুষ বিচার করার ক্ষমতা আছে ওর। মনে হলো এ লোক ঝামেলা পাকাবে না। সে বলল, 'না। ঠিক আছে। আপনি ওদের দলের নন?'

দু'পাশে মাথা নাড়ল লোকটা। 'না। আমি একা। আর একা হলেও কারো সঙ্গে দেখা হোক তা আমি চাইনা।' আবার লোকটাকে লক্ষ করল সলেনি। বছর পঞ্চাশ হবে বয়স। চোখ জোড়া চকচকে। চেহারা দেখেই বোঝা যায় এ লোক পৃথিবী থেকে এসেছে। সেলেনি জানতে চাইল, 'পৃথিবী থেকে এসেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা, 'জ্বী।'

শ্রাগ করল সেলেনি। সে দেখতে বেশ সুন্দরী। বেশিরভাগ চন্দ্র-কন্যার মতই তার চোখ। তবে চুল মধু রঙা আর নাকটা বেশ খাড়া।

পৃথিবীবাসী এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেলেনির ব্লাউজের ওপর লাগানো নেম-প্লেটের দিকে। সে কি সত্যি নেম-প্লেট দেখছে নাকি সেলেনির ভরাট বুক লক্ষ করছে বোঝা মুশকিল। তবে সেলেনি ধারণা করল, বুক নয়, লোকটা নেম-প্লেটই দেখছে। অবশ্য প্রায় স্বচ্ছ ব্লাউজের নিচে আর কিছু পরা নেই সেলেনির। ফলে সব দেখা যাচ্ছে।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কি সেলেনি নামে আরো মেয়ে আছে?'

'প্রচুর,' জবাব দিল সেলেনি। 'শুধু সেলেনি নয় সিনথিয়া, ডায়না, আর্টেমিস নামের মেয়েও আছে শত শত। সেলেনি নামটা বিরক্তিকর। অর্ধেক সেলেনির কথা জানি যাদেরকে 'সিলি' বলে ডাকা হয়, বাকি অর্ধেককে 'লেনা।'

'আপনি কোন্ অর্ধেক?'

'কোন অর্ধেকই না। আমি সেলেনি। এই নামেই সবাই ডাকে।'

পৃথিবীবাসী মৃদু হাসল। এক ওয়েট্রেস খাবার নিয়ে এল ওদের টেবিলে, দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে প্লেটগুলো রাখল।

মেয়েটির দ্রুতগতি দেখে অভিভূত পৃথিবীবাসী। বলল, 'প্লেটগুলোকে যেন শূন্যে ভাসিয়ে এনেছ তুমি।'

জবাবে হাসল ওয়েট্রেস। হাসিটা মুখে ধরে রেখে চলে গেল অন্যদিকে।

সেলেনি বলল, 'তবে আপনি ওর মত প্লেট ধরতে যাবেন না, ও মাধ্যাকর্ষণের সাথে অভ্যস্ত তাই দ্রুত কাজ করতে পারে।'

'আমি প্লেট তুলতে গেলে ফেলে দিতে পারি, তাই না?'

'ফেলে দিয়ে বিশ্রী অবস্থা করবেন,' বলল সেলেনি।

'ঠিক আছে। তাহলে সে চেষ্টা বাদ।'

'ট্যুরিস্টরা বেশিরভাগই প্লেট তুলতে গিয়ে ফেলে দেয়। আর প্রতি দশজনে একজন চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খাবেই। আমি ওদেরকে সাবধান করে দিই। কিন্তু কেউ শোনে না আমার কথা। তেমনি ঝামেলায়ও পড়ে।'

পৃথিবীবাসী সাবধানে একটা চামচ হাত নিল। 'আসলে এখানে বসে খাওয়াটাই ঝুঁকিপূর্ণ।'

'তা ঠিক। তবে অভ্যস্তও হয়ে যাবেন তাড়াতাড়ি। অন্তত খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে। আর এখানে হাঁটাহাঁটি করাতো আরো কঠিন। কোন পৃথিবীবাসীকে দেখিনি এ জায়গায় ঠিক মত দৌড়াতে পেরেছে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ খেয়ে চলল ওরা। তারপর পৃথিবীবাসী প্রশ্ন করল, 'আপনার নামের শেষে 'এল্' অক্ষরটি দেখতে পাচ্ছি। 'এল' দিয়ে কি হয় ?' সে আবার তাকিয়েছে সেলেনির নেম-প্লেটের দিকে। ওতে লেখা 'সেলেনি লিন্ডস্ট্রম এল।'

'এল্ মানে লুনা,' বলল সেলেনি। 'এল অক্ষরটি আমাকে অভিবাসীদের কাছ থেকে আলাদা করে রেখেছে। আমার জন্ম কিন্তু এখানে।'

'সত্যি ?'

'এতে অবাক হবার কিছু নেই। গত পঁচিশ বছর ধরে এখানে আমরা একটা কর্মঠ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি। আপনার কি ধারণা এখানে সন্তান জন্ম নিতে পারে না ? এখানে জন্ম গ্রহণ করেছে এমন লোকের অভাব নেই। এদের কেউ কেউ দাদুও হয়েছে।'

'আপনার বয়স কত ?'

'বত্রিশ।'

পৃথিবীবাসীকে বিস্মিত মনে হলো, বিড়বিড় করল, 'তা হতেও পারে।'

কপালে ভুরু তুলল সেলেনি। 'আপনি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন ? অনেককে তো বয়সের ব্যাখ্যা দিতেই মুখ ব্যথা হয়ে যায়।'

পৃথিবীবাসী বলল, 'আমি জানি চেহারায় বয়সের ছাপ বেশি পড়ে পেশির ওপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির চাপের কারণে। চিবুক নেমে যায়, বুক ঝুলে পড়ে। চাঁদে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিমাণ পৃথিবীর ছয়ভাগের একভাগ। কাজেই চাঁদের মানুষকে অপেক্ষাকৃত তরুণ তো লাগবেই।'

সেলেনি বলল, 'শুধু তরুণই লাগে। তার মানে এই নয় যে আমরা অমর। পৃথিবীবাসীর মতই আমাদের গড় আয়ু। তবে আমরা বুড়ো হলেও ঘাবড়ে যাই না।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল পৃথিবীবাসী। চুমুক দিল কফির কাপে।

'আমরা ইচ্ছে করলেই পৃথিবী থেকে খাবার আর পানীয় আনার ব্যবস্থা করতে পারি,' বলল সেলেনি। 'তবে আনি না।। কারণ ওই সময়টা মহাশূন্যে আরো জরুরি কাজে ব্যবহার করতে পারি। তাছাড়া চাঁদের খাবারেই আমাদের চলে যায়।'

'আচ্ছা, মিস লিন্ডস্ট্রম,' বলল পৃথিবীবাসী। 'আপনাদের ট্যুরিস্ট পথপঞ্জিতে প্রোটন সিনক্রট্রনের কথা উল্লেখ নেই কেন?'

'প্রোটন সিনক্রট্রন?' সেলেনির কফি পান করা শেষ, সে ঘরের চারদিকে চোখ বোলাচ্ছিল দেখতে ট্যুরিস্টদের খাওয়া শেষ হয়েছে কিনা। 'ওটা টেরেসট্রিয়াল প্রপার্টি। ট্যুরিস্টদের জন্যে উন্মুক্ত নয়। সরকারই আইনটা করেছে।'

'কিন্তু আমার যে ওটা দেখতে ইচ্ছে করছে।'

সেলেনি বলল, 'কপালে থাকলে দেখবেন। ...আপনি দেখছি বেশ পয়া মানুষ। এই প্রথম দেখলাম কোন ট্যুরিস্ট খেতে গিয়ে হাত থেকে প্লেট ফেলে দেয়নি কিংবা কোন মহিলা পড়ে যায়নি চেয়ার উল্টে।'

সিধে হলো সেলেনি। উঁচু গলায় বলল, 'ভদ্র মহিলা এবং ভদ্র মহোদয়গণ, আর দশ মিনিটের মধ্যে আমরা এখান থেকে চলে যাব। প্লেটগুলো যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দিন। পাশেই রেস্টরুম আছে। যার প্রয়োজন ওখানে যেতে পারেন। এরপর আমরা ফুড প্রসেসিং প্ল্যান্ট দেখতে যাব, যেখানে খাবার তৈরি হয় এবং সেইসব খাবার যেগুলো আপনারা এইমাত্র খেলেন।'

২

সেলেনি'র কোয়ার্টার্স ছোট হলেও ঘন এবং জটিল ডিজাইনের। জানালাগুলো সিনেমার পর্দার মত। তাতে নক্ষত্রমণ্ডলীর অপরূপ দৃশ্যবাজি ফুটে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। তিনটি জানালা মোট ঘরে। সেলেনি আকাশের তারা দেখতে চাইলেই ওগুলোকে টেলিস্কোপে রূপান্তর ঘটাতে পারে।

তবে এ ব্যাপারটা আবার পছন্দ নয় সেলেনির বন্ধু ব্যারন নেভিলের। জানালাকে সিনেমার পর্দা বা টেলিস্কোপ বানানোর কোন যুক্তি খুঁজে পায় না সে।

সেলেনির ঘরের আসবাবপত্র সুন্দর, দেয়াল বিমূর্ত চিত্রকলায় শোভিত। সে ঘরে এসে দেখল বরাবরের মত ব্যারন নেভিল শুয়ে আছে পাতলা কাউচে। তার এক পায়ে স্যান্ডেল, অন্য পা-টি কাউচের পাশে। খচখচ করে পেট চুলকাচ্ছিল ব্যারন।

সেলেনি বলল, 'একটু কফি বানিয়ে খাওয়াও তো, ব্যারন।'

সে দ্রুত জামা-কাপড় খুলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কাপড়গুলো লাথি মেরে ছুড়ে দিল ঘরের এক কোণে।

'ওই জিনিস গা থেকে সরাতে পারলে যে কি আরাম পাই।' বলল সেলেনি। 'পৃথিবীবাসীর মত অমন জোব্বাজুব্বি পরাটা আমার কাছে সবচে' অসহ্য লাগে।'

নেভিল রান্না ঘরে ঢুকল। সেলেনির কথা শুনেও শুনল না। এরকম অভিযোগ আগেও করেছে সেলেনি। সে বলল, 'তোমার পানির কি অবস্থা? পানি নেই বললেই চলে।'

'তাই নাকি?' বলল সেলেনি। 'বোধ হয় এবার বেশি পানি ব্যবহার করে ফেলেছি।'

'আজ কোন ঝামেলা হয়েছে?'

'নাহ্। তোমার কি খবর? নতুন কিছু ঘটেছে?'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল ব্যারন। চন্দ্রবাসীদের তুলনায় বেশ শক্ত-সামর্থ্য, পেশিবহুল পুরুষ সে। আর সুদর্শন।

ব্যারন বলল, 'বলার মত তেমন কিছু ঘটেনি। কমিশনারের বদলির আশায় আছি এখনো। দেখতে চাই গটস্টিন লোকটা কেমন।'

'ঝামেলা পাকাতে পারে?'

'যে সব ঝামেলা পোহাচ্ছি তার বেশি কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। আর ওরা করবেটাই বা কি? ইনফিলট্রেট করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। চন্দ্রবাসী বলে পৃথিবীবাসীর ছদ্মবেশ তুমি ধরতে পারবে না।'

সেলেনি কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, 'তবে কোন কোন চন্দ্রবাসী ভেতরে ভেতরে পৃথিবীবাসীর মত চিন্তা-ভাবনা কবতে পারে।'

'তা পারে। আর কারা এটা ভাবে তাও আমি জানতে চাই। মাঝে মাঝে ভাবি আমি হয়তো বিশ্বাস করতেই পারব না—আমি সিনক্রট্রন প্রজেক্ট নিয়ে প্রচুর সময় ব্যয় করছি অথচ কোন ফলই পাচ্ছি না। ভাগ্য সহায়তা করছে না আমাকে।'

'ওদের হয়তো তোমার ওপর আস্থা নেই। ওদেরকে এ জন্যে অবশ্য দোষ দেব না। তুমি তো সবসময় চোরের মত চলাফেরা কর।'

'তা কেন করব? সিনক্রট্রন রুম থেকে যখন বেরিয়ে যাই, বেশ ভাল লাগে আমার। আর কখনো ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু না গেলে ওরা সন্দেহ করবে।'

সেলেনির কফি খাওয়া শেষ। সে খালি কাপটার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'ওরা সবসময় আমাদের কফি নিয়ে ঠাট্টা করে। ট্যুরিস্টদের কথা বলছি। কেন করে জানি না। আমার কিন্তু খেতে ভালই লাগে। তুমি কখনো পৃথিবীর কফি খেয়েছ, ব্যারন?'

'না,' বলল ব্যারন।

'আমি একবার খেয়েছি। এক ট্যুরিস্ট পৃথিবী থেকে চুরি করে এনেছিল। নাম বলেছিল ইনস্ট্যান্ট কফি। আমাকে অফার করেছিল। ভাল লাগেনি খেতে। তেঁতো আর ধাতব মনে হয়েছে।'

'আমাকে বলোনি তো কথাটা আগে। ও বিনিময়ে কিছু করার চেষ্টা করেনি তোমাকে নিয়ে?'

'তা দিয়ে তোমার কি দরকার? আরে না, কিছু করার চেষ্টা করেনি। চেষ্টা করলে এক লাথি মেরে ফেলে দিতাম। আচ্ছা, ভাল কথা। জানো, আজ এক পৃথিবীবাসী সেধে এসে আমার পাশে বসেছিল।

'শুধুই বসেছিল? আর কিছু করেনি?'

'না। শুধু বসেছিল।'

'তোমার বুকের দিকে তাকায় নি?'

'বুক তো তাকিয়ে দেখার জন্যেই। না। আমার বুকের দিকে তার নজর ছিল না। আমার নেম-প্লেটের প্রতি আগ্রহ ছিল তার। নামের ব্যাখ্যা চাইল। প্রোটন সিনক্রট্রনের কথা জানতে চাইল।'

লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল ব্যারন নেভিল। 'কি! সিনক্রট্রনের কথা জানতে চেয়েছে! কি জানতে চেয়েছে?'

'তেমন কিছুই না। তুমি হঠাৎ এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলে কেন? ট্যুরিস্টরা কি করে না করে সে সব ব্যাপার তোমাকে জানাতে বলেছিলে। আর সিনক্রট্রন সম্পর্কে এই প্রথম একজন আমার কাছে জানতে চাইল। আর শুনেই তুমি লাফ মেরে উঠলে!'

'ঠিক আছে,' একটু বিরতি দিল ব্যারন, তারপর স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করল, 'সিনক্রট্রন সম্পর্কে তার আগ্রহের কারণ?'

'বলতে পারব না,' জবাব দিল সেলেনি। 'জানতে চাইল প্রজেক্টটা দেখতে পারবে কিনা। বিজ্ঞানের প্রতি তার আগ্রহ আছে মনে হলো।'

'নাম কি লোকটার?'

'জানি না। জিজ্ঞেস করি নি।'

'কেন?'

'কারণ পঞ্চাশোর্ধ্ব ওই লোকটার প্রতি আমি কোন আকর্ষণ অনুভব করি নি। তাছাড়া তাকে আমার স্রেফ একজন সাধারণ ট্যুরিস্ট মনে হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানী হলে এ প্রশ্নটা করত না সে, আসল জায়গায় চলে যেত।'

'মাই ডিয়ার, সেলেনি,' বলল ব্যারন। 'ব্যাপারটা আমাকে একটু ব্যাখ্যা করতে দাও। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি কেউ প্রোটন সিনক্রট্রন প্রজেক্ট দেখতে চায় তাহলে বলতেই হবে সে একটা অদ্ভুত মানুষ। আর এরকম অদ্ভুত মানুষ সম্পর্কেই আমরা জানতে চাই। তাছাড়া এ বিষয়টি নিয়ে তোমাকে প্রশ্ন করবে কেন সে?' দ্রুত পায়ে ঘরের শেষ প্রান্তে চলে গেল সে, আবার ফিরে এল। বলল, 'লোকটাকে তোমার কেমন মনে হয়েছে?'

'সেক্সুয়ালি?'

'আহ্, ভণিতা কোরো না। যা জানতে চেয়েছি তার জবাব দাও।'

বিরক্ত গলায় সেলেনি বলল, 'লোকটাকে আমার ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। আবার বিরক্তিকরও লেগেছে। তবে কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারব না। লোকটা বিশেষ কিছু বলে নি। কিছু করেও নি।'

'ইন্টারেস্টিং এবং বিরক্তিকর, তাই না? তাহলে লোকটার সঙ্গে আবার দেখা করো।'

'দেখা করে কি করব?'

'তার আমি কি জানি ? দেখা করে তার নাম জানতে চাইবে। অন্য কোন তথ্য আদায় করা সম্ভব হলে করবে। তোমার মাথায় ঘিলু তো কম নেই। একটু বুদ্ধি খাটাও না।'

'বেশ,' বলল সেলেনি, 'উঁচু পর্যায় থেকে যখন আদেশ এসেছে, পালন তো করতেই হবে।'

৩

কমিশনারের কোয়ার্টার্স অন্য চন্দ্রবাসীদের মতই সরু, অপরিসর। আসলে চাঁদে জায়গা খুব কম। তাই গাদাগাদি করে থাকতে হয়। বিলাসিতার কোন সুযোগ নেই। 'মানুষ এখনো পরিবেশের দাস।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লুইজ মনটেজ। 'দু'বছর ধরে চাঁদে বাস করছি, দেখতে দেখতে চল্লিশ পার হয়ে গেল। পৃথিবীতে ফিরে যাবার এখনই উপযুক্ত সময়। বয়স বাড়লে পূর্ণ-মাধ্যাকর্ষণের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারব না।'

কনরাড গটস্টিনের বয়স চৌত্রিশ, তবে দেখায় অনেক কম। গোল, প্রশস্ত মুখ। এ ধরনের চেহারা চন্দ্রবাসীদের মাঝে সচরাচর দেখা যায় না। তেমন পেশিবহুল নয় সে। তবে শরীরের তুলনায় মাথাটা বড়।

সে বলল, 'কৈফিয়ত দিচ্ছ মনে হচ্ছে।'

'ঠিক তাই,' বলল মনটেজ। 'দু'অর্থেই কৈফিয়ত দিচ্ছি। চাঁদের মত আকর্ষণীয় জায়গা, যা উত্তেজনায় ভরপুর, ছেড়ে যেতে বিব্রত বোধ করছি। আর বিব্রত বোধ করছি বলে আরো বেশি বেশি বিব্রত লাগছে। পৃথিবীর ভার তথা মাধ্যাকর্ষণের টান সহ্য করতে অনীহা প্রকাশ করার কারণেও আমার লজ্জা লাগছে। ক্যাঙ্গারুর হাঁটা দেখেছ কখনো গটস্টিন ?'

'টিভিতে দেখেছি।'

'তাহলে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারবে না তুমি। চন্দ্রপৃষ্ঠে হাঁটাচলা ভারি কঠিন জিনিস। তোমাকে খালি পেছন দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইবে। আর পৃথিবীর তুলনায় মনে হবে স্লোমোশনে হাঁটছ।'

'তুমি হাঁটা প্র্যাকটিস করেছ ? পার হাঁটতে ?'

'চেষ্টা করছি। তবে পৃথিবীবাসীর পক্ষে এখানে হাঁটাহাঁটি করা খুব কঠিন ব্যাপার। চন্দ্রবাসীদের এটা অভ্যাস হয়ে গেছে। তারা তো ছেলেবেলা থেকেই চন্দ্রপৃষ্ঠে হাঁটছে।'

'সে তো এখানে হাঁটতে পারছে,' মুচকি হাসল গটস্টিন। 'পৃথিবীতে গেলে ওদের দশা কি হবে ভাবো একবার।'

'তাদেরকে পৃথিবীতে যেতে হবে না। এতে অবশ্য আমাদের সুবিধেই হয়েছে। আমরা পৃথিবী এবং চাঁদ দু'জায়গাতেই থাকতে পারব। কিন্তু চন্দ্রবাসীদের শুধু চাঁদেই থাকতে হবে। তবে মাঝে মাঝে ব্যাপারটা যেন ইচ্ছে করেই আমরা ভুলে যাই। কারণ চন্দ্রবাসীদের সাথে ইম্মিদের মিশিয়ে ফেলি।'

'কিসের সাথে ?'

'ইম্মি। মানে আর্থ-ইমিগ্রান্ট। যারা চাঁদে কম বেশি সময় বাস করছে অথচ জন্ম ও বেড়ে ওঠা পৃথিবীতে, এরাই হলো পৃথিবী অভিবাসী। অভিবাসীরা পৃথিবীতে ফিরতে পারবে, কিন্তু প্রকৃত চন্দ্রবাসীর শরীরের গঠন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ সহ্য করে টিকে থাকার মত নয়। এ নিয়ে চাঁদে প্রথম দিকে অনেক করুণ ঘটনা ঘটেছে।'

'তাই ?'

'হ্যাঁ, তাই। যে সব মানুষ তাদের চাঁদে জন্ম হওয়া সন্তান নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে তাদের কথা আমরা ভুলে যাই। আমরা আমাদের সমস্যা নিয়ে এত বিব্রত থাকি যে মৃত প্রায় বাচ্চাদের দিকে নজর দেয়ার সময় কোথায় ? তবে চাঁদে, যে সব চন্দ্রবাসী পৃথিবীতে গিয়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে মারা গেছে, তাদের নাম স্মরণে রাখা হয়।'

'ধারণা ছিল পৃথিবীতে বসে চাঁদ সম্পর্কে যাবতীয় ব্রিফিং আমি পেয়ে গেছি, বলল গটস্টিন। ' এখন দেখছি জানার বাকি রয়ে গেছে আরো অনেক কিছু।'

'পৃথিবীতে বসে চাঁদ সম্পর্কে সবকিছু জানা অসম্ভব ব্যাপার। তাই আমার পূর্ব পুরুষদের মত তোমাকেও এ বিষয়ে একটি ফুল রিপোর্ট দিয়েছি। চাঁদকে তোমার অদ্ভুত মনে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। পৃথিবীতে বসে নিশ্চয় চাঁদেব খাবার খেয়ে দেখনি। খাবার সম্পর্কে শুধু বর্ণনা দিলে বাস্তবতা ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না তুমি...তবে খাবারটা পছন্দ করতে হবে তোমাকে। পৃথিবীর মাল এখানে নিয়ে আসা আমার পছন্দ নয়। স্থানীয় পানীয় এবং খাবারই আমাদের খাওয়া উচিত।'

'তুমি যখন দু'বছর ধরে খেতে পারছ, আমিও পারব।' 'আমি একটানা খাচ্ছি না। মাঝে মাঝে ছুটিছাটায় বিরতি নেয়া যায়। এখন ওদের খাবার খাওয়া না খাওয়া তোমার ইচ্ছে। কথাটা তোমাকে ওরা নিশ্চয়ই বলেছে।'

'তা বলেছে,' স্বীকার করল গটস্টিন।

'তোমাকে একটা কথা বলি, গটস্টিন,' সিরিয়াস দেখাল মনটেজকে। 'চন্দ্র কলোনিতে মোটামুটি দশ হাজার লোকের বাস। এর অর্ধেকেরও কম স্থানীয় চন্দ্রবাসী। এরা নানা সমস্যায় ভুগছে। রিসোর্স সমস্যা, জায়গার সমস্যা, তাছাড়া—'

'তাছাড়া কি?' জিজ্ঞেস করল গটস্টিন।

'এখানে কিছু একটা ঘোঁট পাকাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। জিনিসটা কি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে বিপজ্জনক কিছু হতে পারে।'

'বিপজ্জনক কেন হবে? চন্দ্রবাসীরা আমাদের কি করতে পারবে? পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে?' হাসল গটস্টিন।

'না, না। ব্যাপারটা তারচে'ও নিগূঢ়।' মনটেজ হাতের চেটো দিয়ে চোখ ঘষল। তোমাকে সত্যি কথাটাই বলি। পৃথিবী তার তেজ বা সাহস হারিয়েছে।'

'মানে কি এ কথার?'

'যে মুহূর্তে চন্দ্র কলোনি তৈরি হচ্ছিল, ওই সময় পৃথিবী বিরাট এক সমস্যার মাঝ দিয়ে যাচ্ছিল। তুমি তো জানই সে কথা।'

'জানি,' বলল গটস্টিন।

'পৃথিবীর জনসংখ্যা দু'হাজার থেকে দু'হাজার কোটিতে ঠেকেছে। তবে টেকনোলজির খুব বেশি উন্নতি হয়নি। পৃথিবী এখন পিছু হঠছে, রিট্রিট করছে মানব সভ্যতা। মানুষ চাঁদে এসে ভিড় করছে। চাঁদের বাসযোগ্য সবই এখন মানুষের তৈরি। তবে চাঁদের মানুষ এটা মেনে নিতে পারছে না। ওদিকে পৃথিবীর প্রধান সোর্স এখন দাঁড়িয়েছে চাঁদ। পৃথিবী যেভাবে চাঁদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে এটাই তাদের একমাত্র সোর্স হয়ে উঠতে পারে। আচ্ছা, তোমার সঙ্গে ফ্রেডরিক হাল্লামের কখনো সাক্ষাৎ হয়েছে?'

হাসল গটস্টিন। 'হয়েছে। ইলেকট্রন পাম্পের জনক তো? এ কথাটা বোধকরি তিনি তাঁর বুকে উল্কি করে রেখেছেন।'

'তোমার হাসি দেখেই বুঝতে পারছি হাল্লামকে তুমি কোন্ চোখে দেখ। আচ্ছা, নিজেকেই প্রশ্ন করো—হাল্লামের মত মানুষ কি সত্যি ইলেকট্রন পাম্পের জনক হতে পারে ? আসল সত্য হলো, ইলেকট্রন পাম্পের কোন জনক নেই। প্যারা-ইউনিভার্সের প্যারা-মানবরা এটা আবিষ্কার করেছে। হাল্লাম ছিলেন তাদের অ্যাক্সিডেন্টাল ইন্সট্রুমেন্ট। পৃথিবীর পুরোটাই তাদের অ্যাক্সিডেন্টাল ইন্সট্রুমেন্ট।'

'তবে ওদের কাছ থেকে ঠিকই সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিয়েছি আমরা।'

'তা নিয়েছি। তবে চাঁদে কোন ইলেকট্রন পাম্প নেই জান বোধহয়।'

গটস্টিন বলল, 'ওদের প্রয়োজন নেই বলেই হয়তো নেই। চন্দ্রমানবদের শক্তির যোগান তো সৌর ব্যাটারিই করছে।'

'তবে সোলার ব্যাটারির নির্মাতা কিন্তু পৃথিবীর মানুষ। চাঁদের জন্যে একটা ইলেকট্রন পাম্প তৈরি হয়ে গেছে। ওটাকে স্থাপনের চেষ্টাও করা হয়েছিল।'

'তারপর ?'

'কাজ হয়নি। প্যারা-মানবরা টাংস্টেন নিতে রাজি হয় নি।'

'জানতাম নাতো!' অবাক হলো গটস্টিন।

শ্রাগ করল মনটেজ। 'কেই বা জানত ? আমাদের আগেই বোঝা উচিত ছিল যে প্যারা-মানবরা এমন একটা জগতে বাস করে যেখানে স্যাটেলাইটের ব্যবস্থা নেই, যে ওদের অন্য ভুবন সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। কথা হলো, বিষয়টির প্রতি প্যারা-মানবদের আগ্রহ নেই। আর ওদেরকে ছাড়া আমরা কিছু করতেও পারব না।'

'আমরা মানে পৃথিবীবাসীরা ?'

'হ্যাঁ।'

'আর চন্দ্রবাসীরা ?'

'তারা এর মধ্যে জড়িত নয়।'

'আগ্রহ নেই ?'

'বলতে পারব না। এটাই আমার ভয় এবং অস্বস্তির কারণ। চন্দ্রবাসীরা—স্থানীয় চন্দ্রবাসীরা পৃথিবীবাসীর মত চিন্তা-ভাবনা করে না। এদের পরিকল্পনা কি বা এরা কি করতে চায় সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নেই!'

চিন্তিত দেখাল গটস্টিনকে। 'কিন্তু ওরা কি করতে পারবে ? ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে বলে তোমার আশঙ্কা জাগছে ?'

'আমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না। চন্দ্রবাসীরা আকর্ষণীয়, বুদ্ধিমান। ওদের মধ্যে ঘৃণা, রাগ বা ভয় নেই। তবে এটা শুধু আমার ধারণাও হতে পারে।'

'চাঁদের বৈজ্ঞানিক উপকরণগুলো তো পৃথিবীই নিয়ন্ত্রণ করে ?' জানতে চাইল গটস্টিন।

'হ্যাঁ। এর মধ্যে রয়েছে প্রোটন সিনক্রটন। ট্রান্স-ট্রেসট্রিয়ালের রেডিও টেলিস্কোপ। তিনশ ইঞ্চি ব্যাসের অপটিক্যাল টেলিস্কোপ। এগুলো সবই পঞ্চাশ বছর ধরে চলে আসছে।'

'এতদিন পর্যন্ত কি কাজ হয়েছে ?'

'পৃথিবীবাসীরা তেমন কোন কাজ করতে পারে নি।'

'আর চন্দ্রবাসীরা ?'

'ঠিক বলতে পারব না। ওদের বিজ্ঞানীরা বড় বড় স্থাপনায় কাজ করছে, তবে একবার আমি টাইম কার্ড চেক করেছিলাম। ওখানে গ্যাপ দেখেছি।'

'গ্যাপ ?'

'তারা বৃহৎ স্থাপনা থেকে বেশিরভাগ সময় দূরে থাকছে। মনে হচ্ছে ওদের নিজস্ব ল্যাব রয়েছে।'

'ওরা যদি মিনি-ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং চমৎকার বায়ো-কেমিক্যাল তৈরি কবতে পারে, তাহলে এটাই কি স্বাভাবিক নয় ?'

'হতে পারে। তবে ঠিক জানি না। আমি আমার অজ্ঞতা স্বীকার করছি।'

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। শেষে নীরবতা ভাঙল গটস্টিন, 'মনটেজ, তুমি আসলে চাইছ আমি যেন খোঁজ-খবর করে দেখি চন্দ্রবাসীরা কি করছে, তাই না ?'

'তাই' বলল মনটেজ।

'কিন্তু ওরা যে কিছু করছে তাও তো তুমি নিশ্চিত করে বলতে পারছ না।'

'তবে ওরা কিছু করছে বলেই আমার মনে হচ্ছে।'

'একটা কথা তোমাকে এ প্রসঙ্গে জানানো দরকার। যে যানে করে আমি চাঁদে এসেছি, ওই যানে আরো একজন এসেছে। একটা বড় দলের সাথে এসেছে সে। আমি তার সঙ্গে কথা বলিনি। প্রয়োজনও বোধ করিনি। কিন্তু তোমার কথা শুনে হঠাৎই তার কথা মনে পড়ে গেল।'

'আচ্ছা ?'

'আমি একবার এক কমিটিতে ছিলাম যারা ইলেকট্রন পাম্প নিয়ে কাজ করত। নিরাপত্তার দিকটা দেখতো তারা।' হাসল গটস্টিন। 'পৃথিবী তার সাহস হারিয়েছে বলেছ তুমি। আমরা আসলে নিরাপত্তার প্রশ্নে শঙ্কিত এবং চিন্তিত। আমি উড়ুক্কু যানে যে মুখটাকে দেখেছি তাকে এখানেও দেখতে পাচ্ছি।'

'ওর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে বলে তোমার মনে হচ্ছে ?'

'আমি নিশ্চিত নই। তবে লোকটার চেহারা সুবিধের ঠেকেনি আমার কাছে। আবার চিন্তা করলে চেহারাটা হযতো ভেসে উঠবে চোখের সামনে। আসলে প্যাসেঞ্জার লিস্টে চোখ বুলানো উচিত ছিল আমার। দেখা উচিত ছিল কোন নাম আমার কাছে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে কিনা।'

'লোকটা সাধারণ কোন ট্যুরিস্টও হতে পারে,' মন্তব্য করল মনটেজ। তবে বিষয়টা নিয়ে তুমি যখন ভাবছ...।

গটস্টিন মনটেজের কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। সে আপন মনে বলল, 'সাধারণ কোন ট্যুরিস্ট সে নয়। পদার্থবিদ যা অন্য কোন শাখার বিজ্ঞানী হতে পারে। এ ব্যাপারে আমার কোনই সন্দেহ নেই। আর লোকটা বিপদ ডেকে আনতে পারে—'

৪

'হ্যালো,' খুশি খুশি গলায় বলল সেলেনি।

ঘুরে দাঁড়াল পৃথিবীবাসী। সেলেনিকে সাথে সাথে চিনে ফেলল। 'সেলেনি! আমি ঠিক বলছি তো ? আপনি সেলেনি ?'

'জ্বী। একেবারে সঠিক নাম উচ্চারণ কবেছেন। কেমন কাটছে দিনকাল ?'

গম্ভীর গলায় পৃথিবীবাসী বলল, 'ভালই। বুঝতে পারছি আমাদের শতাব্দীটা সত্যি অদ্বিতীয়। কিছুদিন আগেও পৃথিবীতে বসে খুব ক্লান্ত লাগছিল। ভাবছিলাম, যদি একশ বছর আগে জন্মগ্রহণ করতাম তাহলে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হতো একমাত্র মৃত্যুর মাধ্যমে। কিন্তু এখন—আমি চাঁদে যেতে পারছি।' উজ্জ্বল হাসি ফুটল তার মুখে।

'চাঁদে এসেছেন বলে খুশি আপনি ?' জিজ্ঞেস করল সেলেনি।

'কিছুটা তো বটেই,' এদিক-ওদিক তাকাল পৃথিবীবাসী। 'আজ আপনার পাশে ট্যুরিস্টদের ভিড় দেখছি না যে ?'

'আজ আমার ডে অফ,' হাসি মুখে জানাল সেলেনি। 'আরো দু'তিনদিন ছুটি নিতে পারি। আমার কাজটা একেবারেই পানসে।'

'তাহলে তো আমি আপনার ছুটির আনন্দে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি।'

'আরে না। আমি নিজেই আপনাকে খুঁজতে এসেছি। খুব কষ্ট হয়েছে খুঁজে পেতে।'

আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল পৃথিবীবাসী। 'আমাকে খুঁজছেন কেন ?' পৃথিবীবাসীদেরকে পছন্দ করেন বুঝি ?'

'মোটেই না,' স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে বলল সেলেনি। 'বরং ওদেরকে দেখলে আমি অসুস্থ বোধ করি।'

'তাহলে আমাকে খুঁজছেন কেন ? আমি তো তরুণ বা সুদর্শন কোনটাই নই।'

'হলেও তাতে আমার কিছু আসত যেত না। পৃথিবীবাসীর প্রতি আমার কোনই কৌতূহল নেই। আসলে আপনার খোঁজ করছে ব্যারন।'

'ব্যারন কে ? আপনার বয়ফ্রেন্ড ?'

হেসে উঠল সেলেনি। 'ব্যারন নেভিল। সে আমার বয়ফ্রেন্ডের চেয়েও বেশি। যখন প্রয়োজন হয় আমরা সেক্স করি।'

'বুঝতে পেরেছি। আপনার বাচ্চা-কাচ্চা নেই ?'

'আছে। একটা ছেলে। দশ বছর বয়স। তবে তার বেশিরভাগ সময় কেটে যায় বয়েজ কম্পাউন্ডে, খেলাধুলা করে। ও কিন্তু ব্যারনের ছেলে নয়। আবার সন্তান জন্ম দেয়ার নির্দেশ পেলে হয়তো ব্যারনের সন্তান জন্ম দেব আমি।'

'আপনি বেশ খোলামেলা।'

'গোপনীয়তা ভাল লাগে না আমার। ...এখন আপনি কি করবেন শুনি ?'

দুধসাদা পাথরে তৈরি করিডর ধরে হাঁটছে ওরা। সেলেনির পায়ে স্যান্ডেল। হাঁটার সময় মনেই হচ্ছে না ওর পা মাটি স্পর্শ করছে। পৃথিবীবাসী মোটা সোলের জুতো পরেছে বলে হাঁটতে খুব বেশি বেগ পেতে হচ্ছে না।

করিডরটা ওয়ান-ওয়ে। মাঝে মাঝে বৈদ্যুতিক গাড়ি সাৎ করে, নিঃশব্দে ওদের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীবাসী বলল, 'এখন কি করব জানতে চাইছেন ? আপনি কি আমাকে শর্তের সীমানা বেঁধে দেবেন যাতে আমার জবাবগুলো আপনাকে আহত করতে না পারে ?'

'আপনি কি পদার্থবিজ্ঞানী ?'

ইতস্তত করল পৃথিবীবাসী। 'এ প্রশ্ন কেন ?'

'আমার ধারণা আপনি পদার্থবিজ্ঞানী।'

'এরকম ধারণা কেন হলো ?'

'পদার্থবিজ্ঞানী ছাড়া কেউ 'শর্তের সীমানা বেঁধে' দেয়ার কথা বলে না। বিশেষ করে সে লোক যদি সবার আগে প্রোটন সিনক্রট্রন দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করে।'

'এজন্যেই আপনি আমার কাছে এসেছেন ? আমাকে পদার্থবিজ্ঞানী মনে হয়েছে বলে ?'

'জ্বী। এজন্যেই ব্যারন আপনার খোঁজে আমাকে পাঠিয়েছে। কারণ সে নিজেও একজন পদার্থবিজ্ঞানী। আমি এসেছি কারণ ভেবেছি আপনি অন্যরকম পৃথিবীবাসী হবেন।'

'কি রকম ?'

'খুব বেশি অন্যরকম নয়। তবে আমার মনে হয়েছে আপনি পৃথিবীবাসীদেরকে পছন্দ করেন না।'

'একথা কে বলল আপনাকে ?'

'দলের অন্য সদস্যদের দিকে বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকানো দেখেই বুঝেছি। আর এসব আমি খুব ভাল বুঝতে পারি। যারা চাঁদে থাকার নিয়ত করে আসে তাদেরকে অন্য পৃথিবীবাসীরা পছন্দ করে না। তো

প্রশ্নটা আবার করি—আপনি আসলে কি করবেন ? আমি শর্তের সীমানা বেঁধে দিতে পারব। তবে সেগুলো যদি সাইট-সিয়িং-এর মাঝেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকাল পৃথিবীবাসী। 'তাহলে ব্যাপারটা কি বেশ একটু অদ্ভুত হয়ে যাবে না, সেলেনি। একটু আগে বললেন আজ আপনার ডে-অফ। এখন আবার ঘুরিয়ে দেখাতে চাইছেন! ব্যাপারটা কি ?'

'ব্যাপার কিছু নয়। ব্যারনই বলেছে আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাতে। দেখতে চাইলে চলুন।'

'তাহলে প্রোটন সিনক্রটন দেখান।'

'ওটা ব্যারন দেখাবে। অন্য কিছু ?'

'অন্য কিছুর কথা তো আমি জানি না। রেডিও টেলিস্কোপের কথা শুনেছি। তবে ওটা দেখার আগ্রহ বোধ করছি না।...আপনিই বলুন, ট্যুরিস্টরা সাধারণত কোন জায়গাটা দেখার সুযোগ পায় না।'

'অনেক জায়গায় তাদের প্রবেশাধিকার নেই। যেমন শৈবাল রুম। না, অ্যান্টিসেপটিক প্রসেসিং প্ল্যান্ট নয়। খামারের কথা বলছি। ওখানে উদ্ভিদের তীব্র গন্ধ সহ্য করতে পারবে না বলে পৃথিবীবাসীদেরকে শৈবাল রুমে নিয়ে যাওয়া হয় না। পৃথিবীবাসীরা তো এমনিতেই চাঁদের খাবার খেতে চায় না।'

'আপনি কখনো পৃথিবীর খাবার খেয়েছেন ?'

'তেমন নয়। তবে খাওয়ার ইচ্ছেও নেই। আসলে ব্যাপারটা নির্ভর করে যার যার রুচির ওপর।'

'তা তো বটেই,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল পৃথিবীবাসী। 'আপনি যদি স্টিক দেখতেন তাহলে ওটার চর্বি আর আঁশে আপনার শ্বাস আটকে যেত।'

'আমরা শহরতলির দিকে যেতে পারি। ওখানে নতুন করিডরগুলো বেডরকের সাথে মিশেছে। তবে আপনাকে বিশেষ নিরাপত্তামূলক পোশাক পরতে হবে। কারখানাগুলো—'

'পছন্দ আপনার, সেলেনি।'

'করব। তবে কিছু প্রশ্নের যদি সত্যি জবাব দেন।'

'প্রশ্ন না শুনে প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না।'

'আমি বলেছিলাম যে সব পৃথিবীবাসী চাঁদে থেকে যেতে চায় তাদেরকে অন্য পৃথিবীবাসীরা পছন্দ করে না। আপনি কিন্তু প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেছেন। আপনার কি চাঁদে বাস করার ইচ্ছে আছে?'

নিজের জবরজঙ্গ বুটের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল পৃথিবীবাসী, 'সেলেনি, চাঁদে আসার ভিসা পেতে আমাকে ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। ওরা বলছিল সফরটার জন্যে আমি খুব বেশি বুড়িয়ে গেছি। বলেছে দীর্ঘদিন চাঁদে থাকলে পৃথিবীতে নাকি আর ফিরতেই পারব না। তাই ওদেরকে বলে এসেছি চাঁদেই স্থায়ী ডেরা বাঁধতে চাই আমি।'

'মিথ্যা বলছেন না তো?'

'তখন অবশ্য নিশ্চিত ছিলাম না। তবে এখন নিশ্চিত যে এখানেই থাকছি আমি।'

'কিন্তু ওরা আপনাকে আসতে দেবে?'

'কেন?'

'সাধারণত পৃথিবী-কর্তৃপক্ষ চাঁদে স্থায়ীভাবে কোন পদার্থ-বিজ্ঞানীকে পাঠাতে চায় না।'

ঠোঁট কামড়াল পৃথিবীবাসী। 'সেদিক থেকে আমার কোন সমস্যা হয়নি।'

'বেশ। তাহলে আপনি আমাদেরই একজন হয়ে যাচ্ছেন। আমার মনে হয় আপনার একবার ব্যায়ামাগারটা ঘুরে আসা উচিত। পৃথিবীবাসীকে এমনিতে ওখানে যেতে উৎসাহিত করি না আমরা। তবে অভিবাসীদের কথা আলাদা।'

'বহিরাগতরা ওখানে যেতে পারে না কেন?'

'এর অন্যতম কারণ হলো আমরা নগ্ন হয়ে ব্যায়াম করি। পৃথিবীবাসী আমাদেরকে নগ্ন দেখে শক্‌ড্‌ হয়, কেউ কেউ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তাদের জন্যে তো আর আমরা জামা-কাপড় পরে ব্যায়াম করতে পারি না। আর ওদের সঙ্গে ঝগড়া করাও সম্ভব নয়। তাই ওদেরকে ঢুকতে দিই না।'

'আর অভিবাসীরা?'

'তারা ব্যাপারটার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ওদেরকেও শেষে নগ্ন হয়েই ব্যায়ামাগারে ঢুকতে হয়। পরে দেখা যায় স্থানীয় চন্দ্রবাসীদের চেয়ে তাদেরই ব্যায়ামাগার বেশি দরকার হয়ে পড়ছে।'

'ওখানে ঢুকতে হলে আমাদেরকেও নগ্ন হতে হবে ?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল পৃথিবীবাসী।

'দর্শক হিসেবে ? না। তার প্রয়োজন হবে না।'

'একজন বহিরাগত হিসেবে ঢুকতে গেলে আপত্তি আসবে না ?'

'না। আমি তো আছি।'

'বেশ তাহলে চলুন। যাওয়া যাক। কতদূরে ব্যায়ামাগার ?'

'এই তো এসে পড়েছি।'

'তার মানে এখানে আসার প্ল্যান আপনার আগেই ছিল ?'

'ভেবেছি ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং হবে।'

'কেন ?'

হাসল সেলেনি, 'এমনি মনে হলো।'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল পৃথিবীবাসী। 'উঁহুঁ, এমনি মনে হয়নি। আমার ধারণা, যদি চাঁদে থাকতেই হয় তাহলে এখন থেকেই আমাকে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক রাখার জন্যে ব্যায়াম শুরু করে দিতে হবে, তাই না ?'

'ঠিক ধরেছেন। আমরা সবাই তাই করি। বিশেষ করে পৃথিবী থেকে আসা অভিবাসীরা। এমন একদিন আসবে যখন ব্যায়াম হয়ে উঠবে আপনার জন্যে নৈমিত্তিক বিষয়।'

একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। বিস্মিত দেখাল পৃথিবীবাসীকে। 'এই প্রথম পৃথিবীর মত চাঁদের কোন ঘর চোখে পড়ল।'

'কোন দিক থেকে ?'

'আয়তনের দিক থেকে। ঘরটা বেশ বড়। ভাবিনি চাঁদে এতবড় ঘর আছে। ডেস্ক, অফিস মেসিনারি, ডেস্কের মহিলা—

'নগ্ন-বক্ষ মহিলা,' গম্ভীর গলায় বলল সেলেনি।

'পৃথিবীতে অবশ্য নগ্ন-বক্ষ মহিলারা অফিসে বসেন না, এটা স্বীকার করছি।'

'আমাদের এলিভেটরও আছে। অনেকগুলো লেভেল...একটু দাঁড়ান। আসছি।'

সেলেনি কাছের এক ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল। নগ্ন-বক্ষা মহিলার সঙ্গে দ্রুত, নিচু স্বরে কি যেন বলল। পৃথিবীবাসী ওদিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চারদিক দেখছে।

ফিরে এল সেলেনি। 'কোন সমস্যা নেই। একটা মজার খেল দেখার সুযোগও পাবেন।'

'এ জায়গাটা বেশ সুন্দর। সত্যি।

'যদি আকৃতির কথা বলেন তাহলে বলব এটা কিন্তু খুব বড় নয়। আমাদের মোট তিনটে জিমনাশিয়াম আছে। এটা সবচে' বড়। চলুন। এগোই।'

লিফটটা নেমে এল নিঃশব্দে। ওরা ঢুকে পড়ল লিফটে। আর কেউ ঢুকল না।

লিফটে চড়ে ওরা গোলাকার, রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় চলে এল। রেলিং-এ হেলান দিয়ে অনেকেই কথা বলছে তাদের সঙ্গী সাথীদের সাথে। বেশিরভাগই নগ্ন। তবে তাতে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। রেলিং-এ হেলান দিয়ে সেলিনিও ঝুঁকল। বলল, 'এটার নাম চাঁদের খেলার মাঠ।'

পৃথিবীবাসী তাকাল নিচের দিকে। বিশাল সিলিন্ডারের মত একটা খোলা জায়গা, চারদিকে গোলাপি দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দেয়ালে ধাতব বার লাগানো। জ্যামিতিক নক্সার মত। সিলিন্ডারের এক অংশে বিরাট একটা বার, কমপক্ষে পাঁচশ ফুট গভীর, পঞ্চাশ ফুট চওড়া।

খেলার মাঠ বা পৃথিবীবাসী কারো দিকেই নজর নেই চন্দ্রবাসীদের। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় কেউ কেউ উদাস চোখে দেখল পৃথিবীবাসীকে, কেউ সেলেনির উদ্দেশে হাত নাড়ল। ওদের প্রতি কারো কোন আগ্রহ লক্ষ করা গেল না।

পৃথিবীবাসী দৃষ্টি ফেরাল সিলিন্ডারের মত মাঠের দিকে। নিচে হালকা-পাতলা গড়নের কয়েকটা লোককে দেখা যাচ্ছে। অনেক ওপর থেকে তাদেরকে খুব ছোট লাগছে। লোকগুলোর কারো পরনে লাল পোশাক, কারো নীল। ওরা আসলে দুটো দল, ধারণা করল পৃথিবীবাসী।

'ছেলে আর মেয়ে একসাথে!' বিড়বিড় করল সে।

'হ্যাঁ,' বলল সেলেনি। 'আমাদের এখানে ছেলে-মেয়ে সব সমান। তারা একসঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।'

'পৃথিবীবাসী দেখল সিলিন্ডারের অপর পাশ বেয়ে দু'জন চন্দ্রবাসী ওপরে উঠতে শুরু করেছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে ড্রামের হালকা বাজনা ভেসে এল। খুব দ্রুত ওপরে উঠছে ওরা।

'পৃথিবীতে অবশ্য এত চমৎকারভাবে এটা করা সম্ভব ছিল না।' প্রশংসার সুর পৃথিবীবাসীর কণ্ঠে।

'তবে লো-গ্রাভিটির কারণেই যে এটা সম্ভব হচ্ছে তা নয়।' ব্যাখ্যা করল সেলেনি। 'পুরোটাই প্রাকটিসের ব্যাপার। চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

আরোহণকারীরা রেলিং-এ চলে এসেছে, দোল খেয়ে উঠে পড়ল একটা হেডস্ট্যান্ডে। দু'জনেই এক সাথে ডিগবাজি খেল। তারপর পতন শুরু হলো ওদের।

'ওরা চাইলেই খুব দ্রুত মুভ করতে পারে,' বলল পৃথিবীবাসী।

'আমরা আজকাল সারফেসে স্পেস স্যুট পরেও কত দ্রুত চলতে পারি দেখলে অবাক হয়ে যাবেন,' বলল সেলেনি। 'আর এখানে, আন্ডারগ্রাউন্ডে, স্পেস স্যুট ছাড়া তো পৃথিবীর মতই চলাফেরা করতে পারি।'

'তবে আস্তেও চলতে পারেন,' অ্যাক্রোব্যাটদের দিকে চোখ রেখে বলল পৃথিবীবাসী। ওরা এখন আস্তে আস্তে নেমে আসছে। বাতাসে ভাসতে ভাসতে নামছে। তারপর নেমে এল মাটিতে। আরো দু'জন নামল। তারপর আরো দু'জন।

দু'জনে মিলে একটা দল গঠন করল ওরা। প্রতিটি দল সিলিন্ডার বেয়ে উঠল, নামল। তবে প্রত্যেকেই ওঠা-নামার ক্ষেত্রে জটিলতর প্রক্রিয়া ব্যবহার করছে। একজন আরেকজনকে শূন্যে ছুড়ে দিচ্ছে, সে নিখুঁতভাবে কোন বারে গিয়ে নামছে। হাততালি দিয়ে উঠছে দর্শক।

পৃথিবীবাসী জানতে চাইল, 'এরা কি সবাই স্থানীয়?'

'হ্যাঁ,' বলল সেলেনি, 'চাঁদের সমস্ত অধিবাসীর জন্যে খোলা আমাদের ব্যায়ামাগার। অভিবাসীরাও এ খেলা দেখানোর সুযোগ পায়। তবে সবচে' ভাল খেলা দেখাতে পারে যাদের জন্ম এখানে। শৈশব থেকেই যথাযথ ট্রেনিং পেয়ে আসে তারা। যে সব খেলোয়াড় দেখছেন তাদের কারোরই বয়স আঠারোর বেশি নয়।'

'চন্দ্রের গ্রাভিটি লেভেল সত্ত্বেও এ খেলাটাকে আমার বিপজ্জনক মনে হচ্ছে।'

'এ খেলা খেলতে গিয়ে হাড়গোড় ভাঙার ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে। তবে কেউ মারা গেছে শুনিনি কখনো। মেরুদণ্ড ভেঙেছে বা প্যারালাইজড্ হয়ে পড়েছে এমন ঘটনা ঘটবেই।'

...ব্যর্থ লড়াইয়ের চেষ্টা

হঠাৎ ড্রামের বিট কোমল হয়ে এল। এক খেলোয়াড় লাফ মেরেছে শূন্যে। এক হাতে একটা ট্রান্সভার্স বার ধরল সে, খাড়াভাবে একবার পাক খেল, তারপর ছেড়ে দিল বার।

পৃথিবীবাসী মন্তব্য করল, 'দারুণ! যেভাবে বারে লাফালাফি করছে মনে হচ্ছে একটা উল্লুক।'

'কি ?' জিজ্ঞেস করল সেলেনি।

'উল্লুক। এক ধরনের নরবানর। জঙ্গলে বেঁচে থাকা একমাত্র প্রাণী। ওরা—' সেলেনির মুখ কালো হয়ে গেছে দেখে সে তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি কিন্তু অপমান করতে উল্লুকের সাথে তুলনা দেই নি, সেলেনি, উল্লুক খুবই তেজী প্রাণী।'

ভুরু কোঁচকাল সেলেনি। 'নরবানরদের ছবি আমি দেখেছি।'

'উল্লুকদের লাফালাফি করতে হয়তো দেখেননি...আপনি কিছু মনে করবেন না, প্লীজ।'

রেলিং-এ দুই কনুই রেখে ভর দিয়ে অ্যাক্রোব্যাটদের খেলা দেখছে পৃথিবীবাসী। মনে হচ্ছিল ওরা যেন বাতাসে নাচছে। সে বলল, 'চাঁদে যেসব পৃথিবী-অধিবাসী আসে তাদেরকে আপনারা কি চোখে দেখেন, সেলেনি ? মানে আমি জানতে চাইছি যেসব অভিবাসী এখানে দীর্ঘদিন বাস করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসে। ওদের তো চন্দ্রবাসীদের মত দক্ষতা নেই—'

'এতে কিছু এসে যায় না। ইম্মিরাও নাগরিক। এখানে কারো সঙ্গে কারো কোন বৈষম্য নেই, কোন বৈধ বৈষম্য নেই।'

'কোন বৈধ বৈষম্য নেই কথার মানে কি ?'

'যেমন ধরুন কিছু কিছু জিনিস ওরা করতে পারে না। পার্থক্যটা এখানেই। ওদের শারীরিক সমস্যা আমাদের থেকে আলাদা। মধ্য বয়সে ওরা এলে ওদেরকে বড্ড বুড়ো লাগে।'

পৃথিবীবাসীকে বিব্রত মনে হলো। সে জিজ্ঞেস করল,'ওরা কি ভিন্ন জাতি বিয়ে করতে পারে ? মানে অভিবাসী এবং চন্দ্রবাসী ?'

'অবশ্যই। তার মানে ইন্টারব্রিডও করতে পারে তারা। আমার বাবা ছিলেন ইম্মি, যদিও আমি মার দিক থেকে দ্বিতীয় জেনারেশনের চন্দ্রবাসী।'

'আমার ধারণা আপনার বাবা এসেছিলেন—ওহ্ গুড লর্ড—' রেলিং-এর দিকে তাকিয়ে যেন জমে গেল পৃথিবীবাসী, তারপর চেপে রাখা নিশ্বাস ফেলল সশব্দে। 'আমি ভেবেছিলাম বারটা ধরতে পারবে না ও।'

'সে ভয় নেই,' বলল সেলেনি। 'কারণ ওর নাম মার্কো ফোর, ওভাবে খেলা দেখাতে পছন্দ করে সে। তবে চ্যাম্পিয়ন হয়েও ওভাবে বারটা ধরা ঠিক হয়নি তার জন্যে। এখানে—আমার বাবা এখানে এসেছিলেন বাইশ বছর বয়সে।'

'আমিও তাই ভেবেছি। তরুণ বয়সে এলে পরিবেশের সঙ্গে সহজে খাপ খাইয়ে নেয়া যায়। একজন পৃথিবীবাসী হিসেবে, আমি কল্পনা করতে পারি যৌন সম্পর্কটা দারুণ হয়েছিল একজন—'

'যৌন সম্পর্ক!' কথাটা এমনভাবে উচ্চারণ করল সেলেনি যেন খুব মর্মাহত হয়েছে। 'আমার মার সঙ্গে বাবার কোন যৌন সম্পর্ক ছিল না। আমার মা কৃত্রিম গর্ভধারণ করেছিলেন। পৃথিবীবাসীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কের প্রশ্নই ওঠে না।'

পৃথিবীবাসীর চেহারায় অন্ধকার ঘনিয়ে এল। 'একটু আগেই না বললেন কোন বৈষম্য বা বিভেদ নেই আপনাদের মাঝে।'

'ওটাকে বিভেদ বলে না। ওটা হলো শারীরিক বিষয়। জিনের সংমিশ্রণ এক জিনিস, সেক্স সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।'

'কিন্তু কৃত্রিম গর্ভসঞ্চার কি আইন-বিরুদ্ধ নয়?'

গভীর মনোযোগে জিমন্যাস্টিক্স দেখছিল সেলেনি। 'ওই যে আবার মার্কো ফোর। ভালই খেলা দেখাচ্ছে। ওর বোনও প্রায় ওর মত ভাল। দু'জনে মিলে যখন খেলা দেখায়, কবিতার ছন্দ তৈরি হয় যেন। ওদেরকে দেখুন। একসঙ্গে আসবে, এক সাথে বারটাকে নিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরবে। যেন দুটো মিলে একটাই শরীর।...হ্যাঁ, কৃত্রিম গর্ভসঞ্চার পৃথিবীর আইনে নিষিদ্ধ। তবে চিকিৎসা বিষয়ক কিছু থাকলে এ আইন মানা হয় না। আর এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে।'

অ্যাক্রোব্যাটরা চূড়ায় উঠে পড়েছে, রেলিং-এর ঠিক নিচে বিশাল বৃত্ত করেছে। একদিকে লাল দল, অন্যদিকে নীল। সবাই হাততালি দিল। দাঁড়িয়ে দেখছে সকলে।

'বসার একটা ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।' বলল পৃথিবীবাসী।

'এটা শো নয়। স্রেফ অনুশীলন। আমরা রেলিং-এ দাঁড়িয়ে খেলা দেখি না। বসেই দেখি।'

'আপনি খেলতে পারেন ?' জানতে চাইল পৃথিবীবাসী।

'চন্দ্রবাসীদের সবাই কম-বেশি এ খেলা জানে। আমিও পারি। তবে ওদের মত নয়। আর এ খেলা সকলের জন্যে উন্মুক্ত। যদিও খেলাটা বেশ বিপজ্জনক। তবে জনপ্রিয় বলে খেলাটাকে বাদ দিতে পারিনি আমরা।'

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে ড্রাম বেজে উঠল। দেখা গেল অ্যাক্রোব্যাটরা সকলে মিলে তীরের আকার ধারণ করেছে। শূন্যে ভাসছে। তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, ধরে রইল বার-গ্রিপ। তারপর বার ছেড়ে দিল। একজন একজন করে নামতে লাগল নিচে।

সেলেনি বলল, 'স্কোরিংটা জটিল। অবতরণের প্রতিটি পদক্ষেপে পয়েন্ট রয়েছে। প্রতি স্পর্শের জন্যে এক পয়েন্ট; দশ পয়েন্ট গ্রাউন্ডিং-এর জন্যে।'

'নম্বর কে দেয় ?'

'আম্পায়ার আছে। এরাই প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেয়। তাছাড়া টিভি টেপও রয়েছে। তবে টিভি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দিতে ব্যর্থ হয়।'

হঠাৎ উত্তেজিত চিৎকার উঠল দর্শকদের মাঝে। নীল পোশাক পরা একটি মেয়ে লাল পোশাক পরা একটি ছেলের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় চট করে পেটে ঘুষি মেরে দিল। ঘুষি খেয়ে ছেলেটা পিছু হঠল, ধরে ফেলল একটা ওয়াল বার। তবে ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে আঘাত পেল হাঁটুতে।

'ছেলেটার চোখ ছিল কোথায় ?' হিসহিস করে উঠল সেলেনি। 'মেয়েটাকে আসতে পর্যন্ত দেখে নি।'

খেলা জমে উঠল আরো। ধুপধাপ করে একজন আরেকজনকে আঘাত করেই চলেছে। কেউ পয়েন্ট পাচ্ছে, কেউ বা হারাচ্ছে। একবার মার্কো ফোরের কোমরে লাগল, কে যেন চেঁচিয়ে উঠল 'ফাউল!'

ফোর ধরতে পারল না বার, ছিটকে গেল শূন্যে। সে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে, এমন সময় ডান পা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল একটা বার, মাথা নিচু করে ঝুলতে লাগল, মাটি থেকে প্রায় দশফুট উঁচুতে। সবাই সোল্লাসে অভিনন্দন জানাল ফোরকে। ফোর হাত শরীরের দু'পাশে ছড়িয়ে

দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করল। তারপর একটা ঝাঁকি মেরে সিধে হলো, তরতর করে বার বেয়ে উঠতে লাগল ওপরে।

পৃথিবীবাসী জিজ্ঞেস করল, 'ওর কি ফাউল হয়েছে?'

'জিন ইয়ং যদি মার্কোর কব্জি ধরার বদলে ধাক্কা দিয়ে থাকে তাহলে ওটা ফাউল হয়েছে। তবে ফোর ফাউলের আবেদন করবে বলে মনে হয় না।...ওহ্ ওহ্।'

পৃথিবীবাসী অবাক হয়ে তাকাল সেলেনির দিকে। সেলেনি তার দিকে তাকিয়ে নেই। বলল, 'কমিশনারের অফিস থেকে একজন আসছে। নিশ্চয়ই আপনার খোঁজে।'

'কেন—'

'জানি না।'

'কিন্তু আমাকে খোঁজার তো কোন কারণ নেই—' বলতে গেল পৃথিবীবাসী।

কমিশনারের অফিস থেকে যে এসেছে তার চেহারা পৃথিবীবাসীর মতই। কয়েক ডজন নগ্ন মানুষের মাঝ দিয়ে হেঁটে আসতে তার লজ্জা লাগছিল। তবে নগ্ন মানুষগুলোর চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই। লোকটা সোজা পৃথিবীবাসীর সামনে এসে দাঁড়াল। 'স্যার,' বলল সে, 'কমিশনার গটস্টিন অনুরোধ করেছেন আমার সঙ্গে আপনাকে যাবার জন্যে—'

৫

ব্যারন নেভিলের কোয়ার্টার্স সেলেনির ঘরের চেয়েও অগোছালো। বইগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কম্পিউটার-আউটলেট ঘরের এক কোণে খোলা অবস্থায় পড়ে আছে, বড়সড় ডেস্কটার দশা আরো বিশৃঙ্খল। তার জানালায় পর্দা-টর্দা কিছু নেই।

সেলেনি ঘরে ঢুকেই বলল, 'এমন অগোছালো থাকলে গোছালো চিন্তা-ভাবনা কিভাবে করবে, ব্যারন?'

'ও নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না,' মেজাজ দেখিয়ে বলল ব্যারন। 'পৃথিবীবাসীটাকে যে সঙ্গে নিয়ে এলে না?'

'কমিশনার ওকে ধরে নিয়ে গেছে। নতুন কমিশনার।'

'গটস্টিন ?'

'হুঁ।'

'লোকটাকে মানে পৃথিবীবাসীটাকে কেমন লাগল ?'

'মন্দ নয়,' স্পষ্ট গলায় বলল সেলেনি। 'পৃথিবীবাসীদের তুলনায় ভাল।'

'সিনক্রট্রন নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করেনি ?'

'না। দরকারও হয়নি।'

'কেন ?'

'আমি ওকে বলেছি তুমি ওর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ। বলেছি তুমি একজন পদার্থবিজ্ঞানী। তাই ধরে নিয়েছি তোমার সাথে সাক্ষাৎ হবার পরে তার যা জানার জেনে নেবে।'

'একজন মহিলা ট্যুরিস্ট গাইডের সাথে একজন পদার্থবিজ্ঞানীর চেনাশোনা আছে জেনে সে অবাক হয় নি ?'

'এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ? আমি বলেছি তুমি আমার সেক্স-পার্টনার। যৌন আকর্ষণের কোন ভেদাভেদ নেই। কাজেই একজন পদার্থবিজ্ঞানীর সাথে একজন ট্যুরিস্ট গাইডের সম্পর্ক থাকতেই পারে।'

'চুপ করো, সেলেনি।'

'আমি লোকটার সঙ্গে প্রায় সব বিষয় নিয়ে কথা বলেছি শুধু সিনক্রট্রন ছাড়া। একটা জিমন্যাস্টিকস শোতেও নিয়ে গেলাম।'

'আর ?'

'ওকে সব বিষয়েই বেশ কৌতূহলী মনে হলো। রিল্যাক্সড এবং কৌতূহলী। তবে তার মনে যাই থাকুক, ভাবনা-চিন্তাগুলো জট পাকানো নয়।'

'তুমি কি করে বুঝলে ? আমি কথা বলার আগেই কমিশনার ওকে পেয়ে গেল। এটা কি ভাল হলো ?'

'খারাপই বা কি হলো ?'

নেভিল গমগমে গলায় বলল, 'সেলেনি, তোমাকে কোন রায় দিতে বলিনি। যখন কোন ব্যাপারে রায় চাইব, তখন দেবে। আমার ধারণা লোকটা পদার্থবিজ্ঞানী নয়। তার পরিচয় জানিয়েছে ?'

সেলেনি একটু চিন্তা করে বলল, 'ওকে আমি পদার্থবিজ্ঞানী বলে সম্বোধন করেছি। সে অস্বীকার করেনি আবার স্বীকারও করেনি। তবে আমার ধারণা সে পদার্থবিজ্ঞানীই।'

'মিছে কথা, সেলেনি। সে মনে মনে নিজেকে পদার্থবিজ্ঞানী ভাবতে পারে। তবে আসল সত্য হলো পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে সে ট্রেনিং নেয়নি এবং কাজও করছে না। তার বৈজ্ঞানিক ট্রেনিং আছে শুধু, তবে বৈজ্ঞানিক কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই। কাজ পায়ও নি। কারণ পৃথিবীতে কোন ল্যাব নেই যেখানে সে কাজের সুযোগ পেত। ফ্রেড হাল্লামের লিস্টে ছিল ওই লোক। দীর্ঘদিন ওখানকার একজন টপম্যান ছিল সে।'

'তুমি নিশ্চিত?'

'চেক করে দেখেছি আমি। পৃথিবীর প্রতি তার রাগ আছে জেনেছি।'

'কিন্তু ওর কথা শুনে তো আমার সেরকম কিছু মনে হয়নি।'

'মনে না হওয়াই স্বাভাবিক। সে তার মিষ্টি আচরণ দিয়ে তোমার মন ভুলিয়েছে। তুমিই তো বললে ওকে তুমি পছন্দ কর।'

'আমাকে বোকা বানানো অত সহজ নয়।'

'বেশ। লোকটাকে না দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।'

'শোনো, ব্যারন, আমি নানা রকম মানুষের সাথে কাজ করে অভ্যস্ত। এটাই আমার চাকরি। কাজেই আমার বিচার বুদ্ধি নিয়ে সমালোচনা করার অধিকার তোমার নেই।'

'আহহা। রাগ করছ কেন? তোমার সমালোচনা করছি না তো। শুধু বলছি এখন কিছুদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'আমি কি ভাবছি, জানো?'

'জানার প্রয়োজন বোধ করছি না,' সেলেনিও সিধে হলো, তার পা প্রায় নড়লই না, আস্তে সরে গেল ব্যারনের পাশ থেকে। 'তোমাকে নিয়েই ভাবো। আমার মুড নেই।'

'তোমার কথার বিরোধিতা করেছি বলে বিরক্ত হয়েছ?'

'আমি বিরক্ত হয়েছি—ওহ্ হেল। তুমি তোমার ঘরটাকে একটু গুছিয়ে রাখতে পার না?' বলে চলে গেল সেলেনি।

'আপনার জন্যে পৃথিবীর আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করতে পারলে ভালই লাগত, ডক্টর', বলল গটস্টিন। 'তবে নীতিগত কারণে ওগুলো এখানে আনার অনুমতি পাইনি। পৃথিবী থেকে আসা মানুষের জন্যে যে কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছে তা নিয়ে চন্দ্রবাসীদের কেউ কেউ খুব ক্ষুব্ধ।'

'আরাম-আয়েশের প্রয়োজন নেই আমার,' বলল পৃথিবীবাসী। 'নতুন দায়িত্ব পাবার জন্যে আপনাকে অভিনন্দন—'

'এখনো পাইনি, স্যার।'

'তবু আগাম অভিনন্দন রইল। এখন বলুন তো আমাকে ডেকেছেন কেন?'

'আমরা একই যাত্রার যাত্রী। কিছুদিন আগে একই যানে চড়ে এখানে এসেছি আমরা।'

পৃথিবীবাসী চুপচাপ শুনছে গটস্টিনের কথা।

গটস্টিন বলল, 'তবে আপনাকে চিনি অনেক আগে থেকে। আমাদের আগে একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল।'

শান্ত গলায় পৃথিবীবাসী বলল, 'কিন্তু আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

'তাতে অবাক হচ্ছি না। মনে পড়ার কোন কারণও নেই। আমি এক সময় সিনেটর বার্টের কর্মচারী ছিলাম। উনি ওই সময় কমিটি অন টেকনোলজি অ্যান্ড দ্য এনভায়রোনমেন্টের প্রধান ছিলেন। এখনো আছেন। ফ্রেডরিক হাল্লামকে নিয়ে একদা তিনি বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন।'

হঠাৎ শিরদাঁড়া টানটান হয়ে গেল পৃথিবীবাসীর। 'আপনি হাল্লামকে চিনতেন নাকি?'

'চাঁদে আসার পরে আপনি দ্বিতীয়জন যিনি এই প্রশ্নটা আবার করলেন। হ্যাঁ। আমি হাল্লামকে চিনতাম। তবে ঘনিষ্ঠভাবে নয়। উনার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল তাদেরকেও চিনতাম। তাদের মতামতের সঙ্গে আমার মতামত প্রায়ই কাকতালীয়ভাবে মিলে যেত। ওই সময়

সিনেটরের আদেশে আমি ইলেকট্রন পাম্পের ব্যাপারে তদন্তে নেমে পড়ি দেখতে ওটার এস্টাবলিশমেন্ট এবং বৃদ্ধি দিয়ে কেউ ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হচ্ছে কিনা বা অযৌক্তিক খরচ হচ্ছে কিনা। সিনেটর বার্ট পছন্দ করতেন না হাল্লামকে। হাল্লাম সায়েন্টিফিক এস্টাবলিশমেন্টে প্রতিপক্ষের কণ্ঠ নিষ্পেষণ করে চলছিলেন। বার্ট চেয়েছিলেন তাঁকে শায়েস্তা করতে। কিন্তু পারেন নি।'

'না পারারই কথা। কারণ হাল্লাম সবসময়ই সবার চেয়ে শক্তি-শালী।'

'তবে ওই সময় আমি ভিন্ন একটা বিষয়ের প্রতি কৌতূহলী হয়ে উঠি। একজন নানা অভিযোগ করে চলছিল। তবে হাল্লামের বিরুদ্ধে নয়। তার ইলেকট্রন পাম্পের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগকারীর সাক্ষাৎকারে আমি হাজির ছিলাম। আপনিই সেই অভিযোগকারী, তাই না?'

সাবধানে বলল পৃথিবীবাসী, 'যে ঘটনার কথা বলছেন তা আমার মনে আছে, তবে আপনার কথা মনে পড়ছে না।'

'আমি ভাবছিলাম একজন মানুষের কত সাহস সায়েন্টিফিক গ্রাউন্ডে ইলেকট্রন পাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে। আপনি আমাকে মুগ্ধ এবং অভিভূত করে তুলেছিলেন। তাই এবার যখন আপনাকে জাহাজে দেখলাম, উত্তেজিত বোধ করছিলাম। আমি প্যাসেঞ্জার লিস্টে চোখ বুলাইনি। তবে স্মরণশক্তির ওপর নির্ভর করে বলছি আপনি ড. বেনজামিন অ্যান্ড্রু ডেনিসন না?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পৃথিবীবাসী। 'হ্যাঁ। আমিই সেই। তবে আমার পুরো নাম বেনজামিন অ্যালান ডেনিসন। কিন্তু এসব নিয়ে এখন কথা উঠছে কেন? অতীত নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাই না আমি। চাঁদে এসেছি নতুন জীবন শুরু করার জন্যে। অতীত নিয়ে ভাবতে নয়।'

'নতুন জীবন শুরুর ব্যাপারে আপনাকে কোন বাগড়া দেব না, ডক্টর। তবে ছোট্ট একটা ব্যাপার জানতে চাইব। আমার ঠিক মনে পড়ছে না ইলেকট্রন পাম্পের বিরুদ্ধে কেন আপত্তি তুলেছিলেন। বলা যাবে এখন?'

মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল ডেনিসন। কিছুক্ষণ পরে গলা খাঁকারি দিয়ে মাথা তুলল সে। বলল, 'ওটা আসলে তেমন কোন

ব্যাপার ছিল না। ওই সময় ভয় পাচ্ছিলাম শক্তিশালী নিউক্লিয়ার ফিল্ডের প্রচণ্ডতার পরিবর্তন নিয়ে।'

'এটা কোন ব্যাপার নয় ?' কেশে গলা পরিষ্কার করল গটস্টিন। 'বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করছি বলে কিছু মনে করবেন না। আগেই বলেছি ওই সময় আপনার ব্যাপারে আমি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম। আপনি তো একসময় হাল্লামের কলিগ ছিলেন; তবে পদার্থবিজ্ঞানী নন।'

'ঠিক। আমি ছিলাম রেডিও কেমিস্ট। সেও তাই।'

'ভুল হলে শুধরে দেবেন, আপনার পূর্ববর্তী রেকর্ড তো খুব ভাল ছিল, তাই না ?'

'নিজেকে নিয়ে আমার কোন ভ্রম ছিল না। আমি প্রচুর কাজ করতাম।'

'তবে পরে আপনার প্রতি সুবিচার করা হয় নি। যদ্দুর জানি পরবর্তীতে আপনি একটা খেলনা তৈরির কারখানায় যোগ দিয়েছিলেন—'

'কসমেটিক্স,' ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল ডেনিসন। 'পুরুষদের প্রসাধনী দ্রব্য। ওই কাজ খুব বেশি সম্মান এনে দেয়নি আমার।'

'আপনি বোধহয় সেলসম্যান ছিলেন।'

'সেলস ম্যানেজার। তবে ওখানেও ভাল কাজ দেখিয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে উন্নীত হয়েছিলাম। কোম্পানিটি বন্ধ হয়ে যাবার পরে আমি চাঁদে চলে আসি।'

'বিজ্ঞানের জগত ত্যাগ করার পেছনে হাল্লামের কোন ষড়যন্ত্র ছিল ?'

'কমিশনার,' বলল ডেনিসন, 'প্লীজ। এসব নিয়ে এখন আমি মোটেই ভাবছি না। আমি থাকাকালীন হাল্লাম টাংস্টেন আবিষ্কার করেন। এরপর কিছু ঘটনা ঘটতে শুরু করে যেগুলো জন্ম দেয় ইলেকট্রন পাম্পের। তবে আসলে কি ঘটেছিল তা আমি বলতে পারব না। আমি এখন আমার জায়গায় আছি। হাল্লাম তার জায়গায়। ব্যস, আর কিছু জানার দরকার আছে ?'

'না, জানার দরকার নেই। যদ্দুর জানি হাল্লামের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা পরায়ণ মনোভাব ছিল আপনার...'

'হাল্লামের প্রতি কোন ভালবাসা ছিল না আমার। এখনো নেই।'

'তাহলে কি বলবেন, ইলেকট্রন পাম্পের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন আসলে হাল্লামকে ধ্বংস করার অভিপ্রায় নিয়ে?'

ডেনিসন বলল, 'আমি এ ধরনের জেরার তীব্র আপত্তি জানাচ্ছি।'

'প্লীজ! আমি যা জানতে চাইছি তা কোনটাই আপনার বিরুদ্ধাচরণ করার জন্যে নয়। স্রেফ নিজের জন্যে জানতে চাইছি। কারণ পাম্পসহ কিছু বিষয়ের সাথে আমি সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়েছি।'

'হাল্লামকে আমি পছন্দ করতাম না বলে তার জনপ্রিয়তা এবং মহত্ত্বকে ভুয়া মনে হতো। ইলেকট্রন পাম্পের কোন ত্রুটি পাওয়া যায় কিনা তাই দেখার চেষ্টা করেছি আমি।'

'পেয়েছিলেন?'

'না। তেমন কোন ত্রুটি খুঁজে পাইনি।'

'আচ্ছা, পিটার ল্যামন্ট নামে কোন পদার্থবিজ্ঞানীকে চিনতেন?'

অস্বস্তি নিয়ে বলল ডেনিসন, 'পরিচয় হয়েছিল একবার।'

'কিভাবে পরিচয় হয়েছিল জানতে পারি?'

ডেনিসন বলল, 'সরাসরি কিছু বিষয় নিয়ে আলাপ করেছিলাম আমরা। ইলেকট্রন পাম্পের ইতিহাস লিখবে ঠিক করেছিল সে। ভাবছিল কিভাবে শুরু করবে। ওর সাথে কথা বলে ভালই লেগেছিল আমার। কিন্তু এসব জেনে কি লাভ, কমিশনার?'

'গত ক'বছরে ল্যামন্ট কি করেছে জানেন আপনি?'

'কি করেছে?'

'বছরখানেক বা তারও বেশি আগে ল্যামন্ট কথা বলেছে বার্টের সঙ্গে। আমি অবশ্য তখন আর সিনেটরের সাথে কাজ করি না। তবে মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হত। ল্যামন্টের কথা উনিই আমাকে বলেছেন। বলেছিলেন ল্যামন্ট নাকি ইলেকট্রন পাম্পের বিরুদ্ধে একটি বৈধ যুক্তি তুলে ধরেছে। তবে বিষয়টি উত্থাপন করার কোন প্রাকটিক্যাল ওয়ে দেখতে পাচ্ছে না। আমিও ভাবছিলাম—'

'সবাই তো ভাবে,' উপহাসের সুরে বলল ডেনিসন।

'এখন ভাবছি ল্যামন্ট আপনার সঙ্গে কথা বলেছিল কিনা আর—'

'থামুন! থামুন কমিশনার। এ বিষয় নিয়ে আর একটি কথাও নয়। ইলেকট্রন পাম্প নিয়ে ল্যামন্টের সাথে আমার কোন আলাপ হয়নি।'

'ল্যামন্টের থিওরী সম্পর্কে তো জানতেন।'

'ও ওটা প্রকাশ করতে পারেনি। কেউ তাকে সিরিয়াসভাবেও নেয়নি।'

'কিন্তু আমি সিরিয়াসভাবে নিচ্ছি, ডক্টর। প্রথম রিপোর্টে আপনি সাবধান করে দিয়েছিলেন যা সিনেটর অব্দি পৌঁছায়নি। বিষয়টি নিয়ে যখন আবার কথা উঠল, অস্বস্তি বোধ করতে থাকি আমি। ইচ্ছে ছিল ল্যামন্টের সাথে কথা বলব। কিন্তু যেসব পদার্থবিজ্ঞানীর সাথে আলোচনা করলাম—'

'এদের মধ্যে কি হাল্লামও আছেন?'

'না। আমি হাল্লামের সাথে দেখা করি নি। তবে যাদের সাথে কথা বলেছি তারা প্রত্যেকেই বলেছে ল্যামন্টের কাজের নাকি কোন ভিত্তি নেই। তারপরও তার সাথে দেখা করার ইচ্ছে আমার ছিল যখন এই দায়িত্বে আমাকে বহাল করা হলো। এখন আপনি আছেন আমার সামনে। বুঝতেই পারছেন কেন আপনার সাথে দেখা করতে চেয়েছি আমি। আপনি এবং ড. ল্যামন্ট মিলে যে থিওরী তৈরি করেছেন, আপনার কি মনে হয় ওর মধ্যে উৎকর্ষতা আছে?'

'আপনি বলতে চাইছেন ইলেকট্রন পাম্প ব্যবহার করার কারণে সূর্যে বিস্ফোরণ ঘটবে কিংবা গ্যালাক্সির পুরো বাহুটাই ধ্বংস হয়ে যাবে, সে ব্যাপারে?'

'জ্বী, ওটা সত্যি?'

'কি করে বলব? ওটা ছিল অনুমান। ল্যামন্টের থিওরীতে ভালভাবে চোখ বুলানোর সুযোগ পাইনি আমি। আর ওটা প্রকাশও হয় নি।...তাছাড়া প্রকাশ হলেই বা কি? ল্যামন্ট কাউকে বোঝাতে পারত না। আমার মতই হাল্লামও তাকে ধ্বংস করেছে। আর লোকে পাম্প ব্যবহার বন্ধের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। কাজেই ল্যামন্টের থিওরী বিশ্বাস করতে চাইবে কেন?'

'কিন্তু বিষয়টির সঙ্গে আপনি এখনো সম্পর্কযুক্ত নন?'

'আমরা ধ্বংস হয়ে যেতে পারি এই ভাবনাটা আমাকে অন্তত স্বস্তি দেয় না। আর পৃথিবীর ধ্বংসও আমি দেখতে চাই না।'

'তাই চাঁদে এসেছেন কিছু করতে যা করতে পৃথিবীতে আপনার পুরানো শত্রু হাল্লাম বাধা দিয়েছিলেন।'

ধীরে ধীরে বলল ডেনিসন, 'আপনিও দেখছি অনুমান-নির্ভর মানুষ।'

'তাই কি ?' উদাস গলায় বলল গটস্টিন। 'আমার অনুমান ঠিক কিনা বলুন ?'

'ঠিক হতেও পারে। বিজ্ঞানের রাস্তায় ফিরে যাবার আশা এখনো ছেড়ে দিই নি। মানব কল্যাণের জন্যে কিছু করা সম্ভব হলে অবশ্যই করব।'

'কিন্তু আমার ওস্তাদ, অবসরগামী কমিশনার মি. মনটেজ বলেছেন এখানে উর্বর মস্তিষ্কের মানুষজনের বড় অভাব।'

'হয়তো ঠিক কথাই বলেছেন তিনি, বলল ডেনিসন। 'জানি না আমি।'

'উনি ঠিক কথাই হয়তো বলেছেন,' চিন্তিত গলায় বলল গটস্টিন। 'যদি তাই হয়, তাহলে ... আপনার উদ্দেশ্য পূরণ ব্যাহত হবে না ? আপনি যাই করুন না, লোকে বলবে এবং ভাববে কাজটা করেছেন লুনার সায়েন্টিফিক স্ট্রাকচারের সাহায্যে। ব্যক্তিগতভাবে হয়তো আপনার তেমন স্বীকৃতিও মিলবে না সে যতই মূল্যবান ফলাফল প্রদান করুন না কেন... আর সেটা নিশ্চয়ই অমানবিক হবে।'

'ক্রেডিট নেয়ার ইঁদুর-দৌড়ে আমি ক্লান্ত, কমিশনার গটস্টিন। আমি জীবন থেকে মজাদার কিছু চাই। আর বিজ্ঞানের জগতে ফিরে যেতে পারলেই সেটা পাব। আমার নিজস্ব বিচারে যদি কোন কাজ সমাধা করতে পারি তাহলেই আমি সন্তুষ্ট।'

'তবে আমি সন্তুষ্ট হতে পারব না। আপনার কৃতিত্ব আপনাকেই দিতে হবে। আর কমিশনার হিসেবে সেটা টেরিস্টিরিয়াল কম্যুনিটিতে উপস্থাপন করা আমার দায়িত্ব।'

'সে আপনার দয়া। আর বিনিময়ে ?'

'বিনিময়ে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করব আমি। পৃথিবী এবং চাঁদের মাঝের যোগাযোগ যথার্থ ও নিখুঁত নয়। দু'পক্ষের মাঝে রয়েছে সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের দোলাচল। আপনি যদি অবিশ্বাস আর সন্দেহের দেয়ালটা ভেঙে দিতে পারেন সেটাই হবে পরম পাওয়া।'

'আমার ওপর এতটা ভরসা করা উচিত হচ্ছে না, কমিশনার।'

'তবু আপনাকে ভেবে দেখার অনুরোধ করছি,' আন্তরিক গলায় বলল গটস্টিন। 'আমি বোধহয় আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট করে ফেলেছি। যান। বিশ্রাম নিন।'

আলোচনার সমাপ্তি ঘটল এখানেই। চলে এল ডেনিসন। তার গমন পথের দিকে চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গটস্টিন।

৭

ধাক্কা মেরে দরজা খুলল ডেনিসন। স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরজা খোলার উপায় হয়তো একটা আছে, তবে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠার কারণে সে পথটা খুঁজে পেল না সে।

এক মাথা কালো চুল লোকটার, চেহারাটা রাগী রাগী, বলল, 'আমি দুঃখিত...আমি কি তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি?'

'তাড়াতাড়ি?...না। না। আমি বোধহয় দেরি করে ফেলেছি।'

'একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলাম আমরা—'

এতক্ষণে মনে পড়ল ডেনিসনের। 'ওহ্হো। আপনি নিশ্চয়ই, ড. নেভিল।'

'জ্বী। ভেতরে আসতে পারি?'

ডেনিসন ভেতরে আসার আহ্বান জানাল ব্যারন নেভিলকে। সে ঘরে ঢুকল। ডেনিসনের ঘরটা ছোট, দোমড়ানো একটা বিছানা ঘরের বেশিরভাগ জায়গা দখল করে রেখেছে।

নেভিল খামোকাই জিজ্ঞেস করল, 'ভাল ঘুম হয়েছে?'

ডেনিসন নিজের পাজামার দিকে তাকাল, তারপর উস্কো খুস্কো চুলে হাত বুলিয়ে বলল, 'না। জঘন্য একটা রাত কেটেছে আমার। একটু সময় দেবেন মুখ হাত ধুয়ে আসি?'

'অবশ্যই। ততক্ষণে আপনার নাস্তাটা তৈরি করে ফেলি আমি? ইকুইপমেন্টগুলোর ব্যবহারে হয়তো এখনো তেমন অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেন নি আপনি।'

'সে আপনার ইচ্ছে,' বলল ডেনিসন।

মিনিট কুড়ি পরে আবার নিজের ঘরে ঢুকল সে। মুখ হাত ধুয়ে, দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে এসেছে। পরনে ট্রাউজার আর আন্ডারশার্ট। বলল,

'আশা করি শাওয়ারটা ভেঙে ফেলিনি। হঠাৎ পানি বন্ধ হয়ে গেল। চালু করার চেষ্টা করলাম। হলো না।'

'এখানে রেশন করে পানি সরবরাহ করা হয়। এর নাম চাঁদ, ডক্টর। আপনার জন্যে স্ক্রাম্বল্‌ড্‌ এগ আর নরম কফি বানিয়েছি।'

'স্ক্রাম্বল্‌ড্‌—'

'আমরা ওটাই বলি। পৃথিবীবাসীরা বোধহয় বলে না।'

ডেনিসন 'ও!' বলে বসে পড়ল। হলদে রঙের আঠাল একটা জিনিস যেটার নাম দেয়া হয়েছে স্ক্রাম্বল্‌ড্‌ এগ, মুখ শুকনো করে খেল ডেনিসন। চেহারায় বিকৃত ভাব ফুটে উঠতে না দিয়ে বহু কষ্টে গিলে ফেলল জিনিসটা।

'সময়ের সাথে সাথে সব কিছুর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন,' বলল নেভিল। 'এ জিনিসটা খুব পুষ্টিকর। সে যাকগে, সেলেনি বলল আপনি নাকি চাঁদে বসবাস করার নিয়ত নিয়ে এসেছেন?'

ডেনিসন বলল, 'সেরকম ইচ্ছে আছে।' চোখ ডলল সে। 'গত রাতটা খুবই খারাপ গেছে আমার। ঘুমাতে পারিনি একদম।'

'ক'বার খাট থেকে পড়ে গেছেন?'

'দু'বার...সবাই বোধহয় এরকম পড়ে যায়, না?'

'পৃথিবীর মানুষদের জন্যে এটা সাধারণ একটা ব্যাপার। তবে লো গ্রাভিটির কারণে খাট থেকে পড়ে গেলেও কেউ ব্যথা পায় না।'

'এখন থেকে মেঝেতে শোবো ঠিক করেছি।'

'আপনার হার্টবিট, ব্লাড প্রেসার ইত্যাদি কিন্তু চেক করিয়ে নিতে ভুলবেন না।'

'জানি। ডাক্তারের সাথে আগামী মাসে অ্যাপয়েন্টমেন্টও করে রেখেছি।'

'বেশ,' বলল নেভিল, 'আশা করা যায় হপ্তা খানেকের মধ্যে সমস্ত ঝামেলা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। ...ও হ্যাঁ, আপনার উপযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছদও দরকার হবে। এসব ট্রাউজার বা শার্টে চলবে না।'

'জামা-কাপড়ের দোকান আছে তো এখানে?'

'নিশ্চয়ই। অফ-ডিউটিতে সেলেনি আপনাকে সাহায্য করতে পারবে। ও আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুশিই হবে। আমাকে বলেছে আপনি একজন ভদ্র মানুষ।'

'শুনে আনন্দিত বোধ করছি,' স্যুপ গিলতে গিলতে বলল ডেনিসন। এটার স্বাদও বিশ্রী। তবু তরল পদার্থটা গলায় ঢালতে হলো।

'সেলেনি বলল আপনি নাকি পদার্থবিজ্ঞানী। তবে আমার ধারণা ও ভুল বলেছে।'

'আমি একজন রেডিও কেমিস্ট।'

'অনেকদিন আপনি কোন কাজকাম করছেন না, ডক্টর। শুনেছি আপনি হাল্লামের প্রতিহিংসার শিকার। অবশ্য চাঁদের সকলে এক অর্থে তাই।'

'তাই নাকি ?'

'জ্বী। চাঁদে কোন ইলেকট্রন পাম্প স্টেশন নেই। নেই কারণ প্যারা-ইউনিভার্স থেকে কোন রকম সহযোগিতা পাওয়া যায় নি। টাংস্টেনের কোন স্যাম্পল গ্রহণ করা হয়নি।'

'আপনার কি ধারণা, ড. নেভিল এ সবই হাল্লামের কারসাজি ?'

'আমরা তাই মনে করি। শুধু প্যারা-ইউনিভার্সেই পাম্প স্টেশন থাকবে কেন ? আমাদের এখানে নেই কেন ?'

'যদ্দুর জানি ইনিশিয়েটিভ নেয়ার জ্ঞানের অভাব আছে আমাদের।'

'নিষিদ্ধ জিনিসটার জন্যে আমরা কি শুধু জ্ঞানের অভাবের ছুতো দেখিয়েই চলব ?'

'রিসার্চ নিষিদ্ধ নাকি ?' অবাক হলো ডেনিসন।

'এক অর্থে তাই। প্রোটন সিনক্রট্রনে বা বৃহৎ কোন ইকুইপমেন্ট নিয়ে আমাদের কাজ করতে দেয়া হয় না। সবই নিয়ন্ত্রণ করা হয় পৃথিবী থেকে, হাল্লামের নির্দেশে—তাহলে রিসার্চ তো নিষিদ্ধ হয়ে থাকবেই।'

আবার চোখ ঘষল ডেনিসন। 'আবার ঘুম আসছে আমার... মাফ করবেন। আপনাদের বিষয়টি কিন্তু আমার বিরক্তি উৎপাদন করছে না। আচ্ছা, চাঁদের জন্যে ইলেকট্রন পাম্প কি খুবই জরুরি জিনিস ? সোলার ব্যাটারি তো খুব কাজের এবং পর্যাপ্ত বলেই জানি।

'ওরা আমাদেরকে সূর্যের সাথে বেঁধে রেখেছে, ডক্টর। বেঁধে রেখেছে সারফেসের সঙ্গে।'

'বুঝলাম। কিন্তু এ বিষয়টির প্রতি হাল্লামের এত আগ্রহ কেন, ড. নেভিল।'

'এটা আপনি আমার চেয়ে ভাল বুঝবেন যদি ওই লোককে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন। সে জনগণকে জানতে দিতে চায় না যে গোটা ইলেকট্রন পাম্প এস্টাবলিশমেন্ট আসলে প্যারা-মানবদের সৃষ্টি, আমরা ওদের চাকর মাত্র। আমরা, চাঁদের মানুষরা, যদি জানিয়ে দেই যে ইলেকট্রন পাম্প টেকনোলজির আসল জন্ম রহস্য কোথায়, তাহলে হাল্লামের মুখোশ খুলে যাবে।'

ডেনিসন বলল, 'কিন্তু আমাকে এসব কথা শোনাবার মানে কি ?'

'আমার সময় বাঁচানোর জন্যে। সাধারণত আমরা পৃথিবী থেকে আসা পদার্থবিজ্ঞানীদের স্বাগতম জানিয়ে থাকি। ফিজিসিস্ট-ইমিগ্রান্টরা সাহায্যের জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয় তাদেরকে এখানকার অবস্থা ব্যাখ্যা করার পরে। তাদেরকে আমরা উৎসাহিত করি আমাদের সঙ্গে কাজ করার জন্যে। তবে আপনি পদার্থবিজ্ঞানী নন।'

অসহিষ্ণু গলায় ডেনিসন বলল, 'সে তো আমি আগেই জানিয়েছি।'

'তবু আপনি সিনক্রট্রন দেখতে চেয়েছেন। কেন ?'

'এ ব্যাপারটা আপনার মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বুঝি ? মাইডিয়ার স্যার, বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি আমি। আমার বৈজ্ঞানিক ক্যারিয়ার অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। আমি কোন রিহ্যাবিলিটেশনে যেতে চেয়েছি, সরে যেতে চেয়েছি হাল্লামের কাছ থেকে দূরে। তাই চাঁদে এসেছি। আমি রেডিও কেমিস্ট হিসেবে ট্রেনিং নিলেও বিজ্ঞানের অন্য শাখায় কাজ করার সুযোগ থাকলে তাতে কোনকালেই আপত্তি ছিল না। এখনকার অন্যতম সেরা বিষয় হলো প্যারা-ফিজিক্স। আমি এ বিষয়টি নিজে নিজেই শিখেছি। মনে হয়েছে এটা শিখলে রিহ্যাবিলিটিশনে ঢোকা সহজতর হয়ে উঠবে।'

মাথা দোলাল নেভিল। 'আচ্ছা।'

'আপনি ইলেকট্রন পাম্পের কথা বললেন। পিটার ল্যামন্টের থিওরীর কথা কখনো শুনেছেন ?'

সরু হয়ে এল নেভিলের চোখ। 'নাহ্, এই লোকটির নাম কখনো শুনেছি বলে মনে পড়ে না।'

'সে তেমন বিখ্যাত কেউ নয়। হয়তো কোনদিন হতেও পারবে না। যেমন একই কারণে আমিও হতে পারব না। সে হাল্লামের সাথে লাগতে গিয়েছিল...সম্প্রতি তার নাম আবার জোরেশোরে উচ্চারিত

হচ্ছে। তার চিন্তায়ও কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি আমার।' হাই তুলল ডেনিসন। অধৈর্য গলায় নেভিল বলল, 'লোকটার নাম কি বললেন?'

'পিটার ল্যামন্ট। প্যারা-থিওরী নিয়ে তার কিছু চিত্তাকর্ষক চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। তার ধারণা, পাম্পের ক্রমাগত ব্যবহারে শক্তিশালী পারমাণবিক মিথস্ক্রিয়া সৌর জগতে প্রচণ্ডতায় রূপ নেবে, তাতে সূর্য ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, আর একই সময় ফেজ-চেঞ্জের কারণে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটবে।'

'যত্তসব বাজে কথা! কসমিক স্কেলে চেঞ্জের পরিমাণ আপনার জানা আছে? আপনি পদার্থবিদ্যায় স্বশিক্ষিত হলেও বুঝতে পারবেন সৌরজগতের সাধারণ ইউনিভার্সে পাম্প বিশেষ কোন পরিবর্তন আনতে পারবে না।'

'আপনার তাই ধারণা?'

'অবশ্যই। কেন আপনি একমত নন?' জিজ্ঞেস করল নেভিল।

'আমি নিশ্চিত নই। ল্যামন্ট নিজের মাথার ওপর একটা খাড়া ধরে আছে। তার সাথে একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার। হাল্লাম তার যা ক্ষতি করেছে তাতে হাল্লামের ওপর রেগে আগুন হয়ে থাকারই কথা।'

'শুনেছি আপনিও হাল্লামকে ঘৃণা করেন।'

'তবে আমি ল্যামন্ট নই। ওর মত প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করি না। ইন ফ্যাক্ট, আমার ক্ষীণ আশা আছে বিষয়টা নিয়ে চাঁদে বসে তদন্ত চালাতে পারব। এখানে হাল্লাম নাক গলাতে আসবে না বা ল্যামন্টের আবেগও কাজ করবে না।'

'এখানে? চাঁদে?'

'হ্যাঁ। এখানে। চাঁদে। এ জন্যেই সিনক্রট্রনের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছি। ওখানে বসে কাজ করতে চাই।'

নেভিল বলল, 'সিনক্রট্রনে কাজ করতে পারবেন বলে সত্যি আশা করেন? জানেন কতগুলো রিকুইজিশনের পাহাড় জমে আছে?'

'চাঁদের বিজ্ঞানীদের সাহায্য পাবার আশা নিয়েই এসেছি।'

হেসে মাথা নাড়ল নেভিল। আমাদের চান্স আপনার মতই...সে যাক। যদি কিছু করতে পারি জানাব আপনাকে। নিজেদের প্রচেষ্টায় গবেষণাগার গড়ে তুলেছি এখানে। আপনার জায়গা হয়তো হয়ে যাবে। কিছু ছোটখাট যন্ত্রপাতিও জোগাড় করে দিতে পারব। আমাদের

ফ্যাশিলিটিজ আপনার কতটুকু কাজে আসবে জানি না, তবে কিছু কাজ হয়তো করতে পারবেন।'

'আমি তো ট্রেনিংপ্রাপ্ত পদার্থবিজ্ঞানী নই। তাহলে এসব সুযোগ-সুবিধা আমাকে দিতে চাইছেন কেন ?'

'কারণ আপনি পৃথিবী থেকে এসেছেন। আগেই বলেছি পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের আমরা মূল্য দিই। আর পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে স্বশিক্ষা আপনাকে আরো বেশি মূল্যায়িত করে তুলবে। আমরা সবাই হাল্লামের হাতে বন্দি। এখন আপনি যদি নিজেকে রিহ্যাবিলিটেট করতে চান, আমরা আপনাকে সাহায্য করব।'

'বদলে কি চান ?'

'আপনার সাহায্য। চাঁদ এবং পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি চলছে। আপনি পৃথিবী থেকে স্বইচ্ছায় চাঁদে এসেছেন। দু'পক্ষেরই উপকারের ক্ষেত্রে আপনি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবেন। ইতিমধ্যে নতুন কমিশনারের সাথে আপনার দেখা হয়েছে। আপনি যদি নিজেকে রিহ্যাবিলিটেট করতে পারেন, আমাদেরকেও পারবেন।'

'আসলে আপনি বলতে চাইছেন হাল্লামের প্রভাব যদি খর্ব করতে পারি তাহলে চাঁদের বিজ্ঞানও উপকৃত হবে।'

'আপনি যা করবেন তাই কাজে লাগবে... আজকের মত তাহলে চলি। আপনার ঘুমের প্রয়োজন। খবর দিলেই আমি এসে আপনাকে কোন ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাব। আর—' চারদিকে চোখ বুলাল সে একবার—'আপনার আরেকটু আরাম-আয়েশেরও ব্যবস্থা করা দরকার।'

হ্যান্ডশেক করে চলে গেল নেভিল।

৮

গটস্টিন বলল, 'এই কাজটা তোমার কাছে বিরক্তিকর মনে হলেও এখন যখন ছেড়ে যাচ্ছ নিশ্চয়ই খারাপ লাগছে।'

মনটেজ বলল, 'খারাপ লাগছে মানে কি। বেদনায় বুক ফেটে যাচ্ছে। যখনই মনে পড়ছে আবার সেই পূর্ণ মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে গিয়ে

থাকতে হবে, আঁতকে উঠছি মনে মনে। সেই নিশ্বাস নেয়ার কষ্ট—পায়ে ব্যথা-গায়ে ঘাম। সারাক্ষণই তো ঘামতে থাকব।'

'আমাকেও একদিন এভাবে যেতে হবে।'

'আমার কথা শোনো। এখানে একটানা দু'মাসের বেশি কখনো থেকো না। ডাক্তার যাই বলুক না যতই আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ করার পরামর্শ দিক—প্রতি ষাটদিন অন্তর পৃথিবী থেকে ঘুরে এসো। আর কমপক্ষে এক হপ্তা ওখানে থেকো।'

'তোমার কথা আমার মনে থাকবে...ওহ্, ভাল কথা। আমার বন্ধুর সাথে দেখা হলো সেদিন।'

'কোন্ বন্ধু?'

'যে মানুষটির সঙ্গে একই যানে চেপে চাঁদে এসেছি। ওকে চেনা চেনা লাগছিল। পরে দেখি আমার ধারণা নির্ভুল। ওর নাম ডেনিসন, রেডিও কেমিস্ট। বলল ইলেকট্রন পাম্প ব্যবহার করা নিয়ে নাকি এক সময় খুব ঝামেলা হয়েছিল। তার ধারণা ইলেকট্রন পাম্পের কারণে বিস্ফোরিত হবে গোটা নিখিল বিশ্ব।'

'তাই নাকি? এরকম সত্যি ঘটবে?'

'আমার মনে হয় না। তবে এ বিষয়টা একবার ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল। আবার এটা নিয়ে গুজব রটতে শুরু করেছে। ল্যামন্ট নামে এক পদার্থবিজ্ঞানী সিনেটর বার্ট, স্বঘোষিত পরিবেশবাদী নেতা চেনসহ কয়েকজনের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে কথা বলেছে। সে কসমিক এক্সপ্লোসনের কথা বলছে। তার কথা কেউ বিশ্বাস করছে না। তবে গল্পটা ডালপালা মেলতে শুরু করেছে।'

'চাঁদে তোমার নতুন বন্ধুও বুঝি বিশ্বাস করে এ গল্প?'

হা হা করে হেসে উঠল গটস্টিন। 'আমার বিশ্বাস করে। আরে, রাতের বেলা আমি যখন বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়ে যাই, মনে হয় সত্যি বুঝি কেয়ামত ঘনিয়ে এল। ডেনিসন তার থিওরী নিয়ে এখানে পরীক্ষা করতে চায়।'

'আচ্ছা?'

'হ্যাঁ। ওকে ইঙ্গিত দিয়েছি সাহায্য করব।'

মাথা নাড়ল মনটেজ। 'ওটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। অফিসিয়াল ব্যাপারে এসব পাগলামির প্রশ্রয় দেয়া ঠিক না।'

'আরে ইঙ্গিত কেন দিয়েছি সেটা আগে শোনো না। ডেনিসন যদি চাঁদে এস্টাবলিশড হতে পারে, তাহলে ওর মারফত আমরা জানতে পারব এখানে কি ঘটছে। রিহ্যাবিলিটেশন নিয়ে সে চিন্তিত। আমি বলেছি সে সহযোগিতা করলে রিহ্যাবিলিটেশনের সমস্যা হবে না...যাক গে, আমি দেখব তুমি যেন ঠিকঠাক মত পোস্টিংটা পাও। আমরা যেমন বন্ধু ছিলাম তেমনই থাকব।'

'ধন্যবাদ,' বলল মনটেজ। 'এবং বিদায়।'

৯

রাগ রাগ গলায় নেভিল বলল, 'নাহ্। ওকে আমার পছন্দ হয়নি।'

'কেন হয়নি ? ও পৃথিবীবাসী বলে ?' সেলেনি তার ডান বুকের ওপর থেকে তুলার একটা আঁশ সরাল। ওটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এটা আমার ব্লাউজের নয়। তোমাকে বলছি এয়ার-রিসার্কুলেশনের অবস্থা খুবই বাজে।'

'এই ডেনিসন লোকটা একটা ওয়ার্থলেস। প্যারা-ফিজিসিস্ট নয় সে। এ ক্ষেত্রে নিজেকে একজন স্ব-শিক্ষিত মানুষ বলে দাবি তার। রেডিমেড কিছু তত্ত্ব নিয়ে এসেছে ব্যাটা।'

'কি রকম ?'

'তার ধারণা ইলেকট্রন পাম্প ইউনিভার্সে বিস্ফোরণ ঘটাবে।'

'এ কথা বলেছে সে ?'

'আমি জানি সে অমনই ভাবছে... আমি এ সংক্রান্ত গল্পটা জানি তো। অনেকবার শুনেছি। তবে পাত্তা দিই নি।'

'হয়তো বা না' ভুরু তুলে বলল সেলেনি। 'হয়তো বা পাত্তা দিয়েছ।'

'আমার সাথে ঝগড়া করার চেষ্টা কোরো না।' বলল নেভিল।

খানিকক্ষণ বিরতি। তারপর সেলেনি প্রশ্ন করল, 'ওকে নিয়ে কি করবে শুনি ?'

'কাজের একটা জায়গা করে দেব। বিজ্ঞানী হিসেবে ওয়ার্থলেস হলেও ওর মধ্যে কিছু একটা আছে যা সহজে অন্যদেরকে আকর্ষণ করে। কমিশনার তো ডেনিসনের সঙ্গে ইতিমধ্যে কথা বলে ফেলেছে।'

'জানি।'

'সে এক রোমান্টিক ইতিহাস তার। ভাঙা ক্যারিয়ার নিয়ে রিহ্যাবিলিটেট করার স্বপ্ন দেখছে ওই লোক।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। তাই। গল্পটা ভালই লাগবে তোমার। শুনতে চাইলেই শুনিয়ে দেবে। আমরা যদি চাঁদে এক পাগলাটে প্রজেক্টের জন্যে এমন একজন রোমান্টিক পৃথিবীবাসীকে পেয়ে যাই যে কিনা কমিশনারকে পটিয়ে ফেলতে পারবে তাহলে ভালই হবে। আর বলা যায় না এই লোকের মাধ্যমেই হয়তো আমরা জেনে যাব পৃথিবীতে কি ঘটছে না ঘটছে...তুমি বরং ওর সঙ্গে দোস্তি চালিয়ে যাও, সেলেনি।'

১০

হাসছে সেলেনি। ওর হাসির আওয়াজ ধাতব, খনখনে লাগল ডেনিসনের কানে। স্পেসস্যুট পরেছে সেলেনি। স্পেসস্যুটের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে গোটা শরীর।

সেলেনি বলল, 'বেন, ভয়ের কিছু নেই। এখানে তুমি পুরানো হয়ে গেছ। একমাস হয়ে গেছে এসেছ।'

'আঠাশ দিন,' বিড়বিড় করল ডেনিসন। দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে স্যুটের মধ্যে।

'এক মাস,' জেদের সুরে বলল সেলেনি। 'অর্থাৎ ত্রিশ দিন।'

'বুঝলাম ত্রিশ দিন। কিন্তু এখানে এসে অবধি আমার বুক ধড়ফড় করছে। যদি পড়ে যাই ?'

'পড়ে গেলে কি হবে ? এখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কম। আর ঢালটাও বেশি খাড়া নয়। তোমার স্পেসস্যুটও বেশ মজবুত। কাজেই পা পিছলে গেলে স্রেফ শরীরটাকে গড়িয়ে যেতে দেবে। ব্যথা পাবে না। বরং মজা লাগবে।'

তবে ডেনিসন সেলেনির আশ্বাসে তেমন ভরসা পেল না। ঠাণ্ডা এই রাতে চাঁদটাকে ভারি সুন্দর লাগছে। তারাগুলো ঝকমক করে জ্বলছে। আর নীলচে-সাদা পৃথিবীটাকে অপরূপ মনে হচ্ছে।

'তোমাকে ধরে থাকলে কিছু মনে করবে?' জানতে চাইল ডেনিসন।

'অবশ্যই না। তবে আমরা শুধু ওপরেই উঠব না। নিচেও নামব। আমার সাথে তাল মিলিয়ে চলো। আমি আস্তে হাঁটছি।'

সেলেনির পদক্ষেপগুলো লম্বা, ধীর এবং ছন্দময়। তার সাথে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করল ডেনিসন। পায়ের নিচের মাটি পাউডারের মত মিহি, সাদা ধুলোয় ঢাকা। ডেনিসন সেলেনির পাশেপাশেই হাঁটছে, তবে বেশ পরিশ্রম হচ্ছে ওর। 'গুড,' বলল সেলেনি, ডেনিসনের হাত ধরে আছে, 'পৃথিবীবাসী হিসেবে বেশ ভাল হাঁটতে পারছ।'

'ধন্যবাদ।'

সেলেনি বলল, 'যখন চূড়োয় পৌঁছুবে, পা ঝাড়া দিতে দিতে নামবে। তাতে সুবিধে হবে নামতে।'

সেলেনি বেশ স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলেছে জোব্বাজাব্বির মত স্যুট পরেও। কিন্তু ডেনিসন হাঁপিয়ে উঠেছে। সে বলল, 'এ জিনিস গায়ে দিয়ে এরচে' পৃথিবীতে দৌড়ানো অনেক ভাল।'

'আসলে তোমার শরীরের পেশি এখন যথার্থ কোঅর্ডিনেশনের জন্যে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি,' বলল সেলেনি। 'নাও, একটু বসো। বেশ হাঁপিয়ে উঠেছ দেখছি। খানিক বিশ্রাম নাও। তোমাকে আর বেশি ওপরে তুলব না।'

ডেনিসন বলল, 'ব্যাগটা পিঠের নিচে রেখে হেলান দিয়ে বসলে কি সমস্যা হবে?'

'না, সমস্যা হবে না। তবে কাজটা করা ঠিক হবে না। বিশেষ করে এই খোলা জায়গায়।'

'ঠিক আছে,' ডেনিসন তার ব্যাগে হেলান না দিয়েই বসল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে। উত্তর দিকে তাকিয়ে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'দ্যাখো! ওই তারাগুলোকে দ্যাখো!'

সেলেনি ওর মুখোমুখি বসেছে। ফেসপ্লেটের আড়াল থেকেও ওর মুখটা আবছা দেখতে পাচ্ছে ডেনিসন।

সেলেনি বলল, 'পৃথিবীতে তুমি তারা দেখ না?'

'এগুলোর মত দেখি না। আকাশে মেঘ না থাকলেও পৃথিবীর বাতাস কিছু আলো টেনে নেয়। বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রার ভিন্নতার কারণে

তারা জ্বলে আকাশে। তবে শহুরে বাতির কারণে সবসময় দেখা যায় না ওগুলোকে।'

'শুনেই কেমন বিশ্রী লাগছে।'

'তুমি এখানে আসতে ভালবাস, সেলেনি? সারফেসে?'

'তেমন ভালবাসি না। তবে মাঝে মাঝে আসতে খারাপ লাগে না। আর ট্যুরিস্টদের এখানে নিয়ে আসা আমার চাকরির একটা অংশ।'

'আর সেই দায়িত্ব আজ আমার জন্যে পালন করলে তুমি।'

'আগেই বলেছি তোমাকে অন্য ট্যুরিস্টদের মত দেখি না আমি। ট্যুরিস্টদের সাইট-সিয়িং-এর কাজটা আমার কাছে খুবই বিরক্তিকর মনে হয়। তবে গ্লাইডে ওদের নিয়ে আসি না কখনো। এখানে আসার অনুমতি পায় শুধু চন্দ্রবাসী আর অভিবাসীরা।

'গ্লাইডিং কি অভিবাসীদের জন্যে কোন খেলা?'

'কখনো কখনো। চন্দ্রবাসীরা সাধারণত সারফেসে আসতে চায় না।'

'ড. নেভিল?'

'সারফেসে সে আসে কিনা জানতে চাইছ?'

'হ্যাঁ।'

'মনে হয় না সে কোনদিন এদিকে এসেছে। সে পুরোপুরি শহুরে বাবু। এ কথা জানতে চাইলে কেন?'

'আমি যেবার সোলার ব্যাটারির রুটিন সার্ভিসিং দেখতে যেতে চাইলাম সে আমাকে যাবার অনুমতি দিল। কিন্তু নিজে গেল না। সে সঙ্গে গেলে কোন প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারতাম।'

'কেন, তোমার প্রশ্নের জবাব দেয়ার মত কেউ ছিল না ওখানে?'

'ছিল একজন। এক অভিবাসী যাকে তোমরা ইম্মি বল। অবশ্য এ থেকে ইলেকট্রন পাম্পের প্রতি ড. নেভিলের মনোভাব বোঝা গেল।'

'মানে?'

'মানে আমি বলতে চাইছি নেভিলকে দেখেছি চাঁদে পাম্প স্টেশন বসানোর জন্যে খুবই উদগ্রীব। যদিও এ কাজে সোলার ব্যাটারিই যথেষ্ট। পৃথিবীতে সোলার ব্যাটারি দিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। সৌরজগতে কোন প্ল্যানেটরি বডি নেই যাতে চাঁদের সোলার ব্যাটারি ব্যবহার করার চেয়ে উত্তম। বুধও যথেষ্ট উষ্ণ গ্রহ—কিন্তু ব্যাটারি

ব্যবহার করে তোমরা সারফেসের সঙ্গে বাঁধা পড়েছ, আর সেই তোমরাই যদি সারফেসকে পছন্দ না করো—'

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সেলেনি, 'ঠিক আছে, বেন। অনেক বিশ্রাম হয়েছে। এখন উঠে পড়ো।'

সিধে হতে রীতিমত ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে হলো ডেনিসনকে। বলল, 'পাম্প স্টেশন থাকার মানে কোন চন্দ্রবাসীকে, যদি সে ইচ্ছা না করে, সারফেসে আসার প্রয়োজন নেই।'

'আমরা ওপরে উঠব, কেন। ওই চূড়োটাতে যাব। দেখতে পাচ্ছ পাহাড়টা ?'

শেষ চড়াইটা ওরা পার হলো নীরবে। খাড়া একটা ঢালের মাথায় উঠে এল। এখানে পাউডারের মত সাদা ধুলো নেই। সেলেনির নির্দেশে মাটিতে বসে পড়ল ডেনিসন। খাড়া ঢালের চারদিকে অনিশ্চিত দৃষ্টিতে তাকাল। 'তুমি এখান থেকে সত্যি গ্লাইড করতে পারবে ?'

'অবশ্যই। পৃথিবীর চেয়ে চাঁদে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কম। কাজেই জমিনে কম চাপ প্রয়োগ করবে। ফলে কম ঘর্ষণ হবে। পৃথিবীর চেয়ে চাঁদে সবকিছুই বেশি বেশি পিচ্ছিল। তাই আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের মেঝে এবং করিডরগুলো তোমার কাছে অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে। তোমাকে এ বিষয়ে ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলতে পারি। শুনবে ?'

'না। সেলেনি।'

'তাছাড়া আমরা তো গ্লাইডার ব্যবহার করবই,' সেলেনির হাতে ছোট একটা কার্তুজ। ওটার গায়ে সাঁড়াশির মত একটা যন্ত্র আর এক জোড়া সরু টিউব দেখা যাচ্ছে।

'কি এটা ?' জিজ্ঞেস করল ডেনিসন।

'ছোট একটা লিকুইড-গ্যাস রিজারভয়ার। তোমার জুতোর নিচে বাষ্প ছড়িয়ে দেবে। জমিন এবং জুতোর মাঝখানের পাতলা গ্যাসের স্তর ঘর্ষণের মাত্রাকে কমিয়ে শূন্যে নিয়ে আসবে। মনে হবে তুমি পরিষ্কার স্পেসে হাঁটছ।'

অস্বস্তি নিয়ে ডেনিসন বলল, 'ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না আমার। এটাকে খামোকা গ্যাসের অপচয় মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'আমরা গ্লাইডারে কি ধরনের গ্যাস ব্যবহার করি বলে তোমার ধারণা ? কার্বন-ডাই-অক্সাইড ? অক্সিজেন ? জ্বী না। আমরা ব্যবহার

করি আর্গন। চাঁদের জমিন থেকে এ গ্যাস আমরা টন টন পাই। আর্গন গ্যাস ব্যবহার করে চাঁদে অল্প কাজ করি আমরা। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে গ্লাইডিং-এর কাজে আর্গন ব্যবহার করলেও এর মজুদ ফুরাবার নয়...সে যাক। তোমার গ্লাইডার অন করা হয়েছে। আমারটা পরে নিই।'

'এগুলো কিভাবে কাজ করে?'

'এগুলো প্রায় অটোমেটিক। গ্লাইডিং চালু করে দিলেই কন্টাক্টের সাথে ওটার যোগ হয়ে যাবে, বাষ্প বেরুতে থাকবে। কয়েক মিনিটের বেশি সাপ্লাই পাবে না। তবে ওতেই কাজ চলে যাবে।'

বসে কথা বলছিল ওরা, এবার সিধে হলো সেলেনি। ডেনিসনকেও উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। 'উতরাইয়ের দিকে মুখ করে দাঁড়াও,' বলল সেলেনি। 'এ ঢালটা তেমন খাড়া নয়।'

'উঁহুঁ,' মুখ শুকনো করে বলল ডেনিসন। 'এটাকে আমার খাড়া পাহাড়ের মতই লাগছে।'

'ধ্যাত। আমি কি বলি তা শোনো। পা জোড়া ছয় ইঞ্চি ফাঁক করে রাখবে, একটার থেকে অপরটা কয়েক ইঞ্চি সামনে। বাম বা ডান যে পা খুশি। হাঁটু ভাঁজ থাকবে। তবে ঝুঁকে দাঁড়াবার দরকার নেই। পেছনে বা ওপর দিকে তাকাবে না। প্রয়োজন হলে ডানে বা বামে তাকাতে পার। যখন নেমে আসবে, চট করে থামার চেষ্টা করবে না। কারণ তোমার চলার গতি তখনো থাকবে দ্রুত। গ্লাইডার ছেড়ে দেবে, ঘর্ষণের কারণে গতি আপনা আপনি মন্থর হয়ে আসবে।'

'এত কিছু মনে থাকবে না আমার।'

'মনে থাকবে। তাছাড়া আমি তো তোমার পাশে থাকছিই সাহায্যের জন্যে। আর যদি পড়ে যাও এবং আমি তোমাকে ধরতে না পারি, মাতব্বরি করে কিছু করতে যেয়ো না। স্রেফ রিল্যাক্স করবে, শরীরটাকে গড়িয়ে নামতে দেবে। পাথরের কোন বোল্ডার নেই যার সাথে বাড়ি খেতে পার।'

ঢোক গিলল ডেনিসন, তাকাল সামনের দিকে। পৃথিবীর আলোয় ঝলমল করছে দক্ষিণের স্লাইড। কালো আকাশে, ঠিক মাথার ওপরে যেন অর্ধবৃত্ত করে উঠে গেছে পৃথিবী।

'রেডি?' বলল সেলেনি। তার দস্তানা পরা হাত জোড়া ডেনিসনের কাঁধে।

‘রেডি,’ কাঁপা গলায় বলল ডেনিসন।’

‘তাহলে আগে তুমি যাও,’ বলল সেলেনি। ধাক্কা দিল ডেনিসনকে। নড়ে উঠল ডেনিসন। খুব আস্তে প্রথমে নড়ে উঠল। মুখ ঘোরাল সেলেনির দিকে, কাঁপছে। সেলেনি বলল, ‘ভয় নেই। আমি আছি তোমার পাশেই।’

পায়ের নিচে জমিনের স্পর্শ পেল ডেনিসন—এরপর অদৃশ্য হয়ে গেল। কাজ শুরু করে দিয়েছে গ্লাইডার।

এক মুহূর্তের জন্যে মনে হলো ও যেন স্থির দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে বাতাসের চাপ নেই, পায়েও কোন কিছুর অনুভূতি নেই। কিন্তু আবার যখন সেলেনির দিকে ফিরল সে, দেখল একদিকের আলো আর ছায়াগুলো আস্তে আস্তে পেছনে সরে যাচ্ছে। তবে বোঝা যাচ্ছে গতি বাড়ছে।

‘পৃথিবীর দিকে চোখ রাখো,’ কানে ভেসে এল সেলেনির কণ্ঠ। ‘যতক্ষণ পর্যন্ত না স্পীড ফিরে পাও। যত দ্রুত চলতে পারবে, তত স্থির হয়ে থাকতে পারবে। হাঁটু ভাঁজ করে রাখো...বেশ হচ্ছে, বেন। লাগছে কেমন?’

‘মনে হচ্ছে উড়ে চলেছি,’ বলল ডেনিসন। এবার দু’পাশের আলো এবং ছায়াই ঝাপসা লাগছে চোখে। বামে তাকাল ডেনিসন। পেছন দিকে উড়ে চলার এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা কখনো সঞ্চয় করেনি ও। সেলেনি ওর পাশেই আছে।

ওড়ার গতি আগের চেয়ে বেড়েছে অনেক। ডেনিসন ধারণা করল ঘণ্টায় একশ মাইল বেগের বেশি গতি হবে ওদের। অনেকক্ষণ ওড়ার পরে সেলেনি বলল, ‘এবার নামার পালা, বেন। তবে তোমাকে কিছু করতে হবে না। গ্লাইডারের গতি আপনা আপনি কমে আসবে। স্রেফ চলতে থাকো।’

সেলেনির কথা মাত্র শেষ হয়েছে, ডেনিসন অনুভব করল ওর জুতোর নিচে চাপ বেড়ে যাচ্ছে। অজান্তে হাতের মুঠো বন্ধ হয়ে এল ডেনিসনের। যে জোরে নামতে শুরু করেছে, কোন কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেলে স্রেফ ছাতু হয়ে যাবে।

চোখ কুঁচকে গেছে ডেনিসনের, দম বন্ধ করে রইল। এক সময় মনে হলো ফেটে যাবে বুক। এমন সময় সেলেনি বলে উঠল, ‘দারুণ,

বেন, দারুণ, কোন ইম্মিকে এত নিখুঁতভাবে গ্লাইডারে ভ্রমণ করতে এর আগে দেখিনি আমি। তুমি যদি এখন ভারসাম্য হারিয়ে পড়েও যাও তাতে লজ্জা পাবার কিছু নেই।

'পড়ে যাবার কোন ইচ্ছেই আমার নেই,' ফিসফিস করল ডেনিসন। ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ল সে, চোখ বড় বড় করে তাকাল। গতি ক্রমে কমে আসছে।

'আমি কি এখনো দাঁড়িয়ে আছি, সেলেনি ?' জিজ্ঞেস করল ডেনিসন। 'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'তুমি এখনো দাঁড়িয়েই আছ। তবে নড়াচড়া কোরো না। শহরে ফিরে যাবার আগে খানিক বিশ্রাম নিতে হবে।'

অবিশ্বাস নিয়ে সেলেনিকে দেখল ডেনিসন। মেয়েটা ওর সাথেই এতক্ষণ গ্লাইড করেছে, আকাশে উড়েছে, নেমেছে। ভয়ে-আতঙ্কে ডেনিসনের আধমরা দশা, অথচ সেলেনি এখনো শূন্যে ক্যাঙ্গারুর মত বড় বড় লাফ দিচ্ছে। সেলেনি ওর কাছ থেকে একশ গজ দূরে। একলাফে কাছে এসে পড়ল। বগলের তলায় ভাঁজ করা একটা প্লাস্টিকের শিট।

'মনে রেখো,' খুশি খুশি গলায় বলল সে, 'কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আমরা জমিনে নামার আগে কি ব্যবহার করেছি, এটার কথা বলবে কেমন ?' প্লাস্টিকের চাদরটা বিছাল সে চাঁদের ধুলোময় পিঠে।

'এটার নাম লুনার লাউঞ্জ,' জানাল সেলেনি। 'তবে আমরা শুধু লাউঞ্জ বলব।' সে ওটার মধ্যে একটা কার্তুজ ঢুকিয়ে লিভার টেনে দিল।

ওটা ফুলে উঠতে শুরু করল। হিসহিস শব্দ শুনবে ভেবেছিল ডেনিসন, কিন্তু কোনই শব্দ হলো না।

'এটাও আর্গন গ্যাস,' জানাল সেলেনি।

ছয়টা মোটা মোটা পা নিয়ে মাদুরের আকার ধারণ করল জিনিসটা। সেলেনি বলল, 'নাও। শুয়ে পড়ো।'

মাদুরের ওপর শুয়ে পড়ল ডেনিসন। বেশ নরম।

'দারুণ-তো!' আরামের নিশ্বাস ফেলল ও।

'সবদিকেই আমার নজর আছে,' হাসল সেলেনি।

ডেনিসনের পেছন থেকে বেরিয়ে এল সে, ওকে ঘিরে গ্লাইড করছে। যেন স্কেটিং করছে। ডেনিসনের সাথেই মাটিতে নেমে এল সেলেনি। নিখুঁত ল্যান্ডিং।

শিস দিয়ে উঠল ডেনিসন, 'কি করে করলে?'

'প্রাকটিস। তবে আমার মত করতে যেয়ো না। হাত-পা ভাঙবে। আমার ঠাণ্ডা লাগলে তোমার লাউঞ্জে চলে আসব।'

'চলে এসো। অনেক জায়গা আছে।'

'কেমন লাগছে তোমার?'

'চমৎকার। অভিজ্ঞতা একটা হলো বটে!'

'অভিজ্ঞতা? তুমি তো রেকর্ড সৃষ্টি করে ফেলেছ। একবারও পড়ে যাওনি। তোমার কীর্তির কথা ওদেরকে বলে দিলে অসুবিধে নেই তো?'

'না। আমাকে আবার উড়তে বলছ?'

'এই মুহূর্তে? অবশ্যই না। আমি নিজেই আর উড়তে পারব না। এখন খানিক বিশ্রাম নেব। তোমার হার্টরেট স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পরে বাড়ি ফিরব। পায়ে হেঁটে চলতে পারলে গ্লাইডার খুলে নিতে পারি। নিজে নিজে গ্লাইডার ব্যবহার করার নিয়ম তোমায় পরের বার শিখিয়ে দেব।'

'আবার পরের বার আসবে কিনা সন্দেহ আছে।'

'অবশ্যই আসবে। কেন ব্যাপারটা উপভোগ করনি তুমি?'

'অল্প। ভয় লেগেছে বেশি।'

'পরের বার কম ভয় লাগবে। এক সময় ব্যাপারটা উপভোগ্য হয়ে উঠবে তোমার কাছে। মুন-রেসে অংশও নিতে পারবে। তোমাকে আমি রেসার বানিয়ে ছাড়ব।'

'পারবে না। আমি বুড়ো হয়ে গেছি।'

'চাঁদের জন্যে বুড়ো হওনি। তোমার চেহারায় শুধু বয়সের ছপা পড়েছে।'

লাউঞ্জের ওপর শুয়ে শুয়ে চাঁদের নির্জনতা উপভোগ করছে ডেনিসন। এবার পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে সে। খুব ভাল লাগছে।

সে জানতে চাইল, 'তুমি কি এখানে প্রায়ই আস, সেলেনি? মানে একা আসো নাকি কারো সঙ্গে?'

'এমনিতে আসি না। লোকজন থাকলে আসি। ট্যুরিস্ট গাইড হিসেবে মানুষকে সঙ্গ দেয়াই আমার পেশা। তবে কাজটা কখনো কখনো বিরক্তিকর লাগে। বিশেষ করে একটা প্রশ্ন শুনতে খুবই বিশ্রী লাগে।'

'কি প্রশ্ন ?'

'তুমি তো জানো আমরা চন্দ্রবাসীরা আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকি, গুহায় থাকি, করিডরে থাকি। আর তাই ট্যুরিস্টরা ইচ্ছে করেই যেন বারবার খোঁচায়। 'আচ্ছা, তোমরা সবসময় গুহায় থাক কি করে ? তোমাদের দম বন্ধ হয়ে আসে না ? নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, গাছপালা, সাগর দেখতে ইচ্ছে করে না তোমাদের ? ইচ্ছে করে না বাতাসের স্পর্শ নিতে ? ফুলের গন্ধ শুঁকতে'— এরকম একটার পর একটা প্রশ্ন তারা করতেই থাকে। বলে, 'তুমি বোধহয় জান না নীল আকাশ, সাগর এবং গাছ কি রকম জিনিস। এগুলো তোমার আসলে মিস করা উচিত নয়...এদের ভাবখানা এমন যেন আমরা জন্মেও পৃথিবীর টিভিতে আকাশ-সাগর-মাঠ-গাছপালা দেখিনি।'

শুনতে বেশ মজা লাগছিল ডেনিসনের। বলল, 'ওদের প্রশ্নের জবাবে তুমি কি বলো ?'

'তেমন কিছু না। বলি, 'আমরা আসলে এসবেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। ম্যাডাম বা স্যার। তবে মেয়েরাই থাকে বেশি। আর পুরুষগুলোর তো খালি আমাদের ব্লাউজের দিকে নজর। ভাবে কখন আমরা ওগুলো খুলব। জানো, গাধাগুলোকে কি বলতে ইচ্ছে করে ?'

'বলো। শুনতে মজাই লাগছে।'

'বলতে ইচ্ছে করে ম্যাডাম, আপনাদের পৃথিবীর প্রতি আমাদের আগ্রহ থাকার দরকারটা কি ? আমরা আমাদের গ্রহ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাই না। চাই না আমাদের গায়ে শুকনো বাতাস বা নোংরা পানির ঝাপটা লাগুক। আপনাদের কুৎসিত জীবাণু দ্বারা আমরা আক্রান্ত হতে চাই না, চাই না বদগন্ধযুক্ত ঘাস বা নিরস নীল আকাশ দেখতে। আমাদের যখন ইচ্ছে হয় নিজেদের আকাশে পৃথিবীর চেহারা দেখতে পারি। তবে সেরকম ইচ্ছে খুব কমই জাগে। চাঁদই আমাদের ঘর, চাঁদই আমাদের বাড়ি। এটাকে আমরা আমাদের মত করে সাজিয়ে নিয়েছি।

কাজেই এখানে এসে আমাদের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন নেই। আপনারা আপনাদের পৃথিবীতে ফিরে যান। ওখানে মাধ্যাকর্ষণের টানে আপনাদের বুক হাঁটু পর্যন্ত নেমে আসুক। তাই দেখুন গে যান। এ কথাগুলোই বলতে মন চায়।'

ডেনিসন বলল, 'বেশ বেশ। যখনই এ কথাগুলো বলতে মন চাইবে আমার কাছে চলে এসো। মন ভরে বোলো। তাতে যদি তোমার মন ভাল হয়ে যায় তো ভাল।'

'ইম্মিরা কি পরামর্শ দেয়, জানো। বলে 'চাঁদে আর্থ-পার্ক তৈরি করতে। বাড়ির ছোঁয়া পাওয়া যাবে তাতে। পৃথিবীর গাছ, প্রাণী ইত্যাদি নিয়ে আসতে বলে।'

'তোমার বোধহয় এসব পরামর্শ পছন্দ হয় না?'

'অবশ্যই হয় না। আমি এর বিরুদ্ধে। কিসের বাড়ির ছোঁয়া? চাঁদই আমাদের বাড়ি। যারা বাড়ির ছোঁয়া চায় তারা পৃথিবীতে ফিরে গেলেই পারে। ইম্মিরা আসলে মাঝে মাঝে পৃথিবীবাসীদের চেয়েও জঘন্য হয়ে ওঠে।'

'একথাটা মনে থাকবে আমার,' বলল ডেনিসন।

'তুমি এখনো ওদের মত হওনি,' বলল সেলেনি।

এক মুহূর্তের জন্যে নীরবতা নেমে এল। ডেনিসন ভাবছে সেলেনি তাকে গুহায় ফিরে যাবার কথা বলবে কিনা। এক দিকে ওর রেস্টরুমে যেতে ইচ্ছে করছে। অন্যদিকে এত রিল্যাক্স অনুভব করেনি সে এর আগে কখনো।

সেলেনি বলল, 'তোমাকে একটা প্রশ্ন করলে কিছু মনে করবে?'

'একেবারেই না। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে যদি প্রশ্ন করতে চাও তো বলব আমার একান্ত ব্যক্তিগত বলে কিছু নেই। আমার উচ্চতা পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি, চাঁদের ওজন অনুসারে এখন আমার ওজন আঠাশ পাউন্ড, অনেক আগে একটা বউ ছিল, ডিভোর্স হয়ে গেছে, আমার একটা মেয়ে আছে, তার বিয়ে হয়ে গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে—'

'না, বেন। আমি সিরিয়াস। তোমার কাজ নিয়ে প্রশ্ন করতে পারি?'

'অবশ্যই পার। যদিও বিষয়টা কতটা ব্যাখ্যা করতে পারব জানি না।'

'তুমি জান যে ব্যারন আর আমি—'

'জানি,' রূঢ় গলায় বলল ডেনিসন।

'মাঝে মাঝে আমরা গল্প করি। অনেক কথাই ও বলে। সেদিন বলল তুমি নাকি বলেছ ইলেকট্রন পাম্পের কারণে ব্রহ্মাণ্ডে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।'

'আমাদের পৃথিবীর অংশে। গ্যালাকটিক বাহুও আক্রান্ত হতে পারে।'

'সত্যি? তুমি এ কথা বিশ্বাস কর?'

ডেনিসন বলল, 'যখন চাঁদে আসি তখন বিষয়টা নিয়ে নিশ্চিত ছিলাম না। তবে এখন নিশ্চিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঘটনাটা ঘটবে।'

'কখন ঘটবে বলে তোমার ধারণা?'

'তা ঠিক বলতে পারব না। তবে কয়েক বছর পরে। বা কয়েক দশক পরে।'

নীরবতা নেমে এল দু'জনের মাঝে। কিছুক্ষণ পরে আবছা গলায় বলল সেলেনি, 'তবে ব্যারন তা মনে করে না।'

'জানি সে তা মনে করে না। তাকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টাও করিনি। যারা জেগে ঘুমায় তাদেরকে ঘুম থেকে জাগানো খুব কঠিন। ল্যামন্টও একই ভুল করেছিল।'

'ল্যামন্ট কে?'

'সরি, সেলেনি। ও আমি এমনি বলছিলাম।'

'না, বেন। প্লীজ, বলো। আমার শুনতে ইচ্ছে করছে। প্লীজ।'

ডেনিসন মুখোমুখি বসল সেলেনির। 'বেশ শোনো। তোমাকে বলতে আমার আপত্তি নেই। ল্যামন্ট পৃথিবীর একজন পদার্থবিজ্ঞানী। পৃথিবীবাসীকে সে পাম্পের বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। পৃথিবীবাসীদের পাম্পের প্রয়োজন; তারা ফ্রি এনার্জি চায়; প্রচুর চায়। তাই বিশ্বাস করতে চায় না যে একসময় এটা পাবে না।'

'কিন্তু পাম্প যদি মৃত্যুই ডেকে আনবে তাহলে এটা তারা চাইবে কেন?'

'তারা বিশ্বাস করে না যে পাম্প মৃত্যু ডেকে আনবে। কোন সমস্যার সমাধানের সহজতম উপায় ওটার অস্তিত্ব অস্বীকার করা।

তোমার বন্ধু ড. নেভিলও একই কাজ করেছে। সারফেস পছন্দ করে না সে, তাই জোর করে বিশ্বাস করে সোলার ব্যাটারি ভাল না। পাম্পটাকে সে চায় যাতে আন্ডারগ্রাউন্ডে বাস করতে পারবে। কাজেই পাম্প থেকে কোন বিপদ হবে এটা সে বিশ্বাস করতে রাজি নয়।'

সেলেনি বলল, 'আমার মনে হয় না যে জিনিসের বৈধ প্রমাণ রয়েছে তা ব্যারন বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি জানাবে। তোমার হাতে প্রমাণ আছে?'

'আছে। এটা খুবই আশ্চর্য জিনিস, সেলেনি। গোটা ব্যাপার নির্ভর করছে কোয়ার্ক-কোয়ার্ক ইন্টার অ্যাকশনের (Quaek-Quaek interactions)-এর কিছু সুক্ষ্ম ফ্যাক্টরের ওপর। এর মানে কি তুমি বুঝতে পারছ?'

'তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে না। এসব জিনিস নিয়ে বহুবার কথা বলেছি আমি ব্যারনের সঙ্গে। কাজেই ব্যাখ্যা না করলেও বুঝতে পারব।'

'আমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে লুনার প্রোটন সিনক্রট্রনের দরকার। এটা পঁচিশ মাইল চওড়া, আছে সুপার কনডাক্টিং ম্যাগনেট, এবং এটা ২০০০০ বেভ (Bev) বা তাবও বেশি শক্তি বিন্যস্ত করতে পারে। এটাকে, তোমরা চন্দ্রবাসীরা বল পাইওনাইজার, ফিট করা থাকে মাঝারি সাইজের ঘরে, এটা সিনক্রট্রনের সমস্ত কাজ করে দেয়। এরকম বিস্ময়কর সমৃদ্ধির জন্যে চাঁদকে অভিনন্দিত করতেই হয়।'

'ধন্যবাদ,' সন্তুষ্ট গলায় বলল সেলেনি। 'চাঁদের পক্ষ থেকে।'

'তো, আমার পাইওনাইজারের ফলাফল শক্তিশালী পারমাণবিক মিথস্ক্রিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রচণ্ডতার হার দেখাতে সক্ষম।'

'এটা ব্যারনকে দেখিয়েছ?'

'না। দেখাইনি। দেখালেও, আমার ধাবণা ব্যারন তা বিশ্বাস করবে না। সে বলবে ফলাফলটা প্রান্তীয়। বলবে আমি ভুল করেছি। বলবে আমি অপর্যাপ্ত কন্ট্রোল ব্যবহার করেছি।...মোটকথা তার বক্তব্য হবে একটাই যে, সে ইলেকট্রন পাম্প চায়। এবং এটার আশা কোনভাবেই ছাড়বে না।'

'তার মানে আর কোন রাস্তা নেই?'

'রাস্তা অবশ্যই আছে। তবে সোজা পথে নয়। ল্যামন্টের রাস্তায় নয়।'

'মানে ?'

'ল্যামন্টের সমাধান হলো পাম্প পরিত্যাগ করো। কিন্তু তুমি তো পেছন দিকে হটতে পার না। পার না মুরগিকে ডিমের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে, মদ আঙ্গুরের মধ্যে ঢোকাতে বা সন্তানকে তার মায়ের জরায়ুর মধ্যে ফিরিয়ে আনতে। সন্তান জন্মদান দেখতে হলে তাকে শুধু বেরিয়ে আসতে বললেই তো চলবে না এর জন্যে পথ দেখাতে হবে।'

'সেটা কি পথ ?'

'সেই পথটা যে কি তা আমি নিজেও জানি না। তবে আমার মাথায় একটা আইডিয়া আছে খুব সাধারণ, সরল আইডিয়া—তবে এ আইডিয়া কাজে লাগবে কিনা বলতে পারব না। দ্বিতীয় একটা পৃথিবীর অস্তিত্ব...'

আবার নীরবতা নেমে এল। মিনিটখানেক পরে সেলেনি বলল, 'তোমার আইডিয়াটা কি রকম তা খানিকটা অনুমান করতে পারছি।'

'কি রকম ?'

'সাপোজ, আমাদের ইউনিভার্স মাত্র একটাই যার অস্তিত্ব থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। কারণ এটা একমাত্র ইউনিভার্স যার মধ্যে আমরা বাস করছি এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছি। আবার, এরকম প্রমাণ দাঁড়ায় যে আরেকটি অর্থাৎ দ্বিতীয় ইউনিভার্সও আছে, যেটাকে আমরা বলতে পারি প্যারা-ইউনিভার্স। সেক্ষেত্রে এটা ধারণা করা হাস্যকর হয়ে যায় যে দুটি ইউনিভার্স রয়েছে। আর যদি দ্বিতীয় ইউনিভার্স থাকে, তাহলে অগণিত ইউনিভাস থাকাও বিচিত্র নয়। আর এক এবং অগণিতের মাঝে কোন সংবেদনশীল সংখ্যা নেই। মাত্র দুটি, তবে কোন অগণিত সংখ্যা, এটা হাস্যকর এবং এর কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না।'

ডেনিসন বলল, 'আমি আসলে এটাই ভাবছিলাম—' আবার চুপ হয়ে গেল সে। কিছুক্ষণ পরে বলল, 'আমাদের এখন শহরে ফেরা উচিত।'

সেলেনি বলল, 'আমি কিন্তু শুধুই অনুমান করছিলাম।'

ডেনিসন বলল, 'না, অনুমান নয়। অন্য যা কিছু হতে পারে তবে এটা স্রেফ অনুমান ছিল না।'

১১

ব্যারন নেভিল হাঁ করে তাকিয়ে আছে সেলেনির দিকে, মুখে কথা সরছে না। সেলেনি তার দিকে শান্ত ভঙ্গিতে তাকাল। ওর ঘরের জানালার দৃশ্য আবার বদলে গেছে। একটা জানালায় পৃথিবীর অর্ধেক অংশ দেখা যাচ্ছে। অবশেষে জিজ্ঞেস করল নেভিল। 'কেন ?'

সেলেনি বলল, 'এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট বলতে পার। আগেই কথাটা বলা উচিত ছিল তোমাকে। কিন্তু তুমি রেগে যাবে এই ভয়ে বলিনি।'

'তার মানে সে ব্যাপারটা জানে। বোকা কোথাকার!'

ভুরু কুঁচকে গেল সেলেনির। 'সে কি জানে ? আজ হোক বা কাল হোক সে ঠিকই বুঝতে পারবে আসলে আমি ট্যুরিস্ট গাইড নই—আমি তোমার ইনটুইশনিস্ট। এমন একজন ইনিটুইশনিস্ট যে অঙ্কের মাথামুণ্ডু কিছু বোঝে না। আর জানলেই বা কি ? আমার ইনটুইশন থাকলে কি আসে যায় ? কত বার তুমি আমাকে বলেছ আমার ইনটুইশনের কোন মূল্য নেই। যদি না ম্যাথমেটিক্যাল রিগর এবং এক্সপেরিমেন্টাল অবজারভেশন না জানি ? কতবার তুমি আমাকে বলেছ যে সবচে' বাধ্যগত ইনটুইশনও ভুল হতে পারে ? তো স্রেফ ইনটুইশনিজমের ওপর সে কতটা মূল্য দেবে ?'

নেভিলের মুখ সাদা হয়ে গেছে। তবে রাগে না বিস্ময়ে বুঝতে পারল না সেলেনি। সে বলল, 'তুমি আলাদা। তোমার ইনটুইশন সবসময় সঠিক বলে প্রমাণিত হয় নি ? তুমি ব্যাপারটা সম্পর্কে নিশ্চিত হলে কখন ?'

'কিন্তু সে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই টের পায়নি। পেয়েছে কি ?'

'ও ঠিক বুঝতে পারবে। তারপর গটস্টিনের সঙ্গে দেখা করবে।'

'দেখা করে কি বলবে গটস্টিনকে ? আমরা কি চাইছি সে সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই।'

'নেই বলছ ?'

'না।' উঠে দাঁড়াল সেলেনি। হেঁটে গেল ঘরের এক প্রান্তে। ফিরে এসে মুখোমুখি হলো নেভিলের, চিৎকার করে বলল, 'না! তুমি হয়তো

ভাবতে পার তোমাদের সাথে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। আমার ইনটিগ্রিটি গ্রহণ না করলে কমন সেন্সটাকে গ্রহণ করো। ওদেরকে বলার কোন মানেই নেই। ওদের বা আমাদেরকে বলে লাভ কি যদি সকলে মিলে ধ্বংস হয়ে যাই?'

'ওহ্, প্লীজ, সেলেনি!' বিরক্ত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল নেভিল, 'ওভাবে বলো না।'

'বলব। আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে। সে আমার সাথে কথা বলেছে। তার কাজের ধরন সম্পর্কে বলেছে। তুমি আমাকে গোপন অস্ত্রের মত লুকিয়ে রেখেছ। তুমি বলেছ আমি যে কোন সাধারণ বিজ্ঞানী বা মূল্যবান ইন্সট্রুমেন্টের চেয়েও দামি। তুমি তোমার ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে চলেছ। বলেছ সবাই যেন জানে আমি স্রেফ একজন ট্যুরিস্ট গাইড এবং এর বেশি কিছু নয়। এতে নাকি আমার বিরাট প্রতিভা চন্দ্রবাসীদের কাজে আসবে। এতে তোমার কি লাভ হয়েছে?'

'তোমাকে পেয়েছি, পাইনি?' তোমার কি ধারণা কতদিন তুমি মুক্তভাবে চলাফেলা করতে পারবে? ওরা যদি—'

'তুমি এভাবে একই কথা বারবার বলে আসছ। কে এ পর্যন্ত জেনে গেছে? কাকে থামিয়ে রাখা হয়েছে! তুমি যে বিরাট ষড়যন্ত্র দেখতে পাচ্ছ চারপাশে তার প্রমাণ কই? পৃথিবীবাসী তোমাকে এবং তোমার দলকে তাদের বড় বড় ইন্সট্রুমেন্টের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে কারণ তুমি যাতে কোন ক্ষতি করতে না পার। এতে আমাদের উপকারের বদলে ক্ষতিই হয়েছে। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছি।'

'এটা সম্ভব হয়েছে তোমার থিউরিটিক্যাল ইনসাইটের কারণে, সেলেনি।'

হাসল সেলেনি। জানি। 'বেন ওগুলোর খুব প্রশংসা করেছে।'

'তুমি আর তোমার বেন। ওই ব্যাটার কাছ থেকে চাও কি তুমি?'

'ও একজন অভিবাসী। ওর কাছে থেকে আমি তথ্য চাই। তুমি আমাকে কোন তথ্য দিতে পারবে? তুমি এত ভীতু যে তোমার জন্যেই হয়তো আমি ধরা পড়ে যাব। তুমি কোন পদার্থবিজ্ঞানীর সাথেও আমাকে কথা বলতে দাও না।'

'শোনো সেলেনি,' শান্ত গলায় কথা বলার চেষ্টা করল নেভিল।

'না। শুনব না। তুমি আমাকে এ কাজটা করতে বলেছ। আমি এটার ওপর মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কাজটাতে সফলতা পেলেই বা কি আর না পেলেই কি। কারণ পাম্প তো আমাদের সবাইকে ধ্বংস করবে?'

নেভিল বলল, 'তুমি কি সত্যি বিশ্বাস কর পাম্প আমাদের ধ্বংস করবে?'

রাগে মাথা নাড়ল সেলেনি। 'জানি না আমি।'

'এ বিষয় নিয়ে আগে তো কখনো তোমাকে চিন্তিত হতে দেখিনি। ওই ব্যাটাই তোমার মাথা খেয়েছে।'

'তুমি মুখে বল এক কথা। কাজ কর আরেকটা। তোমার পরামর্শের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। তুমি সারাক্ষণ আছ তোমার গবেষণাগার নিয়ে। কিন্তু সারফেসে যাবার তোমার সময় হয় না। সারফেস নিয়ে গবেষণা কর না কেন তুমি? ওখানের যে তাপমাত্রা শূন্যের দিকে চলে যাচ্ছে তা জান?'

'সারফেসে গবেষণা করে কোন লাভ নেই।'

'কি করে এ কথা বলতে পারলে? তুমি তো চেষ্টাই করনি। বেন ডেনিসন করেছে। তোমাকে নিয়ে সে সারফেসে যেতে চেয়েছে। তুমি যাওনি। সে বলেছে শক্তিশালী পারমাণবিক মিথস্ক্রিয়ার কারণে পৃথিবীতে কেয়ামত নেমে আসবে। বিস্ফোরিত হবে সূর্য। আমরাও রক্ষা পাব না।'

'না! না! না!' চিৎকার করে উঠল নেভিল। 'আমি ওর রেজাল্ট দেখেছি। তবে বিশ্বাস করিনি।'

'তুমি রেজাল্ট দেখেছ?'

'অবশ্যই। তোমার কি ধারণা সে কি করছে না জেনেই আমি তাকে ল্যাবে কাজ করতে দিয়েছি? তার রেজাল্ট দেখেছি আমি। ওসবের কোন মূল্য নেই। সে যেসব ছোট ছোট পরিসংখ্যান নিয়ে কাজ করছে তার মধ্যে এক্সপেরিমেন্টাল ভুল আছে। ওসব তুমি বিশ্বাস করতে চাইলে করোগে।'

'কিন্তু তুমি কি বিশ্বাস করতে চাও, ব্যারন?'

'আমি সত্যটা চাই।'

'সত্যটা আসলে তোমার নিয়মের মধ্যে ঘটবে তাইতো চাও? তুমি চাও চাঁদে পাম্প স্টেশন বসুক। তাই সারফেস নিয়ে তোমার কাজ না করলেও চলে।'

'তোমার সাথে তর্ক করতে চাই না—আমি সত্যি পাম্প স্টেশন চাই এবং তারচে'ও বেশি চাই—অন্যটা। একটা অপরটা ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। তবে তুমি ওই ব্যাটার সঙ্গে আর মিশো না। ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলো না। চাঁদ এবং পৃথিবীর মাঝের পার্থক্যের কথা ভুলে যেয়ো না। এটা তোমার পৃথিবী। অন্যকিছু নেই তোমার। আর এই ব্যাটা ডেনিসন পৃথিবী থেকে চাঁদে এসেছে, চাইলে আবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু তুমি পৃথিবীতে যেতে পারবে না। কারণ তুমি সারাজীবনের জন্যে চন্দ্রবাসী।'

'চন্দ্রকন্যা', বলল সেলেনি।

'আমি ব্যাপারটা সমাধান না দেয়া পর্যন্ত তুমি চন্দ্রকন্যা হতে পারবে না।'

তবে নেভিলের হুমকিতে সেলেনির কোন ভাবান্তর ঘটল না। নেভিল বলল, 'আর বিস্ফোরণের বিপদের কথা বলছ? যদি সে ভয় থাকেই, তাহলে প্যারা-মানবরা, যারা আমাদের থেকে টেকনোলজিতে অনেক অনেক এগিয়ে তারা কেন পাম্পিং বন্ধ করছে না?' বলে চলে গেল সে।

বন্ধ দরজার দিকে ফিরে কঠিন গলায় সেলেনি বলল, 'কারণ ওদের পরিস্থিতি আমাদেরটা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, গর্দভ।' কথাটা নিজেকেই শোনাল সেলেনি। কারণ চলে গেছে নেভিল।

লিভারে লাথি কষাল সেলেনি। মেঝেতে নেমে এল বিছানা। বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল সে। ভাবতে লাগল ব্যারন আর অন্যান্যরা এত বছর ধরে যে জিনিসটা পাবার জন্যে ছুটে চলেছে আসলে তার কতটুকু কাছে আসতে পেরেছে?

মোটেই কাছে আসতে পারেনি।

শক্তি! সবাই শক্তির সন্ধান করছে! কি যাদুর একটা শব্দ! প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ এক ভাণ্ডার! অসীম সম্পদ লাভ করার একমাত্র চাবি।

তবে কেউ শক্তির সন্ধান পেলে অন্যটির সন্ধানও পেতে হবে। আর শক্তির চাবি পেলে অন্যটিব চাবি পাওয়াও সম্ভব হয়ে উঠবে। তবে

কোন পৃথিবীবাসীর পক্ষে সেই সুক্ষ্ম পয়েন্টে পৌছানো সম্ভব নয়। কারণ কেউ ওটা খুঁজছেই না।

তবে বেন ডেনিসন হয়তো ওটার সন্ধান পেয়ে যাবে। আবার নাও পেতে পারে।

তবে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে শক্তির সন্ধান পেলেই কি আর না পেলেই কি।

১২

লজ্জা ভাবটা কাটাতে চাইছে ডেনিসন। ওর পায়ে স্যান্ডেল, ঊর্ধাংগ অনাবৃত, কোমরে জড়ানো লেংটির মত জিনিসটা শক্তভাবে চেপে বসেছে শরীরে। হাতে একটা কম্বল

ওকে লজ্জা পেতে দেখে হাসল সেলেনি। 'বেন, গা খোলা বলে এত শরম পেতে হবে না। নগ্ন হয়ে চলাফেরা এখানে ফ্যাশন, জানোই তো। সমস্যা হলে লেংটিটাও খুলে ফেলতে পারো।'

'না!' গুঙিয়ে উঠল ডেনিসন। কম্বলটা গায়ে জড়াতে গেল ও, সেলেনি হাত থেকে কেড়ে নিল ওটা।

বলল, 'এটা আমার কাছে থাক। পৃথিবীর গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হতে না পারলে চন্দ্রবাসী হবে কি করে?

'আমি ব্যাপারটার সাথে অভ্যস্ত হবার চেষ্টা করছি, সেলেনি।'

'আমাকে দেখেই অভ্যস্ত হবার প্র্যাকটিস শুরু করতে পার। আমার গায়ের পোশাক খুলে ফেলি?'

'না। না। সেলেনি।' আঁতকে উঠল ডেনিসন। 'আশপাশে লোকজন সবাই তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আর তুমি আমাকে নিয়ে পাগলামি করছ! হাঁটতে থাকো। পরিবেশের সাথে স্বাভাবিক হবার সুযোগ দাও আমাকে।'

'বেশ। তবে লোকজন কিন্তু আমাদের দিকে তাকিয়ে নেই।'

'তোমাকে দেখছে না বটে কিন্তু আমার দিকে কেমন ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছে। আমার মত বুড়ো আর ভগ্ন স্বাস্থ্যের আর কাউকে এর আগে দেখেনি বোধহয়।'

'হয়তো,' হাসি মুখে বলল সেলেনি। 'তবে ওরাও তোমাকে দেখে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।'

বুকের ধূসর লোম আর চর্বিদার ভুঁড়ি নিয়ে হাঁটতে খুবই অস্বস্তি বোধ করছে ডেনিসন। প্যাসেজওয়েটা যখন সরু হয়ে এল আর পথচারীদের সংখ্যা কমতে শুরু করল, শুধু তখনই স্বস্তি লাগল তার। তবে করিডরটাকে মনে হলো অনন্ত, সীমাহীন।

'কদ্দুর এসেছি আমরা ?' জানতে চাইল ডেনিসন।

'ক্লান্ত লাগছে ?' জিজ্ঞেস করল সেলেনি। 'স্কুটার নিলেই পারতাম। ভুলেই গিয়েছিলাম তুমি পৃথিবী থেকে এসেছ।'

'ভুলে যাওয়া ঠিক হয়নি। তবে তেমন ক্লান্ত হইনি আমি। শুধু শীত লাগছে।'

'এটা আসলে তোমার কল্পনা বেন,' বলল সেলেনি, 'তোমার গায়ে কিছু নেই বলে ভাবছ শীত লাগছে। এ ব্যাপারটা মাথা থেকে বের করে দাও না।'

'বলা সহজ কিন্তু করা কঠিন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডেনিসন। 'কেমন হাঁটতে পারছি ?'

'চমৎকার।'

'আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো কদ্দুর এসেছি ?'

'দু' মাইল হবে।'

'গুড লর্ড! করিডরগুলো কত মাইল লম্বা ?'

'ঠিক বলতে পারব না। রেসিডেন্সিয়াল করিডরগুলোর দৈর্ঘ্য কম। তবে মাইনিং করিডর রয়েছে, জিওলজিক্যাল...সব করিডর মিলে কয়েকশ মাইল লম্বা তো হবেই।'

'তোমার কাছে ম্যাপ নেই ?'

'ম্যাপ থাকবে না কেন ? ম্যাপ ছাড়া আমরা রাস্তায় বেরোই না।'

'তোমার নিজের কাছে ম্যাপ আছে কিনা বলো ?'

'না। না। আমার কাছে নেই। তবে এ এলাকায় ম্যাপের দরকারও নেই। কারণ এ জায়গা খুব ভালভাবে চিনি আমি। ছোটবেলায় এখানে কত ঘুরে বেড়িয়েছি। এগুলো তো পুরানো করিডর। বেশিরভাগই নতুন করিডর হয়েছে—প্রতিবছরই গড়ে দুই/তিন মাইল নতুন করিডর তৈরি

করা হচ্ছে। ওগুলো উত্তর দিকে। তবে ওখানে ম্যাপ ছাড়া চলা মুশকিল।'

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

'তোমাকে একটা অসাধারণ দৃশ্য দেখাব। চাঁদের সবচে' অসাধারণ খনি ওটা। সাধারণ ট্যুরিস্ট ট্রেইল থেকে ওটা সম্পূর্ণ আলাদা জায়গায়।'

'হীরে আছে নাকি ওই খনিতে?'

'তারচে'ও বেশি।'

করিডরের দেয়ালগুলো এখানে অসমাপ্ত—ধূসর পাথর, ইলেকট্রো লিউমিনেসেন্স-এর দৌলতে টিমটিম করে জ্বলছে বাতি, তাপমাত্রা রয়েছে সহনীয় পর্যায়ে, ভেন্টিলেশনের কারণে বাতাস টের পাওয়াই যায় না। বিশ্বাস করা কঠিন এখান থেকে কয়েকশ ফুট ওপরের সারফেস দিনের বেলা সূর্যতাপে ভাজা ভাজা হচ্ছে আর রাত নামলে তাপমাত্রা নেমে আসছে শূন্যের অনেক নিচে।

'এগুলো কি সব এয়ার টাইট?' জিজ্ঞেস করল ডেনিসন। হঠাৎ মনে পড়ল ওরা শূন্য এক সাগর থেকে বেশি দূরে নেই। আর সাগরটা মাথার ওপরেই রয়েছে, বিস্তৃত হয়ে গেছে অনন্তের উদ্দেশ্যে। ভাবনাটা অস্বস্তি এনে দিল ডেনিসনের মনে।

'অবশ্যই। দেয়ালগুলো দুর্ভেদ্য। তবে ওগুলোর মধ্যে বুবি-ট্র্যাপও রয়েছে। এয়ার প্রেশার ঝপ করে নেমে এলে, ধরো দশ পার্সেন্টও যদি হ্রাস পায়, সাথে সাথে করিডরগুলো ভরে ওঠে কান ফাটানো সাইরেনের শব্দে আর তীব্র শিসের আওয়াজে। সে যে কি ভীষণ শব্দ তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।'

'এ রকম ঘটনা কি প্রায়ই ঘটে?'

'না। প্রায়ই ঘটে না। গত পাঁচ বছরে কেউ এসব করিডরে বাতাসের অভাবে মারা গেছে বলে শুনিনি। তবে তোমাদের পৃথিবীতেও তো এরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা ঘটে বলে শুনেছি। ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস। এতে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়।'

'তা অবশ্য ঘটে,' বলল ডেনিসন। 'তবে এ নিয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না।'

'ঠিক আছে,' বলল সেলেনি, হঠাৎ কান পাতল সে। '...শব্দটা শুনেছ তুমি?'

কান পাতল ডেনিসন। মাথা ঝাঁকাল। সেও শব্দটা শুনেছে। চারপাশে দ্রুত একবার চোখ বোলাল। নিস্তব্ধ চারদিক। 'লোকজন সব গেল কই ? আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলনি তো ?'

'এটা অজানা প্যাসেজওয়ে নিয়ে কোন অচেনা গুহা নয়। ওসব তোমাদের ওখানে আছে, তাই না ? ছবিতে দেখেছি।'

'হ্যাঁ। বেশিরভাগ চুনাপাথরের গুহা। পানি দিয়ে তৈরি। তবে এরকম গুহা চাঁদে নিশ্চয়ই নেই। আছে কি ?'

'নেই। কাজেই আমাদের হারিয়ে যাবার ভয় নেই,' হাসছে সেলেনি। 'আব আশপাশে যদি কাউকে না পাওয়া যায় তাহলে এটাকে তকদির বলতে হবে, বলব কুসংস্কারের কবলে পড়েছি।'

'কি বললে ?' অবাক হলো ডেনিসন।

'আসলে এদিকটাতে চাঁদের মানুষ আসতে চায় না।'

'কিন্তু কেন ?'

'সেটাই তো তোমাকে আমি দেখাব,' আবার হাঁটা ধরেছে ওরা। 'শব্দটা এখনো শুনতে পাচ্ছ ?'

দাঁড়িয়ে পড়ল সেলেনি। উদ্বেগ নিয়ে শব্দটা শুনল ডেনিসন। বলল, 'টপটপ শব্দটার কথা বলছ তো ? টপ-টপ-টপ-টপ—ওটাই তো ?'

দৌড় দিল সেলেনি। স্লোমোশন ছবির মত পা ফেলছে দৌড়ানোর সময়। চাঁদে দৌড়াতে গেলে এভাবেই পা ফেলতে হয়। ডেনিসন ওর পিছু পিছু এগোল।

'এখানে-এখানে—'

ডেনিসন তাকাল সেলেনির দিকে। আঙুল তুলে কিছু একটা দেখাচ্ছে সে। সেদিকে তাকিযে বলে উঠল ডেনিসন, 'গুড লর্ড! এ জিনিস এল কোত্থেকে ?'

টপটপ করে যে শব্দটা শোনা যাচ্ছিল ওটা আসলে পানি পড়ার শব্দ। ধীর গতিতে, ফোঁটায় ফোঁটায় ঝবে পড়ছে পানি, একটা সিরামিকের নলেব ওপব পড়ছে. নলটা ঢুকে গেছে পাথুবে দেয়ালের মধ্যে।

'চাঁদে, পাথর থেকে আমবা পানি সংগ্রহ করি, জানোই তো.' বলল সেলেনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জিপসাম (নরম খনিজ পদার্থ) থেকে পানি

তুলে আনি। আমাদের চাহিদা মিটে যায়। তবে পানি সংরক্ষণ করেও রাখি।'

'জানি সে কথা । আজ পর্যন্ত পানির জন্যে ভালমত গোসলই করতে পারলাম না। তোমরা পানি ছাড়া কিভাবে পরিষ্কার থাক বুঝি না।'

'বলছি। প্রথমে গা ভেজাবে। তারপর বন্ধ করে দেবে শাওয়ার। অল্প সাবান মাখবে গায়ে। তারপর গা ঘষবে—ওহ্ বেন, পুরানো কথাটা আবার বলতে চাই না আমি। তাছাড়া চাঁদে এমন কিছু নেই যে শরীর নোংরা হয়ে রইবে...এ নিয়ে এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। চাঁদে একটা/দুটো জায়গায় ওয়াটার ডিপোজিট রয়েছে, যেভাবে পাহাড়ের ছায়ায় সারফেসে বরফ থাকে, সে রকম। আমরা সে রকম ডিপোজিটের সন্ধান পেলে ওখান থেকে পানি সংগ্রহ করি। এখানে যে পানি পড়ছে সেটা আট বছর আগে করিডর তৈরি হবার সময় থেকেই পড়ছে।'

'কিন্তু এখানে কুসংস্কারের প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে ?'

'পানি চাঁদের সবচে' মূল্যবান সম্পদ। আমরা পানি পান করি, গোসল করি, পানির সাহায্যে খাদ্য উৎপাদন করি, অক্সিজেন তৈরি করি, সব কিছুই চলে পানির সাহায্যে, ফ্রি ওয়াটাব আমাদের কাছে বিশাল এক ব্যাপার। পানির এই উৎসটা আবিষ্কার হবার পর থেকে এদিকে যেসব টানেল বিস্তৃত করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা স্থগিত করা হয়েছে। করিডরের দেয়ালের কাজও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।'

'এখনো কুসংস্কার-রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হলো না।'

'আসলে হয়েছে কি—পানির এই উৎসের আয়ু কয়েক মাসের বেশি থাকবে না বলেই সকলের ধারণা ছিল। আর এমনটিই হয়ে থাকে সাধারণত। খুব বেশিদিন ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ে না। কিন্তু এ উৎস এক বছর পরেও ফুরিয়ে গেল না দেখে ধারণা করা হলো এটার আয়ু অনন্তকাল। তাই আমরা এটার নাম দিয়েছি 'অনন্তকাল।' ম্যাপেও এ উৎসের নাম দেখতে পাবে তুমি, স্বাভাবিকভাবেই মানুষ এটাকে গুরুত্বের চোখে দেখছে। লোকের ধারণা, এ উৎস থেমে গেলে দুর্যোগ নেমে আসবে তাদের কপালে।'

হেসে উঠল ডেনিসন।

সেলেনি হাসিমুখে বলল, 'কেউ পুরোপুরি এটা বিশ্বাস করে না। তবে অল্প অল্প বিশ্বাস করে বোধহয় সকলেই। এ উৎস অনন্ত বা সীমাহীন নয়, এক সময় পানি পড়া থেমে যাবেই। আর সত্যি বলতে কি, আগে যেভাবে পানি পড়ত এখন তার তিনভাগের এক ভাগ পড়ে। কাজেই আস্তে আস্তে কমে আসছে ওটার গতি। আর যে মুহূর্তে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে পানি প্রবাহ, আমার ধারণা, লোকে বিশ্বাস করে, সেই মুহূর্তে এখানে কেউ থাকলে তাকে দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হবে। তাই এদিকে কেউ পা দিতে চায় না।'

'তুমি নিশ্চয়ই এসব কুসংস্কার বিশ্বাস কর না।'

'আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু এসে যায় না। আমার বিশ্বাস প্রবাহটা হুট করে বন্ধ হবে না। আস্তে আস্তে কমে আসবে গতি। কাজেই কারো পক্ষেই বলা সম্ভব নয় ঠিক কখন এটা বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং দুশ্চিন্তার কি আছে ?' কম্বলটা বিছিয়ে তার ওপর আড়াআড়ি পা রেখে বসল সেলেনি।

'আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো তুমি কেন আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ ?' জিজ্ঞেস করল ডেনিসন। মুখোমুখি বসেছে সেলেনির।

সেলেনি বলল, 'দেখলে এখন তুমি সরাসরি আমার দিকে তাকাতে পারছ। আমার সঙ্গে সহজ হয়ে উঠতে পারছ তুমি...একটা সময় আসবে যখন পৃথিবীতে নগ্নতা নিয়ে হাউকাউ বাধিয়ে বসবে না মানুষ।'

'আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু পেলাম না। কেন নিয়ে এসেছ আমাকে এখানে ? প্রলোভিত করতে ?'

'তোমাকে প্রলোভিত করার দরকার হলে বাড়ি বসেই করতে পারতাম। প্রলোভনের জন্যে ওটাই বরং ভাল জায়গা। সে যাক। আমি আসলে বলতে চাইছি ব্যারনের কথা। সে খুব রেগে আছে।'

'তাতে আশ্চর্য হচ্ছি না। তুমি ইনটুইশনিস্ট এ কথা জানি। আর আমি যে এটা জানি সে কথা ব্যারনকে না বলার জন্যে তোমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম। ওকে বললে কেন ?'

'বলেছি কারণ আমার সঙ্গীর কাছ থেকে কোন জিনিস দীর্ঘদিন গোপন করে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর গোপন রাখাটা পছন্দও করত না ব্যারন।'

'আমি দুঃখিত।'

'ব্যাপারটা দিন দিন তিক্ততার দিকে মোড় নিচ্ছিল। তবে আমার মেজাজ খারাপ হয়েছে সারফেস পর্যবেক্ষণের জন্যে তুমি যে পাইয়োনাইজার নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছ, সেটা ব্যাখ্যা করা সত্ত্বেও ব্যারন মোটেই তা পাত্তা দেয়নি।'

'এমনটি ঘটবে আগেই বলেছি।'

'বলল ও তোমার রেজাল্ট দেখেছে।'

'চোখ বুলিয়েছিল ব্যারন। তারপর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠেছে। তবে আমার নিজের এই ফলাফল নিয়ে কোনরকম দ্বিধা বা সংকোচ নেই।'

'এর কারণ কি এটাই যে তুমি তোমার তত্ত্বটা বিশ্বাস কর?'

'ধরো, পাম্পে কোন সমস্যা নেই বা কোন ক্ষতি হবার আশংকা নেই। কিন্তু আমি ধারণা করছি ক্ষতি হবার আশংকা আছে। সে ক্ষেত্রেও আমি বোকা বনে যাব, আমার বৈজ্ঞানিক খ্যাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু আমি বোকা হব কাদের চোখে যারা আমাকে পছন্দ করে না। আর সত্যিকার অর্থে বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমার কোন নামডাকও নেই।'

'কেন, কেন? তুমি কি বিশ্বাস করে পুরো গল্পটা আমাকে খুলে বলতে পার না?'

'বলার তেমন কিছুই নেই। পঁচিশ বছর বয়সেও আমি একটা আস্ত বোকা ছিলাম। বোকা বলেই আরেকটা বোকাকে অপমান করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তাকে কেউ বোকা ভাবত না। উল্টো আমিই বোকা বনে গেছি। আমার দ্বারা অপমানিত হয়ে সে—'

'হাল্লামের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। হাল্লাম উঠেছে আর আমি পড়ে গেছি। আর শেষ পর্যন্ত আমার জায়গা হয়েছে এখানে—চাঁদে।'

'তাতে কি খুব খারাপ হলো?'

'না। বরং ভালই হয়েছে মনে হচ্ছে। বলা যায়, এক্ষেত্রে হাল্লাম আমার একটা উপকারই করেছে...সে যাক। যা বলছিলাম। বলছিলাম আমি যদি বিশ্বাস করি যে পাম্পটা ক্ষতিকর এবং আমার ধারণা ভুল, তাহলে আমার হারাবার কিছুই থাকবে না। পক্ষান্তরে আমি যদি বিশ্বাস করি পাম্পটা ক্ষতিকর নয় আর আমার ধারণা ভুল, সেক্ষেত্রে ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী। এ কথা ঠিক, জীবনের বেশিরভাগ অংশ যাপন করে

এসেছি আমি, মানুষকে হয়তো আমার আর ভাল না বাসলেও চলবে। কয়েকজন মানুষ আমাকে আঘাত করেছে, বদলে যদি সবাইকে আঘাত করি সেটা হবে অযৌক্তিক প্রতিশোধ।

'আমার একটা মেয়ে আছে তোমাকে বলেছি, সেলেনি। আমি চাঁদে আসার আগে সে মা হবার জন্যে আবেদন করেছে। অনুমতি হয়তো পেয়েও যাবে। সেক্ষেত্রে দাদু হব আমি। আমি আমার নাতিকে দেখতে চাই স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছে, বেঁচে আছে যতদিন তার বেঁচে থাকার কথা। কাজেই আমি তো বলবই পাম্পটা বিপজ্জনক। কারণ পৃথিবীকে আমি রক্ষা করতে চাই।'

তীব্র গলায় বলল সেলেনি, 'কিন্তু আমি জানতে চাই, পাম্পটা বিপজ্জনক নাকি বিপজ্জনক নয়? আসল সত্য জানতে চাই আমি। কে কি বিশ্বাস করে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।'

'প্রশ্নটা বরং তোমাকেই করি। তুমি তো একজন ইনটুইশনিস্ট। তোমার ইনটুইশন কি বলে?'

'ওটাই তো আমাকে বিব্রত করছে, বেন। নিশ্চিত কোন অনুমান করতে পারছি না আমি। মনে হচ্ছে পাম্পটা ক্ষতিকর। তবে এরকম মনে হবার কারণে এ কথাটাই বিশ্বাস করতে চাইছি আমি।'

'বেশ। বিশ্বাস করছো। কেন?'

কষ্ট করে হাসি ফোটাল সেলেনি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ব্যারন ভুল করছে এটা প্রমাণ করতে পারলে খুব মজা হতো। সে যখন কোন ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চায়, ভয়ঙ্করভাবে নিশ্চিত হয়।

'জানি আমি। ওর মুখ দেখলেই বোঝা যায়। আচ্ছা, সেলেনি, তুমি কখন বুঝতে পারলে যে তুমি একজন ইনটুইশনিস্ট?'

'বলতে পারব না।'

'কলেজে বোধহয় ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করেছিলে, না?'

'হ্যাঁ। ম্যাথও ছিল। তবে অঙ্কে কখনোই মাথা সাফ ছিল না আমার। আর ফিজিক্সেও খুব একটা ভাল ছাত্রী ছিলাম না আমি। কোণঠাসা হয়ে পড়লে প্রশ্নের জবাবগুলো কি হতে পারে তা শুধু অনুমান করে নিতাম। আর প্রায়ই আমার অনুমান খাপেখাপ মিলে যেত। তখন আমার কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হতো কি করে ওটা করলাম

আমি। তবে খুব ভাল জবাব দিতে পারতাম না। ওরা সন্দেহ করত আমি ওদের সঙ্গে চাতুরী করছি। তবে প্রমাণ করতে পারত না।'

'ইনটুইশনিজম নিয়ে সন্দেহ জাগত না তাদের মনে ?'

'মনে হয় না। তবে আমার এক পদার্থবিদ সেক্স-মেট ব্যাপারটা ধরে ফেলেছিল। ইনফ্যাক্ট, সে ছিল আমার সন্তানের পিতা। পদার্থের একটা সূত্র নিয়ে সে সমস্যায় পড়ে গিয়েছিল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সমস্যাটার কথা বলছিল আমাকে। আমি তখন তাকে বলি। তোমার সমস্যাটার কথা শুনে আমার কি মনে হচ্ছে, জানো ? এরপর সমস্যাটার সমাধান করে দিই আমি। ওই সমাধানের সাহায্যে পাইওনাইজার স্থাপনের কাজ শুরু হয়ে যায়। যাকে তুমি প্রোটন সিনক্রট্রনের চেয়েও ভাল বলেছ।'

'তার মানে ওটা তোমার আইডিয়া ছিল ?' ফোঁটায় ফোঁটায় পড়া পানির প্রস্রবনের নিচে হাত রাখল ডেনিসন। পানিটা মুখে দিতে গিয়ে থমকে গেল। 'এই পানিটা ভাল ?'

'সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ,' বলল সেলেনি; 'ট্রিটমেন্টের জন্যে এই পানি নিয়ে যাওয়া হয় জেনারেল রিজারভয়ারে। ওখানে পানির সাথে সালফেট, কারবোনেটসহ আরো নানা উপকরণ মেশানো হয় তবে স্বাদটা ভাল লাগবে না তোমার।'

লেংটিতে হাত মুছে ফেলল ডেনিসন। 'যা বলছিলাম। তুমিই কি পাইওনাইজারের আবিষ্কর্তা ?'

'না। পাইওনাইজার আবিষ্কার করিনি আমি। অরিজিনাল কনসেপ্টটা আমার ছিল। ওটা তৈরিতে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে। বেশিরভাগ করেছে ব্যারন।'

ডেনিসন বলল, 'সেলেনি তোমাকে এক কথায় অ্যামাজিং ফেনোমেনা বলা যায়। মলিকিউলার বায়োলজিস্টদের অবজারভেশনে আনা উচিত তোমার।'

'তাই উচিত কি ? কিন্তু এ ভাবনাটা আমাকে মোটেই রোমান্টিক করে তোলে না।'

'অর্ধ শতাব্দী আগে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে বেশ হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল—'

'জানি আমি। তবে ওটা ফ্লপ খায় এবং অবৈধ বলে ঘোষণা করে আদালত। এখনো এটা অবৈধ।'

'ইনটুইশনিজমও কি ?'

'না। তা নয়।'

'অঃ, কিন্তু ওটা নিয়েই কথা বলতে চাইছি আমি। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে তুমুল হৈ চৈ-এর সময় ইনটুইশনিজমকে স্টিমুলেট করার চেষ্টাও চলছিল। প্রায় সব বিখ্যাত বিজ্ঞানীরই অনুমান করার ক্ষমতা ছিল মনে করা হতো সৃষ্টির জন্যে এ এক বিশাল চাবিকাঠি। কেউ কেউ বলতে পারে ইনটুইশনের চরম সামর্থ্য আসলে নির্দিষ্ট একটি জিন কমবিনেশনেরই প্রডাক্ট। আর ইনটুইশন করার ক্ষমতা বংশ প্রদত্তও হতে পারে। তোমার ঠাকুর্দা বা পূর্বপুরুষদের কারো এ ক্ষমতা ছিল ?'

'যদ্দুর জানি নেই, ' বলল সেলেনি। 'তবে দু'একজনের থাকতেও পারে। আমি নিশ্চিত নই। আর এ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করার ইচ্ছেও নেই।

'নেভিলের সঙ্গে তোমার যখন পরিচয় ততদিনে ইনটুইশনিস্ট হিসেবে বেশ নাম কামিয়ে ফেলেছ, না ?'

'তেমন নয়। তবে ব্যারন জানত যে আমি একজন ইনটুইশনিস্ট। ব্যারন প্রায়ই আমাকে বলে আমি নাকি চাঁদের এক অমূল্য সম্পদ। সে চায় না পৃথিবী আমাকে একচেটিয়াভাবে ভোগ করুক যেভাবে করছে সিনক্রটনকে।'

'যত্তসব অদ্ভুত চিন্তা!'

সেলেনি বলল, 'ব্যারন খুব সন্দেহপ্রবণ মানুষ।'

'তাহলে আমার সঙ্গে একা থাকা কি তোমার ঠিক হচ্ছে ?' বলল ডেনিসন।

সেলেনির গলা তীক্ষ্ণ শোনাল। 'সেটা আমার ব্যাপার আমি বুঝব। ব্যারনের ধারণা আমি তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারব।'

'আচ্ছা! তা আমার কাছ থেকে কি শিখতে পেরেছ জানতে পারি কি ?'

'তা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। তুমি জানো আমরা কোথাও পাম্প স্টেশন বসাতে পারছি না স্রেফ প্যারা-ইউনিভার্সের

অবস্থান চিহ্নিত করতে পারছি না বলে। যদিও ওরা আমাদেরকে চিহ্নিত করতে পারছে। এর কারণ হতে পারে ওরা আমাদের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান অথবা ওদের টেকনোলজি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। তবে আমরাও বোকা নই বা ওদের চেয়ে খুব বেশি পিছিয়ে নেই। প্যারা-ইউনিভার্সের পারমাণবিক মিথস্ক্রিয়া যদি অধিকতর শক্তিশালী হয়, তাহলে ওখানে ছোট ছোট সূর্য থাকতে বাধ্য, আর থাকবে ক্ষুদ্রাকৃতির গ্রহ। আমাদের চেয়ে ওদের নিজস্ব পৃথিবী চিহ্নিত করা কঠিনতর হয়ে উঠবে। তাছাড়া,' বলে চলল সেলেনি, 'সাপোজ, ওরা ইলেট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড আবিষ্কার করল। গ্রহের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড গ্রহটির চেয়ে আকারে বড় হলে ওটাকে খুঁজে পাওয়া সহজ। তার মানে ওরা পৃথিবীকে খুঁজে পাবে, কিন্তু চাঁদের সন্ধান পাবে না। কারণ চাঁদের উল্লেখ করার মত কোন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড নেই। এ কারণেই সম্ভব আমরা চাঁদে পাম্প স্টেশন বসাতে ব্যর্থ হয়েছি। আর ওদের ক্ষুদ্রাকৃতির গ্রহগুলোতে যদি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড না থাকে তাহলে ওগুলোকে আমরাও খুঁজে পাব না।'

ডেনিসন বলল, 'চিন্তাটা দারুণ।'

'তারপর ধরো ইন্টার-ইউনিভার্সাল এক্সচেঞ্জের কথা। এটা ওদের নিউক্লিয়ার ইন্টার-অ্যাকশনকে দুর্বল করে দিচ্ছে, শীতল করে তুলছে তাদের সূর্য, ওদিকে উষ্ণ করে তুলছে আমাদের সূর্যকে, তাপ বাড়িয়ে বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এটা কিসের ইঙ্গিত দেয়? সাপোজ, ওরা আমাদের সাহায্য ছাড়াই শক্তি সংগ্রহ করতে পারে, তবে দুর্বলভাবে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় ওটা সম্পূর্ণ অকার্যকর বলে প্রতীয়মান হবে। আমাদের সরাসরি সাহায্য ওদের দরকার হবে টাংস্টেন-১৮৬ সরবরাহের জন্যে এবং বিনিময়ে ওদের কাছ থেকে প্লুটোনিয়াম-১৮৬ পাবার জন্যেই। কিন্তু ধরো, আমাদের ছায়াপথের বাহু সঙ্কুচিত হয়ে কোয়াসারে পরিণত হলো তাতে পার্শ্ববর্তী সৌরমণ্ডলে এনার্জি কনসেনট্রেশন তৈরি হবে। এটা হবে তখনকার চেয়েও প্রকাণ্ড আকারের এবং সেটা হয়তো লাখ লাখ বছর ধরে টিকে থাকবে। 'একবার কোয়াসার গঠন হবার পরে, নিচুস্তরের দুর্বল জিনিসও পর্যাপ্ত হয়ে উঠবে। তখন আমরা ধ্বংস হয়ে যাই বা না যাই তাতে তাদের কিছু আসবে যাবে না। বরং আমরা বিস্ফোরিত হলে সেটা তাদের জন্যে

মঙ্গলজনক হয়ে উঠতে পারে। আর যে কোন কারণে পাম্প বন্ধ করে দিলে তারা অসহায় হয়ে পড়বে। ওটা আর চালু করতে পারবে না। বিস্ফোরণের পরে ওরা হয়ে উঠবে মুক্ত; আর কেউ তাদের কাজে নাক গলাতে আসবে না। এজন্যেই ওই সব লোকজন বলে, 'পাম্প যদি বিপজ্জনক হয়েই ওঠে তাহলে চালাক চতুর প্যারা-মানবরা ওটা বন্ধ করছে না কেন ?' একথা তারা বলে কারণ আসল ব্যাপারটা তারা জানে না।'

'নেভিল এসব কথা তোমাকে বলেছে, না ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু প্যারা-সূর্যও তো শীতল হতে শুরু করবে, তাই না ?'

'তাতে কি আসে যায় ?' অধৈর্য শোনাল সেলেনির কণ্ঠ। 'পাম্প যখন থাকছে সূর্যের ওপর তো তাদের কোন কিছুর জন্যে ভরসা করতে হচ্ছে না।'

লম্বা করে শ্বাস টানল ডেনিসন, 'তুমি বোধহয় জান না, সেলেনি, পৃথিবীতে একটা গুজব আছে যে ল্যামন্ট প্যারা-মানবদের কাছ থেকে একটা মেসেজ পেয়েছে। তাতে তারা বলছে, পাম্পটা তাদের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। কিন্তু পাম্প থামাতে পারছে না তারা। এ মেসেজের ব্যাপারটা কেউ সিরিয়াসভাবে নেয়নি বলাবাহুল্য। তবে ধরো, এটা যদি সত্যি হয়, ধরো এ ধরনের মেসেজ সত্যি পেয়েছে ল্যামন্ট, তখন ? তাহলে কি এটা ধরে নেয়া যায় না যে, প্যারা-ইউনিভার্সে মানবিক গুণসম্পন্ন দু'একজন প্যারা-মানব আছে যারা চায় না পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাক। কিন্তু তাদের বিপক্ষের মানুষ বেশি বলে তারা কিছু করতে পারছে না।'

মাথা দোলাল সেলেনি, 'তেমনটি ঘটা বিচিত্র নয়...এসব ব্যাপার আমি তুমি ওখানে আসার আগেই জানতাম বা বলা যায় অনুমান করেছিলাম। কিন্তু প্যারা-ইউনিভার্সে সত্যি কিছু আছে নাকি নেই এটা কেউ নিশ্চিত করে আজ পর্যন্ত বলতে পেরেছে ?'

'তা অবশ্য পারে নি,' স্বীকার করল ডেনিসন। 'যাক। এ প্রসঙ্গটা আপাতত বাদ দাও। চলো, বাড়ি ফিরে যাই। তবে একটা কথা—যেহেতু একসঙ্গে কাজ করছি, একটা জিনিস কি চাইতে পারি ?'

'কি ?'

'একটা চুমু—একজন ইনটুইশনিস্টকে একজন এক্সিপেরিমেন্টা-লিস্টের চুমু।'

সেলেনি কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ। পেতে পারো।'

'তবে চুমুর ব্যাপারে চাঁদে কি কোন বিশেষ নিয়ম আছে?'

'না। নেই।' বলল সেলেনি।

ডেনিসন এগিয়ে গেল সেলেনির কাছে, ওর পিঠে হাত রেখে নিজের দিকে টানল। তারপর ওর মুখ নামিয়ে আনল সেলেনির ঠোঁটের ওপর।

১৩

'ওকে আমি শুধু একটা চুমু খেয়েছি,' অন্যমনস্ক গলায় বলল সেলেনি।

'অঃ, চুমু খেয়েছ?' হিসিয়ে উঠল ব্যারন নেভিল। 'ওকে কি চুমু খাওয়ার কথা ছিল? ওটা তো ডিউটির বাইরের কাজ।'

'তবে চুমু খেতে খারাপ লাগেনি আমার,' হাসল সেলেনি। 'খুব আবেগি হয়ে উঠেছিল বেন।'

'বিস্তারিত বলো আমাকে,' আদেশ করল নেভিল।

'তা শুনে তোমার কি লাভ?' হঠাৎ রেগে উঠল সেলেনি। 'তুমি তো মিস্টার প্লেটোনিক, তাই নও কি?'

'দেখতে চাও আমি কি? দেখিয়ে দেব এখুনি?'

'হুকুম করতে হবে না।'

'আমাদের যা দরকার সেটা দেবে কখন?'

'যত শীঘ্রি পারব,' নিরুত্তাপ সেলেনির গলা।

'ওকে না জানিয়েই?'

'ওর শুধু শক্তির প্রতি আগ্রহ।'

'আর আগ্রহ পৃথিবীকে রক্ষার প্রতি,' ঠাট্টা করল নেভিল। 'আর হিরো হবার প্রতি। আর নিজেকে জাহির করার প্রতি। আর তোমাকে চুমু খাওয়ার প্রতি।'

'সে সব কিছুই স্বীকার করে। আর তুমি কি করো?'

'আমি শুধু অধৈর্য হয়ে উঠি,' রাগ নেভিলের গলায়। 'শুধু অধৈর্য হয়ে উঠি।'

'আমার ভাল লাগছে,' স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে বলল ডেনিসন। ভাল লাগছে এজন্যে যে দিন শেষ। ডান হাতটা প্রসারিত করল সে, তাকিয়ে রইল ওদিকে। ওর পরনে প্রোটেকটিভ স্যুট। 'চাঁদের সূর্যের সাথে আমি এখনো ঠিক অভ্যস্ত হতে পারিনি। আর হতেও চাই না। তুলনামূলকভাবে এ স্যুটটা আমার কাছে বরং স্বাভাবিক একটা জিনিস বলে মনে হচ্ছে।'

'সূর্য আবার কি দোষ করল ?' জিজ্ঞেস করল সেলেনি।

'আমাকে বোলো না যে তুমি সূর্য পছন্দ কর, সেলেনি।'

'না। তা অবশ্য করি না। বরং ঘেন্নাই করি। আমি ওটার চেহারা এখনো দেখিনি পর্যন্ত কিন্তু তুমি তো সূর্যের সাথে অভ্যস্ত।'

'তবে সে সূর্য চাঁদের নয়। চাঁদের সূর্য কুচকুচে কালো আকাশে ওঠে। তারাদের আবৃত করার বদলে ওগুলোকে তাড়িয়ে দেয়। এ সূর্য প্রচণ্ড গরম, কঠিন আর বিপজ্জনক। ওটাকে আমার শত্রু বলে মনে হয়। আর সূর্যটা যখন আকাশে আছে, মনে হয় কোন কাজে সফলতা পাব না আমি।'

'এটা আসলে এক ধরনের কুসংস্কার বেন,' বলল সেলেনি। 'সূর্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।'

'আমরা যখনই উত্তর দিকে তাকিয়েছি,' বলল ডেনিসন, 'সব সময় জ্বলজ্বল করতে দেখেছি সূর্যকে। উত্তর দিকে তাকাতে ইচ্ছে করেনি আমার। তারপরও তাকিয়েছি। ওটা যেন জোর করে আমার চোখ টেনে নিয়ে গেছে ওদিকে। যতবার তাকিয়েছি মনে হয়েছে অতি বেগুনি রশ্মি ঝলসে দিয়েছে আমার চোখ।'

'এ আসলে কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। প্রথমত, প্রতিফলিত আলোর কোন অতি বেগুনি রশ্মি নেই। দ্বিতীয়ত, সকল তেজস্ক্রিয়তা থেকে রক্ষার জন্যে তোমার স্যুটই তো রয়েছে।'

'তাপ থেকে রক্ষার জন্যে নয়। এটা তাপের বিরুদ্ধে খুব বেশি কাজে লাগে না।'

'কিন্তু এখন তো রাত।'

'ঠিক বলেছ,' সন্তুষ্ট গলায় বলল ডেনিসন। 'আর রাতটাকেই আমার পছন্দ।' এদিক-ওদিক তাকাল সে। আকাশে পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি ফুটে আছে তার আগের জায়গাতেই। জ্বলজ্বল করছে দক্ষিণ দিকে। ওরিয়ন নক্ষত্রপুঞ্জ ওটার ওপর। দিগন্তে পৃথিবীর মৃদু আলোক রেখা জ্বলছে।

'খুব সুন্দর,' বলল ডেনিসন। ফিরল সেলেনির দিকে, 'পাইওনাইজার কি কিছু শো করছে?'

আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল সেলেনি, কোন মন্তব্য করল না। সে জটিল একটা যন্ত্রের দিকে এগিয়ে গেল। ওটা জ্বালামুখের ছায়ায় রাখা হয়েছে।

'এখনো কিছু শো করছে না,' জানাল সে।' তবে এটা ভাল খবরই বটে। ফিল্ড ইনটেনসিটি এখনো পঞ্চাশের উপর ধরে আছে।'

'খুব কম নয়।' মন্তব্য করল ডেনিসন।

সেলেনি বলল, 'কম হতেও পারে। প্যারামিটারগুলো অবশ্য যথাযথই রয়েছে।'

'ম্যাগনেটিক ফিল্ডও?'

'ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কথা ঠিক বলতে পারব না।'

'ওটার শক্তি বাড়ালে গোটা জিনিস দুর্বল হয়ে পড়বে। অটলভাবে আর স্থির থাকবে না। অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে।'

'সেটা হওয়া উচিত হবে না। মোটেই উচিত হবে না।'

'সেলেনি, ফ্যাক্টস ছাড়া আর সব কিছুতে তোমার ইনটুইশনকে আমি বিশ্বাস করি। ওটা আসলে অস্থিতিশীল। আমরা চেষ্টা করে দেখেছি।'

'আমি জানি, বেন। কিন্তু এই জিয়োমেট্রির সাথে নয়। ইটস বিন হোল্ডিং অ্যাট ফিফটি-টু ফেনোমেনালি লং টাইম। একটাকে যদি মিনিটের বদলে ঘণ্টা ধরে ধরে রাখি, তাহলে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের শক্তি সেকেন্ডের বদলে মিনিটে দশগুণ বাড়াতে পারব। লেটস ট্রাই।'

'এখনই না,' বলল ডেনিসন।

ইতস্তত করল সেলেনি, পিছিয়ে গেল কয়েক পা। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই এখনো পৃথিবীকে মিস করছ না, বেন, করছ কি?'

'না। ব্যাপারটা অদ্ভুত যদিও তবু বলব না করছি না। আগে ভাবতাম আমি নীল আকাশ, সবুজ পৃথিবী, ঝর্ণা ইত্যাদি খুব মিস করব। কিন্তু এখন দেখছি কিছুই মিস করছি না। এমনকি এগুলোকে নিয়ে স্বপ্নও দেখছি না।'

সেলেনি বলল, 'এরকম হয় মাঝে মাঝে। ইম্মিরা বলে তারা হোম সিকনেসে ভোগে না। তবে তারা সংখ্যায় অতি অল্প, আর এখন পর্যন্ত কেউ বুঝে উঠতে পারেনি এই সংখ্যালঘুদের মাঝে মিলটা আসলে কোথায় আছে।'

'আমার দিক থেকে এর সরল একটা ব্যাখ্যা আমি দিতে পারি। দুই দশকের বেশি পৃথিবী খুব একটা মজার জায়গা বলে মনে হবার কারণও নেই। কিন্তু এখানে যে ফিল্ডে আমি কাজ করছি সেটা আমার নিজের সৃষ্টি। আর তোমার সাহায্যও আমি পেয়েছি...তারচে'ও বেশি তোমার সঙ্গ পাচ্ছি আমি, সেলেনি।'

'ইউ আর কাইন্ড,' গম্ভীর গলায় বলল সেলেনি। 'তবে খুব বেশি সাহায্যের প্রয়োজন কিন্তু নেই তোমার। সাহায্যটা কি আসলে শুধু চেয়েছ আমার সঙ্গ পাবার লোভে?'

মৃদু হাসল ডেনিসন। 'কি জবাব দিলে খুশি হবে বুঝতে পারছি না।'

'সত্য কথা বললে।'

'সত্য কথা বলা অত সহজ নয়,' পাইওনাইজারের দিকে ফিরল সে। 'ফিল্ড ইনটেনসিটি এখনো ধরে আছে, সেলেনি।'

পৃথিবীর আলোয় চকচক করছে সেলেনির ফেসপ্লেট। সে বলল, 'ব্যারন প্রায়ই বলে নন হোমসিকনেস খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। আর একটা সুস্থ মনেরও পরিচয়। সে বলে মানুষের শরীর পৃথিবীর সারফেসের সাথে মানানসই হলে এবং চাঁদের সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারলেও মন তা পারে না। মানুষের মস্তিষ্ক বড় বিচিত্র জিনিস, তুলনামূলকভাবে অন্যান্য ব্রেন থেকে এ সম্পূর্ণ আলাদা। পৃথিবীর

সারফেসের সাথে অ্যাডজাস্ট করার সময় ব্রেনের নেই, তবে অন্য পরিবেশের সাথে আছে। সেক্ষেত্রে চাঁদের সাথে অ্যাডজাস্ট করা সহজ।'

'তুমি বিশ্বাস কর এসব আজগুবি কথা ?' অবাক হলো ডেনিসন।

'আসলে ব্যারন যখন কিছু বলে, মনে হয় যুক্তি দিয়েই বলছে।'

ডেনিসন আর কিছু বলল না। সে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। দিগন্তের দিকে ফিরতে মনে হলো একটা ধোঁয়ার রেখা দেখতে পেয়েছে ওদিকে। ছোটখাট কোন উল্কা হয়তো ছিটকে পড়েছে।

সেলেনির কথা মনে পড়ল ডেনিসনের। এর আগে সে বলেছিল, 'এরকম ধোঁয়া আমরা মাঝে মাঝেই দেখে থাকি। তবে তেমন পাত্তা দিই না।'

ডেনিসন বলেছিল, 'ওটা তো উল্কাপতনও হতে পারে। এদিকে উল্কাপতনের ঘটনা ঘটে না ?'

'অবশ্যই ঘটে। তবে তাতে ভয়ের কিছু নেই। তোমার গায়ের প্রোটেকটিভ স্যুট তোমাকে উল্কার হাত থেকে রক্ষা করবে।'

'আমি মাইক্রো-ডাস্ট পার্টিকলের কথা বলিনি। বলেছি বড় বড় উল্কাপতনের কথা যা ডাস্টের চেয়ে ভয়ঙ্কর। এ জিনিসের আঘাতে যে কেউ মারা যেতে পারে।'

'হ্যাঁ। ওগুলোও পড়ে বৈকি। তবে সংখ্যায় খুবই কম। আর উল্কার আঘাতে এখন পর্যন্ত মারা যায়নি কেউ।'

আকাশের দিকে তাকিয়ে এসব কথা ডেনিসনের মনে পড়ে যাচ্ছিল। তবে উল্কার আলোয় নয়, আকাশ আলোকিত হয়ে উঠল একটি ছোট রকেট-ভেসেল থেকে নির্গত আলোয়। ওর ঠিক পাশেই অবতরণ করল উড়ুক্কু যান।

স্যুট পরা এক লোক বেরিয়ে এল রকেট থেকে, পাইলট থাকল ভেতরেই। আবছা আঁধারে চেনা যাচ্ছে না তাকে।

অপেক্ষা করছে ডেনিসন। স্যুট পরা লোকটা কথা বলে উঠল, 'কমিশনার গটস্টিন বলছি।'

'আমি বেন ডেনিসন,' বলল ডেনিসন।

'হ্যাঁ। তাই ভেবেছি আমি।'

'আপনি কি আমার খোঁজেই এসেছেন ?'

'অবশ্যই।'

'স্পেস-স্কিপারে চড়ে ? আপনি—'

'আমি পারতাম আউট লেট পি-৪ ব্যবহার করতে,' ওকে বাধা দিল গটস্টিন।' আর জিনিসটা এখান থেকে মাত্র হাজার গজ দূরে। তবে আমি শুধু আপনার খোঁজেই আসিনি।'

'কেন এসেছেন না বললে জানতে চাইব না।'

'আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কেন এসেছি। লুনার সারফেসে আপনি গবেষণা চালাবেন আর এ ব্যাপারে আমি কৌতূহলী হয়ে উঠব না এমন তো হয় না।'

'এর মধ্যে কোন গোপনীয়তা নেই। যে কেউ এ বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠতে পারে।'

'তারপরও এক্সপেরিমেন্টের বিস্তারিত জানা যে কারো পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। বিশেষ করে আপনি যখন ইলেকট্রন পাম্প নিয়ে কাজ করছেন।'

'যুক্তিপূর্ণ ধারণা।'

'তাই কি ? আমার কাছে মনে হয়েছে এ ধরনের এক্সপেরিমেন্টের বিশাল সেটআপ থাকা দরকার। তবে এটা শুধু আমার নিজের কথা নয় বুঝতেই পারছেন। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথেই আমি আলোচনা করেছি। এবং ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আপনি সেটআপ নিয়ে কাজ করছেন না।'

'তার মানে আমাকে চোখে চোখে রাখা হচ্ছে,' বলল ডেনিসন।

খিকখিক হাসল গটস্টিন। 'জ্বী। আপনি এখানে আসার পর থেকে। তবে আপনি সারফেসে কাজ শুরু করার পর থেকে গোটা এলাকার মাইলের পর মাইল জায়গা আমরা পর্যবেক্ষণ করে চলেছি। ব্যাপারটা অদ্ভুত লেগেছে যে আপনি, ড. ডেনিসন আর আপনার সঙ্গিনীই একমাত্র চন্দ্রপৃষ্ঠে কাজ করছেন।'

'এতে অদ্ভুত কি আছে ?'

'কারণ আপনি সত্যি ভাবছেন আপনার অদ্ভুত দর্শন, চটকদার যন্ত্রটা দিয়ে বোধহয় কিছু একটা করে ফেলবেন। তবে আপনি অযোগ্য নন, তাই মনে হয়েছে আপনার কাছে এসে জানি আসলে কি করছেন।'

'আমি প্যারা-ফিজিক্সের ওপর গবেষণা করছি, কমিশনার, আমার গবেষণা এখন পর্যন্ত সামান্যই সফল হয়েছে।'

'আপনার সঙ্গিনী সেলেনি লিন্ডস্ট্রমকে যদ্দুর জানি তিনি একজন ট্যুরিস্ট গাইড।'

'জ্বী।'

'এরকম একজনকে সহকারী হিসেবে বেছে নেয়া অস্বাভাবিক নয় কি ?'

'সে বুদ্ধিমতী, আগ্রহী, কৌতূহলী এবং যথেষ্ট আকর্ষণীয়া।'

'এবং একজন পৃথিবীবাসীর সঙ্গে কাজ করতেও আগ্রহী, তাই না ?'

'এবং কাজ করতে আগ্রহী এমন একজন ইমিগ্রান্টের সাথে যে শীঘ্রি চাঁদের নাগরিক হতে চলেছে।'

এমন সময় সেলেনি এগিয়ে এল ওদের দিকে। ওরা শুনতে পেল সেলেনির কণ্ঠ, 'গুড ডে, কমিশনার। আপনার আলোচনা শোনার কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না এবং ব্যক্তিগত আলাপে নাক গলাতেও চাইনি। তবে জানেনই তো স্পেসস্যুট পরা থাকলে দিগন্তের যে কোন জায়গা থেকে কথা শোনা যায়।'

ঘুরে দাঁড়াল গটস্টিন, 'হ্যাল্লো, মিস লিন্ডস্ট্রম। গোপনে কথা বলার ইচ্ছেও আমার ছিল না। আপনি কি প্যারা-ফিজিক্সে আগ্রহী ?'

'জ্বী।'

'এক্সপেরিমেন্টের ব্যর্থতায় হতাশ হননি ?'

'এক্সপেরিমেন্ট পুরোপুরি ব্যর্থ হয়নি,' বলল সেলেনি। 'ড. ডেনিসন এ মুহূর্তে যা ভাবছেন তারচে' কমই হয়েছে।'

'কি ?' পায়ের গোড়ালির ওপর ভর করে চট করে ঘুরে দাঁড়াল ডেনিসন।

ওরা তিনজন এখন পাইওনাইজারের দিকে তাকিয়ে আছে। ওটার ওপরে ঠিক পাঁচ ফিট উচ্চতায় আলো জ্বলছে মোটাসোটা তারার মত। সেলেনি বলল, 'আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ইনটেনসিটি সৃষ্টি করেছি, নিউক্লিয়ার ফিল্ডকে এখন স্থিতিশীল মনে হচ্ছে,...'

'লিক হয়ে গেছে!' বলল ডেনিসন। 'ড্যাম ইট। লিক হতে দেখিনি তো।'

সেলেনি বলল, 'আমি দুঃখিত, বেন। তুমি নিজের চিন্তায় এত মগ্ন ছিলে, আর তখন চলে এলেন কমিশনার, নিজে নিজে চেষ্টা করার লোভটা আর সামলাতে পারি নি।'

গটস্টিন বলল, 'কিন্তু ওখানে যে জিনিসটা দেখছি কি ওটা?'

ডেনিসন বলল, 'অন্য ইউনিভার্স থেকে ম্যাটার লিক হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শক্তি আসছে আমাদের কাছে।'

ওর কথা শেষ হওয়া মাত্র আলোটা মিটমিট করে জ্বলে উঠল, আর বেশ কয়েক গজ দূরে আরেকটা তারা জ্বলতে দেখা গেল।

লাফ মেরে পাইওনাইজারের দিকে এগিয়ে গেল ডেনিসন, কিন্তু সেলেনি তার আগেই পৌঁছে গেল ওখানে। ফিল্ড স্ট্রাকচার বন্ধ করে দিল সে, নিভে গেল দূরবর্তী তারাটা।

সেলেনি বলল, 'লিক-পয়েন্ট যে স্থিতিশীল নয় দেখতেই পাচ্ছ।'

'ক্ষুদ্র পরিধিতে হয়তো নয়,' বলল ডেনিসন, 'তবে আলোক বর্ষের কথা ভাব একবার...'

গটস্টিন বলে উঠল, 'আপনাদের ব্যাপারটা একটু বুঝতে দিন আমাকে। আপনারা বলতে চাইছেন ওখানে, ওখানে বা ইউনিভার্সের যে কোন স্থানে ম্যাটার ইচ্ছে মত লিক করতে পারে।'

'ইচ্ছে মত নয়, কমিশনার,' বলল ডেনিসন, 'লিক করার বিষয়টি নির্ভর করে ম্যাটারের ঘনত্বের ওপর। বিশেষ করে আমরা যে টেকনিক ব্যবহার করছি তাতে ব্যাপারটা সেরকমই ঘটছে। লিকটা যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে এজন্যেই সারফেসে এসেছি আমরা।'

'এটা তাহলে ইলেকট্রন পাম্পের মত নয়?'

'একেবারেই না,' বলল ডেনিসন, 'ইলেকট্রন পাম্পে ম্যাটার ট্রান্সফার করার রাস্তা দুটি। কিন্তু ওখানে এক রাস্তায় লিক হচ্ছে। আর ইউনিভার্সও একইভাবে জড়িত নয়।'

গটস্টিন বলল, 'আপনি কি আজ সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে ডিনার করতে পারবেন, ড. ডেনিসন?'

ইতস্তত করল ডেনিসন, 'আমি একা?'

গটস্টিন বলল, 'মিস লিন্ডস্ট্রমের সঙ্গ আরেকদিন উপভোগ করা যাবে। তবে আজ একান্তে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।' ডেনিসন ইতস্তত করছে দেখে সেলেনি বলে উঠল, 'তুমি যাও বেন। কাল আমার

অনেক কাজ পড়ে আছে। তাছাড়া লিক পয়েন্টের অস্থিতিশীলতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার সময়ও তোমার দরকার।'

অনিশ্চিন্ত গলায় ডেনিসন বলল, 'আঃ, ঠিক আছে, সেলেনি, তুমি কিন্তু অবশ্যই জানাবে পরবর্তীতে কবে ফ্রি আছ।'

'আমি সব সময়ই তো জানাই, জানাই না .... তোমরা এখনই চলে যেতে পার। আমি ইকুইপমেন্টগুলো দেখে রাখতে পারব।'

১৫

অস্থির লাগছে ব্যারন নেভিলকে। বারবার শরীরের ওজন এক পা থেকে আরেক পায়ে চাপাচ্ছে।

'তুমি নিশ্চিত যে ওটা কাজ করছে, সেলেনি ? তুমি নিশ্চিত ?'

'আমি নিশ্চিত,' বলে সেলেনি। 'এ নিয়ে পাঁচবার একই কথা বললাম।'

ওর কথা নেভিল শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। নিচু, দ্রুত গলায় সে বলল, 'গটস্টিন ওখানে গেছে তো কি হয়েছে। এক্সপেরিমেন্ট বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করেনি তো সে ?'

'না। অবশ্যই না।'

'কর্তৃপক্ষকে ওখানে প্রয়োগ করার কোন সম্ভাবনা আছে কি—'

'কোন ধরনের কর্তৃপক্ষ বা অথরিটিকে সে প্রয়োগ করবে শুনি ? পৃথিবী কি পুলিশ ফোর্স পাঠাবে ? তাছাড়া—ওহ্, তুমি জানো ওরা আমাদেরকে থামাতে পারবে না।'

পায়চারি শুরু করেছিল নেভিল, দাঁড়িয়ে পড়ল। এক মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে রইল। 'ওরা জানে না ? এখনো জানে না ?'

'অবশ্যই জানে না। বেন তারা দেখছিল এমন সময় আসে গটস্টিন। আমি ফিল্ড লিক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। বেনের সেটআপ—'

'ওটা ওর সেটআপ বোলো না। ওটা তোমার আইডিয়া ছিল, না ?'

মাথা নাড়ল সেলেনি, 'আমি কিছু অস্পষ্ট পরামর্শ দিয়েছি। বাকি যা করার বেনই করেছে।'

'কিন্তু তুমি ইচ্ছে করলে ওটা পুনউৎপাদন করতে পারবে। চাঁদের দোহাই, ওই লোকটার কাছে আমাদের আর যেতে হবে না, হবে কি ?'

'আমি ওটা পুনউৎপাদন করতে পারব বলেই বিশ্বাস করি।'

'বেশ। তাহলে কাজ শুরু করে দাও।'

'এখন না, ব্যারন। এখন না।'

'এখন নয় কেন?'

'আমাদের শক্তিরও দরকার।'

'কিন্তু এনার্জি আমাদের আছে।'

'পর্যাপ্ত পরিমাণে নয়। লিক পয়েন্ট অস্থিতিশীল; খুবই অস্থিতিশীল।'

'কিন্তু ওটার বন্দোবস্ত করা যাবে। তুমিই বলেছ।'

'বলেছিলাম পারব।'

'তাহলেই চলবে।'

'তবু বেনের সাথে কাজ করতেই হবে।'

নীরবতা নেমে এল ওদের মাঝে। নেভিলের সরু মুখটা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করল। 'তোমার কি ধারণা কাজটা আমি করতে পারব না।'

সেলেনি বলল, 'তুমি সারফেসে এসে আমার সঙ্গে কাজ করবে?'

আবার নীরবতা। নেভিল কাঁপা গলায় বলল, 'তোমার ঠাট্টা আমার পছন্দ হচ্ছে না। আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আমি প্রকৃতির আইনের বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা রাখি না। তবে মনে হয় বেশি সময় লাগবে না...এখন যদি কিছু মনে না করো, আমি একটু ঘুমুব। কাল আবার ট্যুরিস্টদের নিয়ে বেরুতে হবে।'

বলে চলে গেল সেলেনি।

১৬

'কথাটা সরাসরিই বলি,' হাসি মুখে বলল গটস্টিন। মিষ্টি, আঠালো একটা জিনিস খাচ্ছে—'আমাদের আসলে আরো আগে ঘন ঘন দেখা হওয়া উচিত ছিল।'

ডেনিসন বলল, 'আমার কাজের প্রতি আপনার কৌতূহল দেখে কৃতজ্ঞবোধ করছি। লিক অস্থিতিশীলতা যদি ঠিক করা যায়, আমার

ধারণা আমার অ্যাচিভমেন্ট এবং মিস লিন্ডস্ট্রমের কাজ—অত্যন্ত অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে।'

'আপনি খুব সাবধানে কথা বলেন, বিজ্ঞানীদের মত। তো আপনি কি অনুগ্রহ করে বলবেন কাজটি কি করে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে?'

'চেষ্টা করতে পারি', বলল ডেনিসন। 'প্যারা-ইউনিভার্স দিয়েই শুরু করা যাক। আমাদের পৃথিবীর চেয়ে এটার পারমাণবিক মিথস্ক্রিয়া অনেক বেশি প্রচণ্ড। ফলে তুলনামূলকভাবে প্যারা-ইউনিভার্সে প্রোটনের ক্ষুদ্র ভর ফিউশন রিয়্যাকশনের মাঝ দিয়ে যেতে পারে। এবং নক্ষত্রকে সাপোর্ট করতে পারে। আমাদের নক্ষত্রের ভর প্যারা-ইউনিভার্সে প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরিত হবে। আর প্যারা-ইউনিভার্সের নক্ষত্রগুলো আমাদের চেয়ে অনেক ছোট।

'ধরুন, এখন, আমাদের শক্তিশালী পারমাণবিক মিথস্ক্রিয়ার প্রচণ্ডতা আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। এক্ষেত্রে প্রোটনের বিশাল ভর দ্রবণীয় হবার প্রবণতা এত কমে আসবে যে, হাইড্রোজেনের বিরাট ভরের দরকার হয়ে পড়বে নক্ষত্র সাপোর্ট করতে। প্যারা-ইউনিভার্সের অপজিট প্যারা-ইউনিভার্সে আমাদের পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড় তবে কম সংখ্যক তারায় সৃষ্টি হবে। ইন ফ্যাক্ট, শক্তিশালী পারমাণবিক মিথস্ক্রিয়া যদি যথেষ্ট পরিমাণে দুর্বল হয়ে পড়ে একটি পৃথিবীর সেক্ষেত্রে অস্তিত্ব থাকবে শুধু একটি নক্ষত্রকে সম্বল করে যার মধ্যে থাকবে সমস্ত ভর। এই নক্ষত্রটি হবে অত্যন্ত নিবিড় ও ঘন। তবে তুলনামূলকভাবে নন-রিঅ্যাকটিভ এবং সম্ভবত আমাদের সূর্যের চেয়ে বেশি তেজস্ক্রিয়তা ছড়াবে না।'

গটস্টিন বলল, 'আমি যদ্দুর জানি, বিগব্যাঙ-এর আগে আমাদের নিজস্ব পৃথিবীর বিশাল শরীরে সমস্ত ভর ছিল। জানাটা কি ভুল?'

'না আপনি ঠিকই জানেন,' বলল ডেনিসন, 'সত্যি বলতে কি, আমি যে অ্যান্টি-প্যারা-ইউনিভার্সের কথা বলছি ওতে রয়েছে কসমিক এগ বা সংক্ষেপে কসমেগ। কসমেগ ইউনিভার্সই আমাদের প্রয়োজন যদি আমরা ওয়ান-লিকেজে প্রোব করতে চাই। ছোট ছোট নক্ষত্র সমৃদ্ধ যে ইউনিভার্স এখন আমরা ব্যবহার করছি ওটা আসলে একটা খালি জায়গা। আপনি ওর মধ্যে প্রোব করতে পারেন। কিন্তু কিছুই স্পর্শ করতে পারবেন না।'

'প্যারা-মানবরা কিন্তু আমাদের কাছে পৌছেছে।'

'হ্যাঁ সম্ভবত ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করে। এমনটি ভাবার কিছু কারণ রয়েছে যে প্যারা-ইউনিভার্সে কোন প্লেনাটোরি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রয়োজনীয়তা নেই। এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কারণে ওরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে। পক্ষান্তরে, আমরা যদি কসমেগ-ইউনিভার্সে প্রোব করি, আমরা ব্যর্থ হব না। কসমেগ আসলে নিজেই একটা গোটা ইউনিভার্স, আর যেখানেই প্রোব করি না কেন, আমরা ম্যাটারে স্ট্রাইক করব।'

'কিন্তু প্রোব করব কি করে?'

ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল ডেনিসন, 'এ ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা বেশ কঠিন। শক্তিশালী পারমাণবিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্যবর্তী পার্টিকল হলো পাইওন। মিথস্ক্রিয়ার ইনটেনসিটি নির্ভর করে পাইওনের ভরের ওপর আর ওই ভর কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত হতে পারে। চাঁদের পদার্থবিজ্ঞানীরা একটা যন্ত্র তৈরি করেছেন। নাম দিয়েছেন পাইওনাইজার। পাইওনের ভর একবার যদি হ্রাস পায় বা বৃদ্ধি ঘটে, ওটির রূপান্তর ঘটবে একটি প্রবেশ পথে বা ক্রসিং পয়েন্টে। খুব বেশি হ্রাস হলে ওটা কসমেগ ইউনিভার্সের একটা অংশ হয়ে উঠতে পারে। আর ওটাই আমরা চাই।'

গটস্টিন বলল, 'আর আপনি কসমেগ ইউনিভার্স থেকে ম্যাটার টেনে নিতে পারবেন?'

'ওটা সহজ একটা কাজ। প্রবেশপথ একবার তৈরি হয়ে গেলে, অন্তঃপ্রবাহ হবে স্বতঃস্ফূর্ত। ম্যাটার প্রবেশ করবে তার নিজস্ব আইনে। আর আগমনের সময় রইবে স্থিতিশীল। ক্রমে আমাদের নিজস্ব পৃথিবীর আইন ভেতরে ঢুকবে, শক্তিশালী মিথস্ক্রিয়া অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠবে, দ্রবণ ঘটবে ম্যাটার বা পদার্থে, বিপুল শক্তি উৎপাদন শুরু করে দেবে।'

'কিন্তু ওটা যদি সুপার-ডেন্স বা প্রচণ্ড ঘন হয়, তাহলে ওটা ধোঁয়ার কুণ্ডুলিতে পরিণত হবে না কেন?'

'ওটাও শক্তি উৎপাদন করবে, তবে সেটা নির্ভর করবে ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ওপর। আর এই বিশেষ ক্ষেত্রে শক্তিশালী মিথস্ক্রিয়া ফিল্ডের প্রধান ভূমিকা নেবে, কারণ আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড

নিয়ন্ত্রণ করব। তবে এটা ব্যাখ্যা করতে আরো অনেক সময়ের দরকার।'

'বেশ। তাহলে আমি সারফেসের ওপর যে আলোকবর্তিকা দেখেছিলাম, ওটা কি কসমেগ ম্যাটেরিয়াল ফিউজিং ছিল?'

'জ্বী, কমিশনার।'

'আর ওই শক্তি প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা যাবে?'

'নিশ্চয়ই। আর যত পরিমাণ খুশি।'

'তাহলে এটা তো ইলেকট্রন পাম্পের জায়গায় বসানো যায়।'

মাথা নাড়ল ডেনিসন। 'না। কসমেগ এনার্জির ব্যবহারও প্রশ্নের মুখে এসে গেছে। শক্তিশালী মিথস্ক্রিয়া ক্রমে আরো প্রখর হয়ে ওঠে কসমেগ ইউনিভার্সে আর হ্রাস পেতে থাকে আমাদের পৃথিবীতে। এর মানে কসমেগ ধীরে ধীরে বিশাল হারে গলতে থাকে এবং ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অবশেষে—'

'অবশেষে,' বুকে হাত বাঁধল গটস্টিন, চোখ সরু করে চিন্তিত গলায় বলল, 'এটার বিস্ফোরণ ঘটে তীব্র নিনাদে।'

'আমার তাই ধারণা।'

'আপনার কি ধারণা দশ বিলিয়ন বছর আগে আমাদের পৃথিবীতে এমনটাই ঘটেছিল?'

'সম্ভবত। বিগ ব্যাঙ থিওরী তাই বলে।'

'কিন্তু বিগ ব্যাঙ ঘটলে আমরা কি তখনো কসমেগ-ইউনিভার্স থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে পারব?'

'আমি ঠিক নিশ্চিত নই, তবে চিন্তিত হবারও কিছু আছে বলে মনে করি না। আমাদের শক্তিশালী-ইন্টারঅ্যাকশন ফিল্ডের লিকেজ কসমেগ ইউনিভার্সে ঘটে চলবে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। তারপর আবার আরেক কসমেগ ইউনিভার্সের সৃষ্টি হবে, আবার অগণিতও হতে পারে।'

'আমাদের পৃথিবীতে কি পরিবর্তন ঘটবে?'

'শক্তিশালী মিথস্ক্রিয়া দুর্বল হয়ে পড়বে। খুব আস্তে আস্তে শীতল হয়ে যাবে আমাদের সূর্য।'

'তাই অবস্থা সামাল দিতে কসমেগ এনার্জি ব্যবহার করতে পারব?'

'তার দরকার পড়বে না, কমিশনার,' সাগ্রহে বলল ডেনিসন, 'আমাদের এখানে যখন শক্তিশালী মিথস্ক্রিয়া দুর্বল হয়ে পড়বে কসমেগ

পাম্পের কারণে, এটা আবার বলবান হয়ে উঠবে সাধারণ ইলেকট্রন পাম্পের সাহায্যে। দুটোর এনার্জি প্রডাকশন যদি অ্যাডজাস্ট করতে পারি, প্যারা-ইউনিভার্স এবং কসমেগ-ইউনিভার্সের প্রাকৃতিক আইন বদলালেও আমাদের পৃথিবীর আইনের কোন পরিবর্তন ঘটবে না। আমরা একটা হাইওয়ের মত হলেও শেষ প্রান্ত বলে আমাদের কিছু নেই।

'প্যারা-মানবরা হয়তো তাদের শীতল সূর্যের সাথে নিজেদেরকে অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছে। আর কসমেগ-ইউনিভার্সের জীবনের কোন অস্তিত্ব নেই। বরং বিগব্যাঙ ঘটলে আমরা নতুন একটি পৃথিবী তৈরি করতে পারব যেখানে একসময় জীবন সৃষ্টি হবে।'

কয়েক সেকেন্ড কোন কথা বলল না গটস্টিন। চুপচাপ ভাবছে। তারপর বলল, 'ডেনিসন, আমার মনে হয় এ বিষয়টি পৃথিবীর সকলের কানে ঢোকা উচিত। ইলেকট্রন পাম্প পৃথিবী ধ্বংস করছে এ নিয়ে কথা বলা এখন বন্ধ হওয়া দরকার।'

ডেনিসন বলল, 'সমস্যাটি উপস্থাপন এবং তার সমাধান এখন একই সাথে করা সম্ভব।'

'আমি যদি খুব দ্রুত বিষয়টি প্রকাশ করার নিশ্চয়তা দিতে পারি আপনি কি তাহলে এ বিষয়ে লিখবেন?'

'গ্যারান্টি দিচ্ছেন?'

'সরকারিভাবে আপনার নোট প্রকাশিত হবে।'

'তবে রিপোর্টিং করার আগে লিক-অস্থিতিশীলতা নিউট্রিলাইজ করে দিতে চাই আমি।'

'বেশ। করুন।'

'আর আমার মনে হয় সহ-লেখক হিসেবে ড. পিটার ল্যামন্টকে পেলে ভাল হবে,' বলল ডেনিসন। অঙ্কের দিকটা ও ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে পারবে। অঙ্কটা আমি আবার তেমন বুঝি না। তাছাড়া ওর থিওরী থেকেই আমি কোর্সটা অনুসরণ করেছি। আরেকটা কথা, কমিশনার—'

'বলুন।'

'চাঁদের পদার্থবিজ্ঞানীদেরও আমি এ কাজে নিতে চাই। ওদের এক সদস্য ড. ব্যারন নেভিল তৃতীয় সহ-লেখকের ভূমিকা পালন করতে পারেন।'

'কিন্তু কেন ? খামোকা জটিলতা সৃষ্টি হবে না তাতে ?'

'ওদের পাইওনাইজার দ্বারাই কিন্তু কাজটা সফল হয়েছে।'

'কিন্তু ড. ব্যারন কি এ প্রজেক্টে সত্যি কোন কাজ করেছেন ?'

'সরাসরি করেন নি।'

'তাহলে ওকে নিতে চাইছেন কেন ?'

নিচের দিকে তাকিয়ে প্যান্টের পায়ায় হাত ঘষল ডেনিসন। বলল, 'এটা একটা কূটনীতিকের মত কাজ হবে। চাঁদে আমাদের কসমেগ পাম্প বসানো দরকার।'

'পৃথিবীতে নয় কেন ?'

'প্রথমেই আমাদের দরকার একটা ভ্যাকুয়াম বা খালি জায়গা। এটা একটা ওয়ান-ওয়ে ট্রান্সফার, টু-ওয়ে নয়। চাঁদের সারফেস বা পিঠে বিশাল পরিমাণে রেডিমেড খালি জায়গা রয়েছে, এরকম কিছু একটা পৃথিবীতে করতে গেলে প্রচুর শ্রম দরকার।'

'তবু এটা করা যেত, নয় কি ?'

'দ্বিতীয়ত,' বলল ডেনিসন, 'আমাদের দুই পৃথিবীর মাঝে, বিপরীত দিক থেকে যদি দুটি বিশাল এনার্জি সোর্স থাকত, তাহলে ওখানে শর্ট সার্কিটের মত কিছু একটা থাকবে, যদি দুটি আউটলেট খুব কাছাকাছি আসে। খালি জায়গার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, পৌনে এক মাইল দূর থেকে ইলেকট্রন পাম্প চলবে শুধু পৃথিবীতে আর কসমেগ পাম্প চাঁদে। এ পদ্ধতি, যদি প্রয়োজন পড়ে, নিঃসন্দেহে চমৎকার হবে। আর চাঁদের পাম্প চালাতে যদি আমাদের দরকার হয়, তাহলে চাঁদের পদার্থবিজ্ঞানীদের সাহায্য নেয়াই সর্বোত্তম। আমরা ওদেরকে একটা শেয়ার দেব।'

হাসল গটস্টিন, 'এটা কি মিস লিন্ডস্ট্রমের পরামর্শ ?'

'সে এরকম পরামর্শই দেবে, তবে এটা আমার নিজস্ব পরামর্শ।'

গটস্টিন বলল, 'আমরা কি মিস লিন্ডস্ট্রমের সাথে কথা বলব, ড. ডেনিসন ?'

গলার স্বর সামান্য বদলে গেল ডেনিসনের। 'ওকে আবার কেন ?'

'উনি একজন ট্যুরিস্ট গাইড।'

'হ্যাঁ। একথা আগেই আপনি বলেছেন।'

'আমি এও বলেছিলাম যে, একজন পদার্থবিজ্ঞানীর জন্যে তিনি একজন অদ্ভুত সহকারী।'

'আসলে আমি একজন অ্যামেচার পদার্থবিজ্ঞানী বই কিছু নই। আর সেও অ্যামেচার সহকারী।'

গটস্টিনের মুখ থেকে মুছে গেল হাসি। 'আমার সঙ্গে খেলা করার চেষ্টা করবেন না, ডক্টর। ওই মেয়েটা সম্পর্কে খোঁজ-খবর করতে আমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। আমার বিশ্বাস সে একজন ইনটুইশনিস্ট।'

ডেনিসন বলল, 'আমরা অনেকেই তাই। এক বিশেষ পর্যায়ে আপনিও একজন ইনটুইশনিস্ট। আমিও।'

'তবে পার্থক্য আছে, ডক্টর। আপনি একজন গুণী বিজ্ঞানী আর আমিও প্রশাসক হিসেবে নিজেকে দক্ষই মনে করি...আর মিস লিন্ডস্ট্রম একজন ইনটুইশনিস্ট। যদিও কাজ করে ট্যুরিস্ট গাইডের।'

ইতস্তত করে ডেনিসন বলল, 'ওর ফর্মাল ট্রেনিং খুব কম, কমিশনার। তবে ওর ইনটুইশনিজমের হার অত্যন্ত উঁচু।'

'সে কি এককালের জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ফল?'

'জানি না। তবে হলে অবাক হব না।'

'আপনি ওকে বিশ্বাস করেন?'

'কোন দিকে? সে আমাকে সাহায্য করেছে।'

'জানেন কি যে সে ড. ব্যারন নেভিলের স্ত্রী?'

'দু'জনের আগেই যোগাযোগ আছে; বৈধ নয় বলেই জানি।'

'চাঁদের কোন যোগাযোগ বা সম্পর্কই বৈধ নয়। এই নেভিলকেই কি আপনার বইতে তৃতীয় সহ-লেখক হিসেবে চাইছেন?'

'জ্বী।'

'ওটা কি কোন কাকতালীয় ব্যাপার ছিল?'

'না। আমার আগমন নিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল নেভিল। আর আমার ধারণা সেলেনিকে সে বলেছে আমাকে সাহায্য করতে।'

'মেয়েটি আপনাকে বলেছে এসব কথা?'

'বলেছে নেভিল আমার ব্যাপারে আগ্রহী। ওটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।'

'আপনার কি কখনো এমন মনে হয়নি, ড. ডেনিসন, যে মেয়েটি তার নিজের এবং ড. নেভিলের স্বার্থে আপনার সাথে কাজ করেছে?'

'আমাদের স্বার্থ থেকে তাদের স্বার্থ আর কতটা আলাদা হবে? সে কোন আপত্তি ছাড়াই আমাকে সাহায্য করেছে।'

গটস্টিন বলল, 'ড. নেভিলের নিশ্চয়ই জানা থাকা উচিত এত কাছের একজন মানুষ ইনটুইশনিস্ট। সে থেকে কি মেয়েটাকে সে ব্যবহার করবে না? মেয়েটা শুধু ট্যুরিস্ট গাইড হিসেবে কাজ করবে কেন? নিশ্চয়ই তার কোন উদ্দেশ্য আছে।'

'এটা ড. নেভিলই ভাল বলতে পারবেন। এর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় কোন ষড়যন্ত্র আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

'আপনি কি করে বুঝলেন এটা অপ্রয়োজনীয়...আমার স্পেস স্কিপার যখন চাঁদের সারফেসে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তখন আমি আপনাকে দেখছিলাম, আপনি পাইওনাইজারের কাছে ছিলেন না।'

একটু ভেবে ডেনিসন জবাব দিল, 'না। ছিলাম না। আমি তারা দেখছিলাম। সারফেসে সেলে তারা দেখি আমি।'

'মিস লিস্পস্ট্রম কি করছিল?'

'বলতে পারব না। তবে ও বলেছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা নাকি করছিল। তারপর তো লিকের সৃষ্টি হলো।

'আপনাকে ছাড়া ইকুইপমেন্টে হাত দেয়ার অধিকার কি তার আছে?'

'না।'

'ওখানে কোন কিছুর বমন হচ্ছিল?'

'বুঝতে পারলাম না আপনার কথা।'

'আমিও নিজেকে বুঝতে পারি না। পৃথিবীর আলোতে ম্লান একটা স্ফুলিঙ্গ দেখেছি আমি। বাতাসে যেন ভেসে বেড়াচ্ছিল। ওটা কি বুঝতে পারি না।'

'আমিও না,' বলল ডেনিসন।

'আপনার কি মনে হয় না আপনার এক্সপেরিমেন্টের সাথে ওটা কোন কারণে জড়িত—'

'না।'

'তা হলে মিস লিন্ডস্ট্রম কি করছিল?'

'এখনো বলতে পারছি না।'

এক মুহূর্তের জন্যে নীরবতা যেন ভারি পর্দার মত নেমে এল দু'জনের মাঝে। তারপর কমিশনার বলল, 'আপনি লিক অস্থিতিশীলতা সারানোর ব্যবস্থা করুন, সেই সাথে পেপার তৈরির প্রস্তুতি নিতে থাকুন। আমি শীঘ্রি পৃথিবীতে যাচ্ছি পেপার প্রকাশ করার সমস্ত বন্দোবস্ত করতে। সেই সাথে সরকারকেও সাবধান করে দেব।'

চলে যাবার স্পষ্ট ইঙ্গিত। আলোচনা এখানেই শেষ। আসন ছাড়ল ডেনিসন। যাবার মুহূর্তে সহজ গলায় বলল কমিশনার, 'আর ড. নেভিল এবং মিস লিন্ডস্ট্রমের কথা ভুলে যাবেন না যেন।'

১৭

তারাটা বিরাট, অনেক বেশি উজ্জ্বল। ডেনিসন তার ফেসপ্লেটে তারাটির উষ্ণতার ছোঁয়া পেল। বেশ গরম। সে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। তেজস্ক্রিয়া ছড়াচ্ছে তারাটা। বিড়বিড় করে ডেনিসন বলল, 'এ নিয়ে প্রশ্ন করার কোন অবকাশ নেই। লিক-পয়েন্ট স্থিতিশীল।'

'সে ব্যাপারে আমার অন্তত কোন সন্দেহ নেই,' নিরুত্তাপ গলায় বলল সেলেনি।

'তাহলে ওটাকে বন্ধ করে দিয়ে শহরে ফিরে যাই চলো।'

ধীর পায়ে এগোল ওরা। কেমন জানি হতাশ লাগছে ডেনিসনের। আর কোন অনিশ্চয়তা নেই; নেই উত্তেজনা। এখান থেকে আর ব্যর্থ হবার অবকাশ নেই। সরকার এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে; দ্রুত বিষয়টি ওর হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

ডেনিসন বলল, 'এখন মনে হয় লেখালেখির কাজটা শুরু করতে পারব।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল সেলেনি।

'ব্যারনের সাথে আবার কথা বলেছ?'

'হ্যাঁ। বলেছি।'

'ওর মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটেছে?'

'একেবারেই না। সে সহযোগিতা করতে রাজি নয়। বেন—'

'বলো?'

'ওর সাথে কথা বলে কোন লাভ নেই। পৃথিবীর সরকারের কোন প্রজেক্টে সে সহযোগিতা করবে না।'

'কিন্তু ওকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলেছ তো?'

'সম্পূর্ণভাবে।'

'তবু সে রাজি নয়?'

'সে গটস্টিনের সাথে দেখা করতে চেয়েছে। পৃথিবী থেকে ফিরে এসে কমিশনারও সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হয়েছেন। ততদিন অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে। গটস্টিন ওর ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করলে করতেও পারেন। তবে আমার সন্দেহ আছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ডেনিসন। 'ওকে আসলে আমি বুঝতে পারি না।'

'আমি পারি,' নরম গলায় বলল সেলেনি।

ডেনিসন আর কিছু বলল না। পাইওনাইজারটাকে ঠেলা দিল সে, ঢুকিয়ে দিল পাথুরে শেল্টারে। বলল, 'রেডি?'

'রেডি।'

আউটলেট পি-৪ এর প্রবেশ পথে ঢুকে গেল ওরা। এন্ট্রি মই বেয়ে নেমে এল ডেনিসন। সেলেনি ওর পেছন পেছন। স্টেজ এরিয়ায় পৌঁছে স্পেস স্যুট খুলে ফেলল ওরা, ঢুকিয়ে রাখল লকারে। ডেনিসন বলল, 'আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে, সেলেনি?'

অস্বস্তি নিয়ে সেলেনি বলল, 'তোমাকে কেমন যেন আপসেট লাগছে। কোন সমস্যা?'

'রিয়্যাকশন। আমার ধারণা। লাঞ্চ?'

'অবশ্যই।'

সেলেনির কোয়ার্টার্সে বসে লাঞ্চ করল ওরা। সেলেনি বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। তবে ক্যাফেটেরিয়ায় বসে সব কথা বলা সম্ভব নয়।'

পিনাট স্বাদের ভিল চিবোতে লাগল ডেনিসন, জবাবে কিছুই বলছে না দেখে সেলেনি বলল, 'বেন, তুমি কথা বলছ না কেন? এক হপ্তা ধরে এরকম অবস্থা দেখছি।'

'না। তা কেন হবে,' ভুরু কোঁচকাল ডেনিসন।

'অবশ্যই এরকম করছ তুমি।' তীব্র চোখে চাইল সেলেনি ডেনিসনের দিকে। 'ফিজিক্সের বাইরে আমার ইনটুইশন কতটা কাজ

করে জানি না, তবে বুঝতে পারছি কিছু একটা লুকোচ্ছ তুমি আমার কাছে।'

শ্রাগ করল ডেনিসন। 'পৃথিবীতে বিষয়টা নিয়ে ওরা খুব বেশি হৈচৈ শুরু করে দিয়েছে। গটস্টিন স্প্রিং-এর মত টানটান হয়ে আছে। ড. ল্যামন্ট তো পৃথিবীবাসীর কাছে এখন হিরো। লেখাটা শেষ হয়ে গেলে ওরা পৃথিবীতে ফিরে যেতে বলছে আমাকে।'

'পৃথিবীতে ফিরে যেতে বলছে ?'

'হ্যাঁ। মনে হচ্ছে ওদের কাছে আমিও হিরো হয়ে গেছি।'

'হবারই কথা।'

'ওরা আমাকে যে কোন ভার্সিটি কিংবা পৃথিবীর সরকারি এজেন্সিগুলোতে চাকরি দেয়ার জন্যে মুখিয়ে আছে।'

'তুমি তো এটাই চেয়েছ, চাওনি ?'

'এটা ল্যামন্ট চেয়েছে। ল্যামন্ট পেলে খুশি হবে। পাবেও। কিন্তু আমি চাই না।'

সেলেনি জানতে চাইল, 'তুমি কি চাও ?'

'আমি চাঁদেই থেকে যেতে চাই।'

'কেন ?'

'কারণ এখন মানবতা চরম প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। আর আমি সেই চরম প্রান্তের অংশীদার হতে চাই। আমি কসমেগ পাম্পের এস্টাবলিশমেন্টে কাজ করতে চাই। আর সেটা শুধু চাঁদে বসেই সম্ভব। আমি প্যারা-থিওরী নিয়ে কাজ করতে চাই এমন সব যন্ত্র নিয়ে যেগুলোর স্বপ্ন তুমি দেখেছ, সেলেনি .... আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই, সেলেনি। তুমি কি আমার সাথে থাকবে ?'

'আমি তোমার মতই প্যারা-থিওরীর ব্যাপারে আগ্রহী।

ডেনিসন বলল, 'কিন্তু নেভিল তোমাকে এখন চাকরি থেকে বরখাস্ত করবে না ?'

'ব্যারন বরখাস্ত করবে আমাকে ?' শক্ত গলায় বলল সেলেনি, 'তুমি কি আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছ, বেন ?'

'একদম না।'

'তাহলে কি আমি তোমাকে ভুল বুঝলাম ? তোমার কি ধারণা আমি তোমার সঙ্গে কাজ করেছি শুধু ব্যারন নির্দেশে দিয়েছে বলে ?'

'দেয়নি সে?'

'হ্যাঁ। দিয়েছে। তবে শুধু সে জন্যে আমি এখানে আসি নি। আমি এখানে এসেছি নিজের ইচ্ছায়। সে ভাবতে পারে সে যখন খুশি আমাকে হুকুম করতে পারে। কিন্তু হুকুম সে দিতে পারে শুধু আমার ইচ্ছার সঙ্গে যদি তার হুকুম মিলে যায় তাহলেই।'

'কিন্তু তোমরা দু'জনে সেক্স-পার্টনার।'

'তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? ওই চুক্তি অনুসারে তার মত আমিও তাকে হুকুম করতে পারি।'

'তাহলে তো তুমি আমার সঙ্গে কাজ করতেই পার, সেলেনি।'

'নিশ্চয়ই,' ঠাণ্ডা গলায় বলল সেলেনি। 'যদি আমি ইচ্ছা করি।'

'কিন্তু তুমি কি ইচ্ছা করছ?'

'এখন পর্যন্ত তো করছি।'

হাসল ডেনিসন। 'তুমি আমার সঙ্গে থাকবে কি থাকবে না, কাজ করবে কি করবে না এ চিন্তায় অস্থির ছিলাম আমি গত এক হপ্তা। দুঃখিত সেলেনি, আমার মত বুড়ো পৃথিবীবাসীর উচিত হয়নি তোমাকে মানসিকভাবে সংযুক্ত করা—'

'তোমার মনটা কিন্তু বুড়ো নয়, বেন। যৌন সম্পর্ক ছাড়াও অন্য আরো সম্পর্ক রয়েছে। আমি তোমার সঙ্গেই থাকতে চাই।'

এক মুহূর্ত নীরবতা। ডেনিসনের মুখ থেকে হাসি মুছে গেল। খানিক পরে আবার ফিরে এল হাসি। তারপর বলল, 'আমি আমার মনটাকে নিয়ে খুশি।'

অন্য দিকে তাকাল ডেনিসন, হালকা মাথা নাড়ল, তারপর ঘুরে তাকাল। ওকে সাবধানে, উদ্বেগ নিয়ে লক্ষ করছিল সেলেনি।

ডেনিসন বলল, 'সেলেনি, ক্রস-ইউনিভার্স লিকে এনার্জির চেয়েও শক্তিশালী কিছু আছে। আমার ধারণা তুমি ওটার কথাই ভাবছ।'

নীরবতা যেন এবার বৃদ্ধি পেল আগের চেয়ে বেশি, শেষে সেলেনি অস্ফুটে শুধু বলল। 'ইয়ে মানে ওটা—'

কিছুক্ষণ চোখে চোখে রেখে তাকিয়ে রইল ওরা পরস্পরের দিকে—ডেনিসন যেন অপ্রস্তুত আর সেলেনির মুখ প্রায় লাল হয়ে উঠল।

গটস্টিন বলল, 'চাঁদে হাঁটাহাঁটিতে এখনো অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারিনি আমি। তবে পৃথিবীতে গিয়ে হাঁটতে এবার আমার খুব কষ্ট হয়েছে। ডেনিসন, পৃথিবীতে ফিরে না যাওয়াই আপনার জন্যে মঙ্গলজনক হবে, আপনি ওখানে গিয়ে হাঁটতেই পারবেন না।'

'পৃথিবীতে ফেরার কোন ইচ্ছে আমার নেই, কমিশনার,' বলল ডেনিসন।

'পৃথিবীতে সবাই অবশ্য আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর হাল্লাম—' ডেনিসন বলল, 'ওর চেহারাটা আমার একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। তবে খুব বেশি নয়।'

'ল্যামন্ট তো এখন খ্যাতির শীর্ষে।'

'ভালই হয়েছে। এটুকু সম্মান পাবার অধিকার ওর ছিল... আপনার কি মনে হয় নেভিল আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে?'

'তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ মুহূর্তে সে রওয়ানাও হয়ে গেছে। হয়তো রাস্তায় আছে। শুনুন,' ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে ফিসফিস করল গটস্টিন। 'ও আসার আগে একটা চকোলেট চেখে দেখবেন নাকি?'

'কি?'

'চকোলেট। বাদামসহ। আমি নিয়ে এসেছি কয়েকটা।'

অবাক গলায় জানতে চাইল ডেনিসন, 'সত্যিকারের চকোলেট?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ চেহারা কঠোর হয়ে উঠল ডেনিসনের। 'না, কমিশনার।'

'না?'

'না! আমি যদি সত্যিকারের চকোলেট মুখেও দিই, কয়েক মিনিটের জন্যে হলেও আমি আমার পৃথিবীকে মিস করব। মিস করব সব কিছু। কিন্তু তা করতে চাই না। আমার ওটা চাই না...এমনকি ওটার চেহারা পর্যন্ত আমাকে দেখাবেন না। গন্ধও শুঁকতে চাই না।'

বিহ্বল দেখাল কমিশনারকে। 'ঠিক আছে।' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল সে। 'পৃথিবীবাসী উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে। তবে হাল্লামকে

আমরা বাঁচিয়ে দিয়েছি। গুরুত্বপূর্ণ কোন পদে সে আসীন থাকবে অবশ্য তবে খুব বেশি ক্ষমতার দাপট আর দেখাতে পারবে না।'

'হাল্লাম কিন্তু অন্যদের জন্যে এতটা দয়া-দাক্ষিণ্য দেখায় নি,' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল ডেনিসন।

'তবে হুট করে কারো ব্যক্তিগত ইমেজ নষ্ট করা সম্ভব নয়। এতে বিজ্ঞানের ওপর প্রভাব পড়ে। আর বিজ্ঞান হাল্লামের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

'আমি এই নীতিতে বিশ্বাসী নই,' রেগে উঠল ডেনিসন। 'বিজ্ঞান প্রয়োজনে শাস্তিও দেবে।'

'সে জন্যে সময় আর জায়গা—ওই যে ড. নেভিল এসে গেছেন।' চেহারায় মুহূর্তে শান্ত একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল গটস্টিন। ডেনিসন ঘুরল দরজার দিকে।

গম্ভীর চেহারা নিয়ে ভেতরে ঢুকল ব্যারন নেভিল। দু'জনকে সংক্ষেপে অভিনন্দন জানাল সে, পা জোড়া আড়াআড়ি রেখে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। গটস্টিন প্রথমে কথা শুরু করবে সে অপেক্ষায় আছে।

কমিশনার বলল, 'আপনাকে দেখে খুশি হলাম, ড. নেভিল। ড. ডেনিসন বললেন উনার বইতে আপনার নাম দেয়ার প্রস্তাব নাকি প্রত্যাখ্যান করেছেন। অথচ আমার বিশ্বাস ওটা একটা ক্লাসিক পেপার হবে।'

'কোন প্রয়োজন বোধ করছি না,' বলল নেভিল। 'পৃথিবীতে কি ঘটছে তা নিয়ে আমার কোন আগ্রহ নেই।'

'কসমেগ পাম্প এক্সপেরিমেন্ট সম্পর্কে তো আপনি সচেতন? এটার অর্থ সম্পর্কে?'

আপনারা পরিস্থিতি সম্পর্কে যতটুকু খবর রাখেন আমিও জানি।'

'তাহলে ভূমিকা ছাড়াই আলোচনা শুরু করে দিতে পারি আমরা।' আমি পৃথিবী থেকে চলে এসেছি, ড. নেভিল, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি হবে তা জেনে। বড় কসমেগ পাম্প বসানো হবে চন্দ্রপৃষ্ঠের তিনটি জায়গায়। তবে এমনভাবে বসানো হবে যাতে অন্তত একটি সবসময় ছায়ার আড়ালে থাকতে পারে। ছায়ার আড়াল, যেটাকে আমরা নাইট-শ্যাডো বলে অভিহিত করতে চাই, সেখানকার পাম্প অনবরত শক্তি উৎপাদন করে চলবে, যার বেশিরভাগ বিকীর্ণ হবে মহাশূন্যে। তবে শুধু প্রাকটিক্যাল উদ্দেশ্য পূরণের জন্যেই এই শক্তি ব্যবহার করা হবে না।'

এখানে কথা বলে উঠল ডেনিসন, 'কয়েক বছর আমরা ইলেকট্রন পাম্পকে ওভার ব্যালান্স করব আমাদের ইউনিভার্সের সেকশন পুনরুদ্ধার করার জন্যে। এটা করব সেই পয়েন্টে যেটা পাম্প চালু হবার আগেই ছিল।'

নেভিল বলল, 'লুনা সিটি বা চন্দ্রশহর এ থেকে কোন সাহায্য পাবে?'

'দরকার হলে পাবে। সৌর ব্যাটারিই আসলে আপনাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। তবে সাপ্লিমেনটেশনে কোন আপত্তি নেই।'

'সে আপনাদের দয়া,' ঠাট্টার সুরে বলল নেভিল। 'কসমেগ পাম্প স্টেশন কে তৈরি করবে এবং চালাবে?'

'চাঁদের কর্মীরা, আশা করি,' বলল গটস্টিন।

'আর কতটা শক্তি উৎপাদন করতে হবে, স্থানীয় প্রয়োজনে কতটা শক্তি ব্যয় করতে হবে ইত্যাদি সিদ্ধান্ত কে নেবে? পলিসি ডিসাইড করবে কে?'

গটস্টিন বলল, 'সরকার ওটা করবে। এটা প্ল্যানেটারি সিদ্ধান্তের বিষয়।'

নেভিল বলল, 'তার মানে দেখা যাচ্ছে চাঁদের লোকেরা কাজ করবে আর পৃথিবীর মানুষ তাদের ওপর ছড়ি ঘোরাবে।'

ঠাণ্ডা গলায় বলল গটস্টিন, 'না। তা কেন হবে? আমরা সবাই কাজ করব। যে যত বেশি দক্ষ সে তত কাজ পাবে।'

'শুনলাম,' বলল নেভিল, 'কিন্তু আসলে কাজ আমাদেরকে দিয়েই করানো হবে আর সিদ্ধান্ত দেবেন আপনারা...না, কমিশনার। তা হয় না। আমার জবাব হচ্ছে না।'

'তার মানে আপনি কসমেগ পাম্প স্টেশন তৈরি করবেন না?'

'তৈরি করব, কমিশনার। তবে ওগুলো শুধু আমাদের হবে। আমরাই সিদ্ধান্ত নেব কতটা শক্তি উৎপাদন করব এবং ব্যবহার করব।'

'সে ক্ষেত্রে পৃথিবীর সরকারের সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে হবে। কারণ কসমেগ পাম্প এনার্জিকে ইলেকট্রন পাম্প এনার্জির সাথে ব্যালান্স করতে হবে।'

'সে হয়তো করা যাবে। তবে আমাদের মাথায় অন্য চিন্তা আছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন শক্তি একমাত্র কনজার্ভড ফেনোমেনা নয়। ইউনিভার্স ক্রস করার পরে এনার্জি লিমিটলেস বা সীমাহীন হয়ে ওঠে।'

ডেনিসন বলল, 'প্রচুর কনজারভেশন ল আছে। কাজেই ওটা ব্যাখ্যা করতে হবে না।'

'জানেন বলে খুশি হলাম,' কটমট করে ডেনিসনের দিকে তাকাল নেভিল।' 'কনজারভেশন ল'তে লিনিয়ার মোমেন্টাম বা রৈখিক ভরবেগ এবং অ্যাংগুলার মোমেন্টাম বা কৌণিক ভরবেগ রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তু মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে সাড়া দেবে, ওটা তখন ফ্রি ফল-এ থাকবে এবং ফিরে পাবে ভর।

ফ্রি ফলের চেয়ে অন্য কোথাও মুভ করতে চাইলে বা যেতে চাইলে এটাকে অবশ্যই নন-গ্রাভিটেশনাল ওয়েতে দ্রুততর হয়ে উঠতে হবে, আর এ ঘটনা ঘটাতে হলে এটার কিছু অংশকে বিপরীত পরিবর্তনের মাঝ দিয়ে যেতে হবে।'

'রকেট শিপে,' বলল ডেনিসন, 'এটা একদিক থেকে ভর নিক্ষেপ করে, অপরদিকে দ্রুততর হয়ে ওঠে গতি।'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন, ড. ডেনিসন,' বলল নেভিল, 'তবে কমিশনারকে বোঝানোর জন্যে এই বৈজ্ঞানিক কচকচানি করতে হচ্ছে। ভরের লস যথাসম্ভব হ্রাস করা সম্ভব যদি এটা প্রচণ্ড জোরে বৃদ্ধি পায়। তা সত্ত্বেও, বেগ যতই তীব্র হোক না কেন, কিছু ভর ছুটে যাবেই। ভর যদি প্রথমে দ্রুততর এবং প্রচণ্ড হয়ে ওঠে, তাহলে ছুটে যাওয়া বা ছুড়ে ফেলা ভরও প্রচণ্ড হবে। উদাহরণ হিসেবে চাঁদের কথা বলা যায়—'

'চাঁদ!' বিস্ফোরিত হলো গটস্টিন।

'হ্যাঁ। চাঁদ,' শীতল গলায় বলল নেভিল। 'চাঁদকে যদি তার কক্ষপথ থেকে ছুটিয়ে সৌরমণ্ডলে পাঠিয়ে দেয়া যায়, তাহলে কনজারভেশন অভ মোমেন্টাম এটিকে একটি অতিকায় চেহারায় পরিণত করবে এবং সম্ভবত এটি পুরোপুরি অকার্যকর হয়ে উঠবে। আর ভর যদি অন্য কোন ইউনিভার্সের কসমেগে পাঠানো যায়, চাঁদ তাহলে ভর না হারিয়ে যে কোন সুবিধাজনক গতিতে ত্বরিত হতে পারবে।'

'কিন্তু কেন? কেন আপনি চাঁদকে তার কক্ষপথ থেকে সরিয়ে দিতে চাইছেন?'

'কারণটা খুবই স্পষ্ট। আমরা পৃথিবীর দম বন্ধ করা উপস্থিতিকে মেনে নেব কিসের স্বার্থে? যে শক্তির প্রয়োজন তা আমাদের আছে, আমাদের স্বছন্দ একটি পৃথিবী আছে যেখানে আগামী কয়েক শতকে

নিজেদের জন্যে জায়গা বাড়িয়ে নিতে পারব। আমাদের রাস্তায় আসছেন না কেন আপনারা! আমি বলতে এসেছি আমাদের থামাবার ক্ষমতা আপনাদের নেই। আর অনুরোধ করছি আমাদের ব্যাপারে দয়া করে আর নাক গলাবেন না। আমরা ভর ট্রান্সফার করব এবং চাঁদকে নিয়ে যাব তার কক্ষপথ থেকে। আমরা জানি কসমেগ পাম্প স্টেশন কিভাবে তৈরি করতে হয়। নিজেদের প্রয়োজনীয় শক্তি আমরা নিজেরাই উৎপাদন করতে পারব।'

ঠাট্টার সুরে ডেনিসন বলল, 'যদি ইলেকট্রন পাম্প বিস্ফোরিত হয়, সেটা কিন্তু ঘটবে আপনারা এখান থেকে চলে যাবার আগেই। আর তখন বিস্ফোরণের ধাক্কায় স্রেফ বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাবেন সবাই।'

'হয়তো,' বলল নেভিল, 'কিন্তু আমরা অতিরিক্ত শক্তি উৎপাদন করব। কাজেই ওটা ঘটবে না।'

'কিন্তু আপনি এ কাজ করতে পারেন না,' উত্তেজিত হয়ে উঠল গটস্টিন। 'আপনি চলে যেতে পারেন না। খুব বেশি দূরে গেলে ইলেকট্রন পাম্প আর নিউট্রালাইজ থাকবে না, তাই না, ডেনিসন ?'

কাঁধ ঝাঁকাল ডেনিসন। 'শনিগ্রহের চেয়ে কম-বেশি দূরত্বে চলে গেলে সমস্যা হতে পারে। আর অত দূরত্বে চলে গেলেও আমাদের অন্তত কোন সমস্যা নেই। আমরা চাঁদের কক্ষপথে কসমেগ পাম্প বসিয়ে নেব। আর সত্যি বলতে কি চাঁদের আমাদের প্রয়োজন নেই। কাজেই এটা চলে গেলেই কি। যদিও জানি যাবে না।'

হাসল নেভিল, 'কি করে বুঝলেন যাব না ? আমরা থামব না। চাঁদের বাসিন্দাদের ওপর পৃথিবীর মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা চাপিয়ে দেয়ার আর কোন সুযোগ নেই।'

'আপনারা যাবেন না কারণ গিয়ে কোন লাভ হবে না। আর গোটা চাঁদকে টেনে নিয়ে যাবার দরকার কি ? তারচে' বরং স্টারশিপ বানান। কয়েক মাইল লম্বা স্টারশিপ। কসমেগ শক্তি চালিত। যার নিজস্ব ইকোলজি থাকবে।'

ধমকের সুরে নেভিল বলল, 'কিন্তু আমাকে যতই বোঝান আমরা চলে যাবই। পৃথিবী থেকে দূরে থাকতে চাই আমরা।'

ডেনিসন বলল, 'পৃথিবীকে প্রতিবেশী হিসেবে পাবার একটা সুবিধা আছে। ইমিগ্রান্টরা আসছে চাঁদে। সাংস্কৃতিক মিলন ঘটছে। দিগন্তের

ওপরে একটি প্লেনাটরি ওয়ার্ল্ডে দুই বিলিয়ন মানুষ পাচ্ছেন আপনি। এগুলো সব ছেড়ে চলে যেতে চাইছেন ?'

'আনন্দের সাথে।'

'কিন্তু চন্দ্রবাসীরা সবাই কি আপনার সঙ্গে একমত ? নাকি আপনি একাই এসব কথা বলছেন ? আপনার কিছু সমস্যা আছে, নেভিল। আপনি সারফেসে যান না। কিন্তু অন্য চন্দ্রবাসীরা যায়। যেতে পছন্দ করে না তবু যায়। চাঁদের অভ্যন্তর তাদের কাছে জরায়ুর মত নয়, তবে আপনার কাছে তাই। তারা চাঁদকে কারাগার মনে করে না, কিন্তু আপনি মনে করেন। আপনি যদি চাঁদকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিয়ে যান, ওটাকে সবার জন্যে কারাগার বানিয়ে তুলবেন। এটি পরিণত হবে একটি এক বিশ্ব কারাগারে যেখান থেকে কোন মানুষ এমনকি আপনিও বেরিয়ে আসতে পারবেন না। কেউ আকাশ দেখার সুযোগ পর্যন্ত পাবে না। সম্ভবত আপনি তাই চাইছেন।'

'আমি চাই স্বাধীনতা, একটি মুক্ত পৃথিবী, বাইরের স্পর্শ থেকে মুক্ত একটি পৃথিবী।'

'আপনি শিপ বানাতে পারেন, যত খুশি। শিপে চড়ে যেখানে খুশি, যতদূরে খুশি যেতে পারেন। আপনার এ ধরনের শিপ পেতে ইচ্ছে করে না ?'

'না,' তীব্র বিতৃষ্ণা নিয়ে বলল নেভিল।

'তবে কি এটাই সত্য যে, আপনি আপনার ইচ্ছেমত যেখানে খুশি নিয়ে যাবেন চাঁদকে ? অন্যেরা আপনার কথা মানবে কেন ?'

'তাদেরকে মানিয়ে নিতে বাধ্য করা হবে,' বলল নেভিল।

গলার স্বর শান্ত থাকলেও লাল হয়ে উঠল ডেনিসনের চেহারা। 'এমন কথা বলার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে ? চন্দ্র শহরের অধিবাসীরা আপনার সঙ্গে একমত নাও হতে পারে।'

'সেটা আপনার ভাবনার বিষয় নয়।'

'অবশ্যই আমার ভাবনার বিষয়। আমি চাঁদের একজন ইমিগ্রান্ট যে শীঘ্রি এখানকার নাগরিকত্ব পেয়ে যাচ্ছে। আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে এমন কোন লোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না যে সারফেসে যেতে ভয় পায় এবং নিজের ব্যক্তিগত কারাগারকে সবার জন্যে কারাগারে রূপান্তর ঘটাতে চায়। আমি পৃথিবী চিরতরে ছেড়ে এসেছি শুধু চাঁদে

বাস করার বাসনা নিয়ে, চেয়েছি আমার গ্রহ থেকে খানিক দূরে থাকতে। অসীম কোন দূরত্বে চলে যাবার কোন ইচ্ছেই আমার নেই।'

'তাহলে পৃথিবীতে ফিরে গেলেই পারেন,' ভাবলেশ শূন্য গলায় বলল নেভিল। 'এখনো সময় আছে।'

'চাঁদের অন্য নাগরিকদের কি হবে ? অন্য অভিবাসীরা ?'

'তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে।'

'সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি... সেলেনি!'

ভেতরে ঢুকল সেলেনি, মুখ গম্ভীর। চোখে ক্রোধের আগুন। নেভিল ওকে দেখে খুবই অবাক হলো। বলল, 'পাশের ঘরে কতক্ষণ ধরে লুকিয়ে ছিলে, সেলেনি ?'

'তুমি আসার আগে থেকে, ব্যারন,' বলল সেলেনি। 'তোমার সব কথাই আমি শুনেছি। এবার আমার কিছু কথা শোনো। পৃথিবীতে যাবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। হয়তো তেমন ইচ্ছে কোনদিন হবেও না। তবে আকাশের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর চেহারা দেখতে ভাল লাগে আমার। আমি খালি আকাশ দেখতে চাই না। আমি অন্যদের সঙ্গে কথা বলেছি। কেউই এখান থেকে যেতে চায় না। বেশিরভাগ মানুষ শিপ তৈরির পক্ষে রায় দিয়েছে। বলেছে ইচ্ছে হলে তারা অন্য কোথাও থেকে ঘুরে আসবে। কিন্তু চাঁদকে কক্ষচ্যুত হতে দেখতে চায় না তারা।'

জোরে নিশ্বাস পড়ছে নেভিলের। 'তুমি এসব কথা আলোচনা করেছ। তোমাকে এ অধিকার—'

'নিজের অধিকার নিজেই নিয়ে নিয়েছি, ব্যারন। তাছাড়া এসব নিয়ে আর কথা বলে লাভ নেই। তোমাকে সবাই ত্যাগ করবে।' 'কারণ—' লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল নেভিল, হিংস্র ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল ডেনিসনের দিকে।

কমিশনার বলল, 'আবেগী হয়ে উঠবেন না, ড. নেভিল, প্লীজ। আপনি চাঁদের মানুষ হতে পারেন কিন্তু আমাদের দু'জনের সঙ্গে শক্তিতে পারবেন না।'

'তিনজন,' বলল সেলেনি, 'আমিও চাঁদেরই একজন। আর কাজটা আমিই করেছি ব্যারন; অন্য কেউ নয়।'

ডেনিসন বলল, 'শুনুন, নেভিল—চাঁদের যদি ইচ্ছে হয় যাবে। পৃথিবী তার স্পেস স্টেশন তৈরি করতে পারবে। চন্দ্র শহরের মানুষ

চাঁদের কথা নিয়ে ভাবে, সেলেনি ভাবে, আমি ভাবি। আপনি মহাশূন্য থেকে আলাদা কিছু নন। আগামী বিশ বছর পরে যার ইচ্ছে সে চাঁদ ছেড়ে চলে যাবে। যার ইচ্ছে থাকবে। আপনি কারো ওপর জোর খাটাতে পারবেন না।'

আবার আস্তে আস্তে নিজের আসনে বসে পড়ল নেভিল। তার চেহারায় পরাজয়ের ছাপ।

১৯

সেলেনির অ্যাপার্টমেন্টের সবগুলো জানালা দিয়ে এখন পৃথিবী দেখা যায়। সেলেনি বলল, 'সমস্ত ভোট নেভিলের বিরুদ্ধে চলে গেছে জান নিশ্চয়ই, বেন।'

'আমার সন্দেহ ছিল সে হয়তো হাল ছেড়ে দেবে। তবে ইতিহাসে শেষ বলে কিছু নেই, আছে শুধু কিছু ক্রাইসিস পয়েন্ট। আমরা সেই ক্রাইসিস পয়েন্ট নিরাপদে পার হয়ে এসেছি। স্টারশিপগুলো তৈরি হয়ে যাবার পরে আর কোন দুশ্চিন্তাই থাকবে না।'

'আমরা স্টারশিপ বানানো দেখতে যাব।'

'তুমি অবশ্যই যাবে, সেলেনি, আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি।'

'তুমিও যাবে, বেন। বেশি বয়স বয়স কোরোনা তো। মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়স তোমার।

'ওদের স্টারশিপে চড়বে না, সেলেনি?'

'নাহ্। ততদিনে বুড়ো হয়ে যাব আমি। আর আকাশে পৃথিবীকে দেখার দৃশ্য মিস করতে চাই না আমি। আমার ছেলে হয়তো যেতে পারে...বেন।'

'বলো।'

'আমি আরেকটি সন্তানের জন্যে আবেদন করেছি। আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। তুমি কি কন্ট্রিবিউট করবে?'

ডেনিসন সেলেনির চোখে চোখ রাখল। সেলেনি তাকিয়ে রইল ডেনিসনের দিকে।

ডেনিসন বলল, 'কৃত্রিম গর্ভসঞ্চার?'

সেলেনি বলল, অবশ্যই...জিন কমবিনেশনটা মজার হবে।'

চোখ নামাল ডেনিসন। 'আমি লজ্জা পাচ্ছি, সেলেনি,'

সেলেনি বলল, 'লজ্জা পেতে হবে না। আমি তোমাকে পছন্দ করি।'

ডেনিসন কিছু বলল না। চুপ হয়ে রইল।

সেলেনি বলল, 'প্রেমে যৌনতার চেয়েও বেশি কিছু আছে।'

ডেনিসন বলল, 'এ বিষয়ে আমার আপত্তি নেই। অন্তত আমি তোমাকে সেক্স বিয়োগ করেই ভালবাসতে পারি।'

সেলেনি বলল, 'আক্রোবেটিক্সের চেয়েও সেক্সে বেশি কিছু আছে।'

ডেনিসন বলল, 'তাতেও আমার সন্দেহ নেই।'

সেলেনি বলল, 'তাছাড়া—ওহ্, ড্যাম ইট। তোমাকে দেখেছি আরো অনেক কিছু শেখাতে হবে।'

মৃদু গলায় বলল ডেনিসন, 'যদি তুমি শেখাতে চাও তাহলে শিখতে কোন আপত্তি আমার নেই।'

ইতস্তত ভঙ্গিতে ডেনিসন এগোল সেলেনির দিকে। তবে সেলেনি পিছলে গেল না। আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিজের জায়গায়।

এবার আর ইতস্তত করল না ডেনিসন।

